উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,২০৭.২৪ (-২৪৯৬.৮৯)

নিফটি : ২৩,০০২.১৫ (-৭৭৫.৬৫)

কাতারের গ্যাস কেন্দ্রে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হানা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৯°	২৯°	১৯°	২৮°	১৯°	২৬°	১৭°

অতনুর ইস্তফায় শেয়ার বাজারে ধস ৭

‘বিপর্যয়ের দায় কমিশনের’ বদলিতে অসন্তুষ্ট মমতার ফের চিঠি জ্ঞানেশকে ৫

শিলিগুড়ি ৫ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 20 March 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 299

ইদ উপলক্ষ্যে দোকান সামলানোর ফাঁকে খুনশুটি দুই খুদের। ইসলামপুরে বৃহস্পতিবার। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

বিজেপি-বামের তালিকা অসম্পূর্ণই

অরূপ দত্ত ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ মার্চ : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বা জিএনএলএফ-কাউকেই আসন দিল না বিজেপি। পাহাড়ের তিন আসনেই বিজেপির প্রার্থী ঘোষিত হয়ে গেল। পাহাড়ের তিন আসনেই নতুন মুখ দিয়েছে বিজেপি। ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ধ্যানচাঁদ পুরস্কার বিজয়ী ভরত ছেত্রীকে কালিম্পংয়ে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তবে দলের দ্বিতীয় তালিকাতেও স্পষ্ট হল না গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মনকে বিজেপি উত্তরবঙ্গের কোনও আসনে সমর্থন করবে কি না।

ইংরেজবাজার আসনে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও অনিশ্চিত। দ্বিতীয় তালিকা নিয়েও দলের অসন্তোষ এড়াতে পারল না বিজেপি। মাল ও মাদারিহাট আসনে বৃহস্পতিবার দলীয় দপ্তর ভাঙচুর করেন দলের কর্মীরা। উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় দফায় বিজেপির তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি এর আগে দিনহাটা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন। যদিও তিনি ইস্তফা দেন সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে থেকে যাওয়ার জন্য।

সেই দিনহাটায় বিজেপি তাঁকে মনোনয়ন না দেওয়ায় জল্পনা শুরু হয়েছিল। শেষপর্যন্ত তিনি পদ্ম প্রতীকে মনোনয়ন পেলেন মাথাভাঙ্গায়। বাদ গেলেন মাথাভাঙ্গার বর্তমান বিধায়ক সুশীল বর্মন। বামফ্রন্টেও কিন্তু বিবাদ এড়ানো যায়নি। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে দ্বিতীয় দফাতেও প্রার্থীর নাম জানানো হয়নি। ওই কেন্দ্রটি বরাবর আরএসপি'র থাকে। কিন্তু এবার সিপিএম ওই আসনের

বাংলার রায়

পাহাড়ের তিন আসনে বিজেপি, শ্রীরূপা অনিশ্চিত

দাবিদার। তবে দ্বিতীয় তালিকায় কালচিনি আসনটি শেষপর্যন্ত আরএসপি'র হাতেই থেকেছে। প্রার্থী হয়েছেন পাশাং শেরপা।

কোচবিহার উত্তর ও জলপাইগুড়ি আসন এতদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের ছিল। এবার ওই দুই আসনে সিপিএম দলীয় প্রার্থী দেওয়ায় বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিনে সাংবাদিক বৈঠক এড়িয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা। তালিকায় স্পষ্ট, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীকে আর মনোনয়ন দেওয়া হল না। মালদার হবিবপুরে বাসুদেব বর্মন, চাঁচলে আনারুল হককে প্রার্থী করেছে সিপিএম।

পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে অবশ্য তৃণমূলের চেয়ে পিছিয়েই আছে বিজেপি ও বামফ্রন্ট। দুই পক্ষই বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করলেও এখনও ২৯৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি। বিজেপি প্রথম তালিকায় ১৪৪, দ্বিতীয় তালিকায় ১১২ আসনে প্রার্থীর নাম জানালেও এখনও ৩৮টি আসন বাকি। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট দুই দফায় ২৩৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। ৩০ আসনে ইদের পর প্রার্থীদের নাম জানাতে পারে আইএসএফ। তারপরেও আরও ২০টি আসনে বোঝাপড়া নিয়ে জটিলতা থাকছে।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, 'তাদের সঙ্গে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কয়েকটি আসন নিয়ে কথা চলছে।' ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমাদের পাশে বসিয়ে রেখে, আমাদের আসনে সিপিএম প্রার্থী দিয়েছে। এই নিয়ে রফা না হওয়া পর্যন্ত সমস্যার নিষ্পত্তি হবে না। আমাদের চিঠির উত্তর বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান এখনও দেননি।'

এরপর দশের পাতায়

হোটেলের ঘরে ধর্ষণ, সিগারেটের ছ্যাঁকা প্রেমিকাকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিলাসবহুল হোটেলে দু'দিন বন্দি রেখে অমানবিক অত্যাচার। শারীরিক অত্যাচারের পাশাপাশি সারা গায়ে দেওয়া হয়েছে সিগারেটের ছ্যাঁকা। শেষে সেই 'প্রেমিক'-এর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে থানায় ছুটে আসেন ওই তরুণী। আর্তনাদ করতে করতে দেখান সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন। এরপরই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ওই প্রেমিককে। বুধবার রাতে এমন ঘটনায় কিছুটা অবাক খোদ ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীরাও। ধৃত ওই 'প্রেমিক'-এর নাম অভিনব ঘোষ। তিনি নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

বছরখানেক ধরেই ওই তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল ওই তরুণের। বৃহস্পতিবার ওই

- পার্টির নাম করে হোটেলে নিয়ে যান প্রেমিক
- একটি ঘরে দু'দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করা ও সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়
- অসুস্থ বোধ করায় প্রেমিক হাত-পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিতেই তিনি পালিয়ে থানায় চলে আসেন
- অত্যাচারের কারণ খুঁজছে পুলিশ

ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রেমের ফাঁদে ফেলে ওই তরুণীর ওপর এমন অমানবিক অত্যাচারের পেছনে আসল কারণ কী, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই তরুণী এখন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত রাত এগারোটা নাগাদ। হঠাৎ এক তরুণী আর্তনাদ করতে করতে ভক্তিনগর থানায় ছুটে আসেন। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। পুলিশকর্মীরা প্রথমে ওই তরুণীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। এরপরেই পুলিশের নজরে আসে, তাঁর সারা গায়ে ছ্যাঁকা ও মারের দাগ। থানার এক পদস্থ অফিসারের কথায়, 'তরুণীর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।' এরপরই গোটা ঘটনা বলতে শুরু করেন ওই তরুণী। তরুণী জানান, একসময় তিনি বারে কাজ করলেও বর্তমানে সেই কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্র ধরেই নকশালবাড়ির বাসিন্দা অভিনবের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর।

এরপর দশের পাতায়

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

দুই ফুলেরই প্রার্থীর পথে অনেক কাঁটা

পদ্মের প্রতিপক্ষ ‘জনতার’ রঞ্জন

উত্তরের ভোট-আয়না

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : তাঁকে নিয়ে বহু বিতর্ক, নানা অভিযোগ। কিন্তু প্লাস পয়েন্টও আছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এলাকার মানুষকে নিয়ে বনভোজনে যাওয়া, আনন্দ করা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেসের রঞ্জন শীলশর্মাকে এই অ্যাডভান্টেজ এবারের বিধানসভা ভোটে এগিয়ে রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি অবশ্য রঞ্জনের এই 'জনমোহিনী' ফ্যাক্টরকে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। এই আসনে দলের প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'তৃণমূল প্রার্থীর প্রভাব বড়জোর একটি কী দুটি ওয়ার্ডে রয়েছে। তাকে সম্বল করে নিশ্চয়ই একটি গোটা আসনে জেতা সম্ভব নয়!' প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে 'মা' শিখা চট্টোপাধ্যায়ের পা ছুঁয়ে 'ছেলে' রঞ্জন আশীর্বাদ নিয়ে ভোটের ময়দানে নেমে পড়েন। রঞ্জনের মাথায় হাত রেখে শিখার আশীর্বাদ, 'আমার ভুল, ছেলেকে আমার পথে আনতে পারিনি।'

রঞ্জন একটা সময় গোটা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে নিজের হাতের তালুর মতো করেই চিনতেন। তবে একটা সময়ের পর তাঁর কাজের ক্ষেত্র অনেকটাই কমেছে। শেষে মাত্র এক-দুটি ওয়ার্ডে তাঁকে আবদ্ধ করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। কখনও ৩৬ কখনও ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। একটা সময় দল পুরভোটে তাঁকে টিকিট না দিলে নির্দল হিসেবে সেবারে জিতেছিলেন। তবে তাঁর জনসংযোগে কিন্তু কখনও ভাটা পড়েনি। আর্তদের জন্য সদাই পাশে থেকেছেন। কেউ সাহায্য চাইলে সহজে নাকি 'না' করেন না। বয়স্কদের নিয়ে বনভোজন, প্রবীণদের নিয়ে তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণে যান।

অন্যদিকে, বিতর্কও রয়েছে বিস্তর। শিক্ষা আধিকারিককে একসময় থুতু ছিটিয়েছেন। আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে তালিকায়। তা সত্ত্বেও তাঁর এই জনতাদরদি মনোভাব রঞ্জনকে এগিয়ে রাখতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

তবে অঙ্ক মোটেও সহজ নয়। পথে যথেষ্ট কাঁটা রয়েছে। এই আসনে দলীয় কোন্দল তৃণমূলের যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ। ফুলবাড়ি-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের একটা সময় শক্তিশালী সংগঠন ছিল। কিন্তু সেখানকার বহিষ্কৃত নেতা দেবাশিস প্রামাণিক ঘরে বসে। একাংশ তাঁকে দলে ফেরানোর দাবি তুললেও নেতৃত্বের এখনও সদুত্তর নেই। দলের নেতৃত্বর একাংশ কবে রঞ্জনের হয়ে প্রচারে নামবে তাও কারও জানা নেই।

ডাবগ্রাম-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির বেশ শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু দলের একাংশ বিধায়ক হিসেবে শিখার পরিষেবায় সন্তুষ্ট নন। গত পাঁচ বছরে তিনি সেভাবে মানুষের কাছে যেতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় 'জনতার রঞ্জন' কি ভোটে এগিয়ে যেতে পারেন?

শিখার উত্তর, 'ছোট একটা এলাকায় হয়তো কিছু মানুষকে সহজে কিছু পরিষেবা দেওয়া যায়। কিন্তু আখেরে একটি বিধানসভা আসনে প্রভাব ফেলা যায় না। একটি ওয়ার্ডের ছবি দেখিয়ে তৃণমূল জিততে পারবে না।' ভোটে জিততে বিজেপি এই বিষয়টিই প্রচারে সবার সামনে তুলে ধরবে বলে ঠিক করেছে। পাশাপাশি, তারা ধর্মকেও হাতিয়ার করবে বলে পদ্ম শিবিরের নেতা-কর্মীদের একাংশের বক্তব্য।

বিরোধীদের পরিকল্পনা নিয়ে রঞ্জন অবশ্য সেভাবে ভাবতে মোটেও রাজি নন, '২০১১ এবং ২০১৬ সালের ভোটে দলের নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছি। শুধু দুটো ওয়ার্ডে নয়, গোটা বিধানসভা এলাকাতেই কাজের নজির রয়েছে।' কাজের ইচ্ছে থাকলে বড় এলাকা কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে তাঁর দাবি।

'মা'কে প্রণাম। রঞ্জন শীলশর্মার সঙ্গে শিখা চট্টোপাধ্যায়। -সূত্রধর

উত্তরের খোঁজে

সবাই যোগ্য! মাথা নত করে দাও অথবা ভাজো ভ্যারেন্ডা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এক এক জনকে দেখে মনে হচ্ছে, তাঁদের ছেলেমেয়েরা কেউ আইপিএস বা আইএএসে সুযোগ পেয়েছেন। কী লম্ফজম্ফ, কী কাছের লোকদের নিয়ে নাচানাচি, কোলাকুলি!

এক এক জনকে দেখে আবার মনে হচ্ছে, একইসঙ্গে তাঁদের বাবা-মা বা সন্তান অকালপ্রয়াত হয়েছেন। শোকসভা বসেছে বাড়িতে। অথবা পিতৃগৃহে ডাকাতি হয়েছে, গজরাচ্ছেন আহত সিংহের মতো।

ভাঙচুর তো হচ্ছেই। বিধানসভার টিকিট না পেলেই অনুগামীদের দিয়ে পার্টি অফিস ভাঙচুর ইদানীং দেশে নির্বাচনি অঙ্গ। বাংলায় তৃণমূল, বিজেপিতে তো হবেই। এবার এমনকি দেখলাম, প্রার্থী ঘোষণার পর নদিয়ার কালীগঞ্জে সিপিএম অফিসে পর্যন্ত একদল কর্মী ভাঙচুর করেছেন! সিপিএম শূন্য উত্তরবঙ্গে কর্মীরা গর্বিত হতে পারেন!

সবাই ভাবছেন, আমিই যোগ্য। যিনি মদ্যপ বিধায়ক বা ঝগড়ুটে অসভ্য তোলাবাজ হিসেবেই এলাকায় কুখ্যাত হয়েছেন, তিনিও বাদ পড়ে বলছেন, কী এত বড় সাহস! আমি বাদ! তিনিও বলছেন, আমি যোগ্যতম। আমিই যোগ্য।

সব্বাইকে দেখেই হাসি পাচ্ছে খুব। টিভিতে এঁদের নাম ঘোষণা হচ্ছিল প্রার্থী হিসেবে। কিংবা তাঁদের নাম নেই। তাতেই কী উল্লাস, তাতেই কী বিষণ্ণতায় ডুবে যাওয়া! উল্লসিতদের দেখে মনে হচ্ছে ভোটে জিতলে কী করবেন এঁরা? গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানের মতো, শূন্যে ওঠে মেঘের উপর দিয়ে হাঁটবেন? নাকি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ফ্যান্টাসির 'ননসেন্স' গান গাইবেন, 'মেক্সিকো থেকে এল ট্রাঙ্ককল/ টেমস নদীতে নেই এক ফোঁটা জল,/ আজকে না হয় হাওয়াই দ্বীপে হাওয়া খেতে যাই সবাই/ ভাজো ভ্যারেন্ডা, ভাজো ভ্যারেন্ডা।'

তৃণমূল এবং বিজেপি রাজ্যে নির্বাচনের প্রধান দুই প্রতিপক্ষের বিধানসভা প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। তারপরে অনুগামীদের নাচানাচি বা অনুগামীদের বিষণ্ণতা দেখে মনে হচ্ছে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ স্টেশন। আর সিপিএম, বাকি বাম দল, বা কংগ্রেস বা এসইউসি অধিকাংশ প্রার্থীর ক্ষেত্রে ওই বিখ্যাত গান মানিয়ে যাবে, 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।' এঁরা অধিকাংশই জানেন, হার নিশ্চিত। তবু পার্টির প্রতি দায়বদ্ধতায় প্রার্থী হয়েছেন। হতে হয়েছে। এটা আবার অন্য ধরনের দায়বদ্ধতা। প্রশংসাযোগ্য।

কিন্তু তৃণমূল বা বিজেপি নেতাদের উচ্ছ্বাস ও শোক দেখে মনে প্রশ্ন জাগছে, *এরপর দশের পাতায়*

নিশীথের কেন্দ্র বদলে বোঝাপড়ার গন্ধ

প্রার্থী হয়েই প্রচারে নিশীথ প্রামাণিক। বৃহস্পতিবার নিশিগঞ্জে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : দিনহাটার খাসতালুক ছেড়ে মাথাভাঙ্গার 'নিরাপদ' কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হলেন নিশীথ প্রামাণিক। আর তা নিয়ে কোচবিহারের রাজনীতির অলিন্দে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। নিশীথের ঘর বদল এবং দিনহাটায় তুলনায় দুর্বল প্রার্থী দাঁড় করানো কি রণকৌশল, নাকি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী উদয়ন গুহর জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। রাজকীয় দাপটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব সামলানো নেতার ঘরছাড়া হওয়া কোনও বৃহত্তর রাজনৈতিক চিত্রনাট্যের ক্লাইম্যাক্স কি না সেই প্রশ্নও বাতাসে ঘুরছে।

নিশীথ অবশ্য দাবি করছেন, 'দল যা চেয়েছে, তাই করছি। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রার্থী করেছেন সেই সিদ্ধান্ত মেনেই লড়াই করব।' আর উদয়নের বক্তব্য, 'নিশীথ ভয় পেয়ে মাথাভাঙ্গায় পালিয়েছে।' উঠে আসা প্রশ্ন আর বোঝাপড়ার কথাকে দুই নেতার কেউই অবশ্য পাত্তা দিতে চাননি।

তবে বোঝাপড়ার প্রশ্ন এমনি এমনি উঠছে না। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে উদয়ন গুহকে পরাজিত করে নিশীথ যখন জায়েন্ট কিলার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল, দিনহাটার ঘাসফুল শিবিরের শিকড় বুঝি উপড়ে গেল। কিন্তু রাজনীতির চাকা ঘুরল অদ্ভুতভাবে। বিধায়ক পদ ছেড়ে দিয়ে নিশীথ দিল্লি গেলেন, আর উপনির্বাচনে জিতে উদয়ন কেবল বিধায়কই হলেন না, হলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সেই থেকে দিনহাটার আকাশ-বাতাস তৃণমূলের একচ্ছত্র শাসনে। আজ সেখানে বিরোধী রাজনীতি মানেই যেন লুকোচুরি খেলা।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়ন বনাম বদলের হাওয়ার জোর টক্কর

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ইটাহার

ভোটের অঙ্ক

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৯ মার্চ : রাতে কয়েক পশলা বৃষ্টিতে সকালের হাওয়া শীতল। কিন্তু বেলা বাড়তে বসন্তের রোদে যেন আগুনের আঁচ। মাথায় গামছা বেঁধে রামনগরে জমি থেকে গাজর তুলছিল খেতমজুরের দল। আলে দাঁড়িয়ে খেতমজুরদের কাজের দেখভাল করছিলেন কৃষক কুতুবুদ্দিন আহমেদ। ভোটের হাওয়া কী বুঝছেন চাচা? ষাটোর্ধ্ব কুতুবুদ্দিনের ঝটিতি জবাব, 'হাওয়া এখনও ওঠেনি। রমজান পার হোক। তারপর খোঁজ নেবেন।'

কথার মাঝে জমি লাগোয়া পিচের রাস্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী বোঝাই দুটি গাড়ি চৈতি হাওয়ায় ধুলো উড়িয়ে চলে গেল মানাইনগরের দিকে। কুতুবুদ্দিন হাওয়া টের না পেলেও আধাসামরিক বাহিনী ভোটের কাজ শুরু করে দিয়েছে। গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে গাজরের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে ফুঁসে উঠে নাজিমুদ্দিন বললেন, 'ভোটের হাওয়া বুঝে কী করবেন? আমরা গাজরের দাম পাচ্ছি না। এই কথাগুলো লেখেন।'

প্রান্তিক চাষি নাজিমুদ্দিন চুপিচুপি জানালেন, তিনি সিপিএম করেন। তবে এবার অন্য কিছু ভাববেন। অন্য কিছু মানে, কংগ্রেস? ফের ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রামনগরের চাষি, 'ধুর! কংগ্রেস কি আসতে পারবে?' হাতে একটা গাজর নিয়ে বললেন, 'এর রংটা দেখছেন? জলে পরিষ্কার করলে আরও জ্বলজ্বল করবে।' গাজরের গেরুয়া রংয়ে কী বোঝাতে চাইলেন নাজিমুদ্দিন? তবে কি মুসলিম অধ্যুষিত রামনগরেও মৃদুমন্দ রামের হাওয়া বইছে?

আটের দশকের মাঝামাঝি কিশোরকুমারের জনপ্রিয় গানটা মনে পড়ে গেল- 'হাওয়া...মেঘ সরায়ে, ফুল ঝরায়ে/ ঝিরি ঝিরি এলে বহিয়া।' সেসময় বঙ্গ রাজনীতির উঠোনে কোনও ফুলের চিহ্নমাত্র ছিল না। অথচ ইটাহারে ভোটের হাওয়ায় সেই গানের কলিই মনে পড়ল।

মারনাই ঘাটে সেতুর দাবি আজও পূরণ হয়নি।

মাসখানেক আগে ইটাহারের চৌরাস্তা মোড়ে চায়ে পে চর্চায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করে গিয়েছিলেন, 'ইটাহার জিতলে দেড়শোর বেশি সিট নিয়ে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে।'

ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগুরু। তবে অন্য হিসেবও আছে। বাম, কংগ্রেস, মিম ও আইএসএফের কাটাকাটিতে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে বড় কোপ পড়লে এবং বিজেপির হিন্দু ভোটব্যাংক এককাট্টা থাকলে জোড়াফুলের কপালে দুঃখ আছে। এসআইআর, অ্যাডজুডিকেশনের যোগ-বিয়োগও আছে। ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রে বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা ৫৩৮৬০। যাঁদের বেশিরভাগ মুসলিম। ফলে এসআইআর আতঙ্কে কম্পমান তৃণমূল শিবির।

কিন্তু ভোটের অঙ্ক তো সহজ পাটিগণিত নয়। ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রে ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কেবল পতিরাজপুর বিজেপির দখলে। বাকি সবক'টিতে তৃণমূল। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের মোশারফ হোসেন প্রায় ৪৪ হাজার ভোটে বিজেপির অমিত কুণ্ডুকে হারিয়েছিলেন। সেবার এনআরসি, সিএএ আতঙ্কে মুসলিম সম্প্রদায় দলমতনির্বিশেষে ভোট দিয়েছিল সংখ্যালঘু প্রার্থী মোশারফকে। এবার পরিস্থিতি ভিন্ন।

তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অমল আচার্য হাত প্রতীকে এবার সম্ভাব্য প্রার্থী। দীর্ঘদিন মাটিতে পা রেখে রাজনীতি করা ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি থাকার সুবাদে মুসলিম সমাজে তাঁর অনুগামী বলয় রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরে বিজেপির প্রার্থীতালিকা

বিধানসভার নম্বর এবং নাম	প্রার্থীর নাম
১- মেখলিগঞ্জ (এসসি)	দধিরাম রায়
২- মাথাভাঙ্গা (এসসি)	নিশীথ প্রামাণিক
১৪- মাদারিহাট (এসটি)	লক্ষ্মণ লিম্বু
১৫- ধূপগুড়ি (এসসি)	নরেশ চন্দ্র রায়
১৬- ময়নাগুড়ি (এসসি)	কৌশিক রায়
১৭- জলপাইগুড়ি (এসসি)	অনন্ত দেব অধিকারী
২০- মাল (এসটি)	শুক্রা মুণ্ডা
২২- কালিম্পং	ভরত ছেত্রি
২৩- দার্জিলিং	নমন রাই
২৪- কার্সিয়াং	সোনম লামা
২৮- চোপড়া	শংকর অধিকারী
৩৬- ইটাহার	সবিতা বর্মন
৪৬- হরিশ্চন্দ্রপুর	রতন দাস
৫৪- বৈষ্ণবনগর	রাজু কর্মকার

উত্তরে বামেদের প্রার্থীতালিকা

বিধানসভার নম্বর এবং নাম	দল	প্রার্থীর নাম
১১- কালচিনি (এসটি)	আরএসপি	পাসাং শেরপা
৩২- করণদিঘি	সিপিএম	মহম্মদ সাহাবুদ্দিন
৪৩- হবিবপুর	সিপিএম	বাসুদেব বর্মন
৪৫- চাঁচল	সিপিএম	আনওয়ারুল হক

হ্যাটট্রিক হল না জোটসঙ্গী নীরজের, ক্ষোভ পদ্মেও

পাহাড়ে বিজেপি একাই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : প্রায় দু'বছর আগের ঘটনা। ২০২৪ সালে সিকিম বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করতে এসে বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা বলেছিলেন, আঞ্চলিক দল অনেক হয়ে গিয়েছে। এবার মূলস্রোতে আসতে হবে। আর সেই মূলস্রোত বিজেপি। নাড্ডার এই বক্তব্য নিয়ে সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়েও প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল। বলা হচ্ছিল, বিজেপি আঞ্চলিক দলগুলির অস্তিত্ব শেষ করে দিয়ে চায়। এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগেও বিজেপির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠছে। কেননা, বিজেপি পাহাড়ে এবার তাদের জোটসঙ্গী আঞ্চলিক দলগুলিকে কোনও আসন ছাড়েনি। যা নিয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। অন্যদিকে প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় খোদ বিজেপিরই একাংশ কার্সিয়াং থেকে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করানোর হুমকি দিয়ে রেখেছে। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি (পাহাড়) মনোজ দেওয়ান জানিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ে প্রার্থী বদল না হলে এখানকার সমস্ত নেতৃত্ব একযোগে পদত্যাগ করবেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অবশ্য বক্তব্য, 'কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই। পাহাড়ের তিনটি আসনেই আমাদের প্রার্থী জয়ী হবেন।'

বৃহস্পতিবার বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে পাহাড়ের তিনটি আসনে যথাক্রমে কালিম্পং থেকে ভরত ছেত্রী, কার্সিয়াং থেকে সোনম লামা ও দার্জিলিং থেকে নমন রাইয়ের নাম রয়েছে। দার্জিলিংয়ের দু'বারের বিধায়ক নীরজ জিম্বাকে বিজেপি এবার আর টিকিট দেয়নি।

- বিজেপি পাহাড়ে কোনও জোটসঙ্গী আঞ্চলিক দলকে আসন ছাড়েনি
- পদ্ম শিবির কালিম্পংয়ে ভরত ছেত্রী, কার্সিয়াংয়ে সোনম লামা ও দার্জিলিংয়ে নমন রাইকে প্রার্থী করেছে
- বিজেপির একাংশের কার্সিয়াংয়ে নির্দল প্রার্থী দেওয়ার হুমকি

> আমরা চাপে রাখা সত্ত্বেও পাহাড়ের তিনটি আসনে আঞ্চলিক দলের প্রার্থী দেয়নি বিজেপি। বৈঠক করে আগামী সিদ্ধান্ত নেব।
>
> **অরুণ ঘাতানি** *মুখপাত্র, সিপিআরএম*

ভরত ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। কোনওদিন তিনি রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা হাতে নেননি বা তাঁকে মিটিং, মিছিলে দেখা যায়নি। বিজেপির প্রার্থীতালিকায় তাঁর নাম দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। বিজেপি কার্সিয়াংয়ে সোনম লামাকে প্রার্থী করেছে। তবে তিনি প্রার্থী হওয়ায় দলের অন্দরেই তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিজেপির সুকনা-পানিঘাটা মণ্ডল সভাপতি অজয় শর্মা প্রার্থী নিয়ে সরাসরি মুখ খুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই প্রার্থী আমাদের পছন্দ নয়। তাই আমরা নির্দল প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দলের সর্বস্তরে কথা না বলে, মানুষের আবেগকে গুরুত্ব না দিয়েই প্রার্থী করা হয়েছে।' তিনি বলেছেন, দু'-তিনদিনের মধ্যেই নির্দল প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতে পারে। তিনি দলের পার্বত্য শাখার প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ দেওয়ানকে প্রার্থী করার আভাস দিয়েছেন।

দার্জিলিং আসনে এবার আর নীরজ জিম্বাকে বিজেপি টিকিট দেয়নি। নীরজ বিজেপির জোটসঙ্গী জিএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক। সাংসদ রাজু বিস্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নীরজকে বিজেপি পরপর দু'বার দার্জিলিং থেকে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী করেছে। কিন্তু এবার আর নীরজের শিকে ছিঁড়ল না। এই আসনে বিজেপির টিকিটে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব সভাপতি নমন রাই লড়বেন। অর্থাৎ মোর্চার সঙ্গে একপ্রকার আঁতাত রাখলেও বিজেপি এবার জিএনএলএফ-কে গুরুত্ব দিল না। অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) সঙ্গেও আলোচনা চলছে। অজয়কে একটা আসন ছাড়া হতে পারে, এমন গুঞ্জন থাকলেও বিজেপি বাস্তবে সেদিকে হাঁটল না।

নীরজ কিছুদিন ধরেই বলছিলেন যে, তিনি এবার জয়ের হ্যাটট্রিক করবেন। কিন্তু এদিন প্রার্থীতালিকায় নাম না দেখে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক হতাশ। তিনি বললেন, 'বিজেপি নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আমি আশাবাদী ছিলাম এটা ঠিক, কিন্তু এখন আমার এই বিষয়ে আর কিছু বলার নেই।' তিনি জানিয়েছেন, দু'-একদিনের মধ্যেই জিএনএলএফের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হবে। সেখান থেকেই দলের সিদ্ধান্ত জানানো হবে। বিজেপির অপর জোটসঙ্গী সিপিআরএমের মুখপাত্র অরুণ ঘাতানি বলেছেন, 'আমরা প্রথম থেকেই বিজেপিকে চাপ দিয়েছিলাম যাতে এবার পাহাড়ের তিনটি আসনে আঞ্চলিক দলের প্রার্থী দেওয়া হয়। কিন্তু বিজেপি সেটা করেনি। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক করে আগামী সিদ্ধান্ত নেব।'

কেমিস্ট্রিতে গোটা দেশে তৃতীয়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ মার্চ : একেই বোধহয় বলে নামের মর্যাদা রক্ষা!

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে চলতি বছরের গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (গেট)-এর ফলাফল। আর ওই পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে গোটা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য রাঙ্গালিবাজনার বিদ্যাসাগর রায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬০.৩৩ শতাংশ। এবার ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে বিজ্ঞানী পদের জন্য ইন্টারভিউ দেবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সংস্থায় গবেষক হিসাবে যোগদানের সুযোগ তাঁর সামনে।

ছোট থেকেই বিদ্যাসাগর মেধাবী। তাঁর বাবা হেরম্ব রায় কৃষক। মা আলপনা রায় সংসার সামলান। দাদা চিত্তরঞ্জন রায় ও বিক্রম রায়ের যথাক্রমে চা ও মুদির দোকান রয়েছে। বিদ্যাসাগর ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে শিশুবাড়ি হাইস্কুল থেকে ৮৪ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে উচ্চমাধ্যমিকে ফালাকাটা হাইস্কুল থেকে ৮২ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেন। ২০২২ সালে ৮৭ শতাংশ নম্বর নিয়ে জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে স্নাতক হন। এরপর তিনি চলে যান কানপুর আইআইটিতে। ২০২৫ সালে সেখান থেকে ৯৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

এরই মধ্যে ২০২৪ সালে বিদ্যাসাগর কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ পরিচালিত জয়েন্ট সিএসআইআর ইউজিসি নেট-এ কেমিক্যাল সায়েন্সে দেশের মধ্যে ৪০তম স্থান দখল করেন। পরের বছর ওই পরীক্ষায় তিনি আবার ১৮ র‍্যাংক করেন। ফলে বিদ্যাসাগর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন।

গেট-এর জন্য বিদ্যাসাগর আলাদা করে কোচিং নেননি। তিনি বললেন, 'কয়েক মাস বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করছিলাম।' গেট-এ বিদ্যাসাগরের র‍্যাংক খুশি প্রতিবেশীরাও। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক উমর ফারুক বলেন, 'ছেলেটা বরাবর পড়াশোনায় মনোযোগী। লক্ষ্যে অবিচল।' আরেক তরুণ তানজির হোসেনের কথায়, 'আমরা গর্বিত। নামের মর্যাদা রেখেছে বিদ্যাসাগর। কোচিং ছাড়াও যে সাফল্য লাভ করা যায় তা প্রমাণ করেছে সে।'

গেট-এ নামের মান রক্ষা বিদ্যাসাগরের

বিদ্যাসাগর রায়।

এআই নিয়ে আলোচনা

জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ : সাইবার সিকিউরিটি অ্যাটাক শব্দটির সঙ্গে কমবেশি এখন সকলেই পরিচিত। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও 'এআই ড্রিভেন ইনোভেশন ইন কোর ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরস' বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবে।

এদিন আলোচনা করেন অ্যামিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা শ্রীমানা দত্ত। তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ও মেশিন লার্নিং-র উপর বক্তব্য রাখেন। শ্রীমানা বলেন, 'সাইবার সিকিউরিটি অ্যাটাক মানে শুধুমাত্র যে সফটওয়্যারে অ্যাটাক করবে হ্যাকাররা তা কিন্তু নয়। এআই-এর মাধ্যমে হার্ডওয়্যার অ্যাটাকও হয়। এক্ষেত্রে আমাদেরও এআই স্ট্রং করতে হবে। তথ্য স্ট্রং হলে হ্যাকারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সহজ হবে। ব্লক চেন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এআই-এর সাহায্যে হ্যাকারের বিরুদ্ধে লড়াই অনেক সহজ। অনেক সময় ডেটা হ্যাকাররা বিষয়টি আটকে দিয়ে থাকেন। নতুন টেকনলজির মাধ্যমে হ্যাকারদের আটকানো সম্ভব।'

কিকবক্সিংয়ে রাজ্য সেরা

গঙ্গারামপুর, ১৯ মার্চ : রাজ্য স্তরে কিকবক্সিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের জালালপুর গ্রামের মেয়ে শিপ্রা সরকার। এই জয়ের পরে তিনি জাতীয় মঞ্চে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর সাফল্যে খুশি গঙ্গারামপুর সহ গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর। চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির আম্বেদকর অ্যাকাডেমিতে ক্রীড়ামন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্য স্তরীয় অস্মিতা কিকবক্সিং লিগ ২০২৫-২৬ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েছিলেন শিপ্রা। আগামী ২৬ থেকে ২৯ মার্চ চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা কিকবক্সিং উইমেন্স ন্যাশনাল লিগ ২০২৫-২৬ প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

শিপ্রা গঙ্গারামপুর কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রী। তাঁর বাবা পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। এর আগেও জাতীয় স্তরে অংশ নিয়ে একাধিক পদক জিতেছেন তিনি। শিপ্রার পাশে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)। তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি। রবিবার জেলা ক্রীড়া সংস্থা অনুমোদিত দক্ষিণ দিনাজপুর প্রো টি২০ লিগ আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে শিপ্রাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি বলেন, 'আগে অনেক সময় আর্থিক সমস্যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারিনি। তবুও কঠোর পরিশ্রম করেছি। এর আগে জাতীয় স্তরে দু'বার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে একটি পদক জিতেছি। এবারও ন্যাশনাল লিগে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার লক্ষ্য গোল্ড মেডেল জিতে জেলার নাম উজ্জ্বল করা।'

কোচের সঙ্গে শিপ্রা সরকার (ডানে)।

> অনেক সময় আর্থিক সমস্যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারিনি। আমার লক্ষ্য গোল্ড মেডেল জিতে জেলার নাম উজ্জ্বল করা।
>
> **শিপ্রা সরকার**

কর্মখালি

Walk-In-Interview, willing candidates may appear before the Selection Committee of Chathat High School (H.S) - Chathat, Phansidewa, Darjeeling, 734434 for interview of one Assistant Teacher in Short Term Maternity Leave Vacancy in Bengali on 28.03.2026 at 11 a.m. with an application and 3 copies of all Testimonials. No TA will be admissible for the same. (C/121217)

অ্যাফিডেভিট

আমি Barun Kumar Das S/o Late Phani Bhusan Das, Vill-Baro Mohan Para, P.O. Amrity, P.S.-English Bazar Dist-Malda Pin-732208, W.B. আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No-B/2025/0221387 Dt-06/02/2025. আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 02/09/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের নাম Aekansh Das থেকে Debangshu Das করা হল। (C/121210)

•

আমি Narayan Chandra Roy, S/o-Lt Golak Chandra Roy, Vill-Patiram Pranab Pally, P.O.-Patiram, P.S-Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur (WB), Pin-733133 স্থায়ী ঠিকানা ছিল-Vill-Netradanga, P.O.-Kuraha, P.S-Kumarganj, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin-733141 আমার ভোটার কার্ডে (Card vide No-WB/06/037/453025) আমার নাম Narayan Chandra Roy, S/o Golak Roy থাকায় গত 20/01/2026-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুরে অ্যাফিডেভিট বলে Narayan Chandra Roy, S/o Golak Roy থেকে Narayan Chandra Roy, S/o Golak Chandra Roy করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121211)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকমের কাজের জন্য কর্মঠ 12 পাশ মেয়ে চাই। বয়স- 25-35 বেতন : 4000+ প্রতিদিন 160 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময়-রোজ সকাল 10.00 টা থেকে রাত 8.00 টা। Phone-9609055662. (C/121123)

অ্যাফিডেভিট

আমি আয়সী কর্মকার, পিতা-মানিক কর্মকার মাতা-সুপর্ণা মণ্ডল, ঠিকানা-হাকিমপাড়া, পোঃ শিলিগুড়ি, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, আমি গত ১৩.০৩.২৬ তারিখে বসিরহাট Executive Magistrate Court-এ 27920/26 নং Affidavit বলে আমার Addhar Card যার নাম 8897 9558 8697 তে ভুলক্রমে মুদ্রিত আমার নাম সোহানা সারমিন, মাতা-সুপর্ণা মণ্ডল পরিবর্তন করিয়া আয়সী কর্মকার, পিতা-মানিক কর্মকার হিসাবে পরিচিত হইলাম। (C/121214)

•

আমি, (Old Name) Priya Biswas Roy W/o Deepankar Biswas ঠিকানা-Orchid Apt. 58 Atul Prasad Sarani, Rabindra Nagar, S.M.C, P.O. Rabindra Sarani, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, WB Pin-734006 নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্ট WB/Siliguri-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা (New Name) Priya Roy নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট No-11AC 955255 Dated 12-3-26 (Old name) Priya Biswas Roy ও (New Name) Priya Roy একই ব্যক্তি। (C/121212)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+ বয়স 30-40 পুরুষ বা মহিলা ID ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M-8653198671. (C/121209)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR THE REVENGE (H)
Time : 12:00 P.M., 4:10, 8:15 P.M.
Dolby with AC

From 13/3/26 to 22/3/26 at
Dinabandhu Mancha Siliguri
OCD
(Bengali)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

পূর্ব রেলওয়ে

নোটিশ নং. এসআইজি_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং.ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৫০_ওটি, তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৬। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের ইআই স্টেশনে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিডিইউ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৩,০৩,৬৩,৯১৯.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ৩,০১,৮০০.০০; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।
MLD-376/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

PUBLIC NOTICE

In connection with the ensuing election to 22- Kalimpong Assembly Constituency, the following Observers have been appointed by the Election Commission of India. The Observer(s) will be available to meet members of the public, political parties, and candidates regarding election-related matters as per the schedule given below:

Sl. No.	Name of Observer	Contact No.	Period of Visit	Time	Place
1.	Sh. Rahul Tewari, IAS (General Observer)	+91 6297884957	18th March-25th March; 31st March- 24th April; 2nd May-5th May	9:00 AM-10:00 AM (daily)	Conference Hall, Circuit House, Kalimpong
2.	Sh. Badri Narayan Meena, IPS (Police Observer)	+91 8927294406	18th March-25th March; 31st March- 24th April	9:00 AM-10:00 AM (daily)	Conference Hall, Circuit House, Kalimpong
3.	Smt. Sodisetty Madhavi, IRS (Expenditure Observer)	+91 8509291671	18th March-22nd March; 30th March- 24th April	9:00 AM-10:00 AM (daily)	Conference Hall, Circuit House, Kalimpong

All concerned may meet the Observer(s) during the above-mentioned time or contact on the given number(s).

-sd-
District Election Officer
Kalimpong

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

গঙ্গা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ কেলোর কীর্তি, দুপুর ১.০০ ঘাতক, বিকেল ৪.০০ রংবাজ, সন্ধে ৭.০০ অরুন্ধতী, রাত ১০.০০ কেজিএফ (বাংলা ভার্সন)

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ চাওয়া পাওয়া, বেলা ১১.৩০ মাটির মানুষ, দুপুর ২.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ আজকের সন্তান, রাত ৮.০০ একশোয় একশো, ১০.৩০ ফোর্স

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গো ফর গোলস

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ইনকিলাব

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২২ কে-থ্রি, দুপুর ২.০৮ লাডলা, বিকেল ৪.৫৫ আই, রাত ৮.০০ গদর-এক প্রেমকথা, ১১.৪২ দবং

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.০০ ইয়ারানা, দুপুর ১.০০ শান, বিকেল ৪.৫০ ইজ্জত, সন্ধে ৭.৫০ আন মিলো সজনা, রাত ১১.৩৫ হীরা

শ্রীজিতা কর এবং বিপ্লব চক্রবর্তীর গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ** অনুষ্ঠানে, সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

আন মিলো সজনা
সন্ধে ৭.৫০ **সোনি ম্যাক্স-টু**

জি বলিউড : বেলা ১১.০৪ আরজু, দুপুর ১.২৯ এক রিস্তা, বিকেল ৪.৫৮ গঙ্গাজল, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন, ১১.২৯ ইনসাফ

ওয়াইল্ড তানজানিয়া বিকেল ৩.৫৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার বদমেজাজি স্বভাবের কারণে বাড়িতে অশান্তির সম্ভাবনা। আজ চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে আর্থিক ক্ষতি। বৃষ : স্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধির বলে বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি। পারিবারিক কারণে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মিথুন : বাড়ি সংস্কার নিয়ে আর্থিক চিন্তায় মানসিক চাপ বাড়বে। আজ লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। প্রেমে অশান্তি কাটবে। কর্কট : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আজ একাধিক সূত্রে অর্থলাভের সম্ভাবনা। প্রেমে মানঅভিমান থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো খবর পাবেন। সিংহ : কুচক্রী আত্মীয়ের কারণে সংসারে অশান্তি। কর্মপ্রার্থীরা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। কন্যা : অপ্রয়োজনীয় খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও কাগজ খুঁজে পেয়ে স্বস্তি। তুলা : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংকঋণ আজ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। আপনার বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার কারণে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। বৃশ্চিক : স্ত্রীর সহযোগিতায় ব্যবসায় বাধা কাটবে। বহুদিন ধরে চলা কোনও মামলার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। ধনু : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। আজ রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। বিকেলের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : সম্পত্তি কেনাবেচায় বিপুল পরিমাণ টাকা লাভ করতে পারবেন। আজ শেয়ারে অর্থলগ্নি করে লাভবান হবেন। প্রেমে মানসিক চাপ কমবে। কুম্ভ : দূরের কোনও আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে সংসারের আর্থিক অচলাবস্থা কেটে যাবে। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সুপারিশে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। মীন : সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। আজ থেকে কাউকে পরামর্শ দিতে যাবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ২৯ ফাল্গুন, ২০ মার্চ ২০২৬, ৫ চ'ত, সংবৎ ২ চৈত্র সুদি, ৩০ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৭, অঃ ৫।৪৪। শুক্রবার, দ্বিতীয়া শেষরাত্রি ৪।৪। রেবতীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৬। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।৫০। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৫।৫৩ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ৪।৬ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৮।৪৬ গতে ১১।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৫ গতে ১০।১৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৬ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ শঙ্খরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বিপণ্যারম্ভ ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ - (শ্রাদ্ধ) দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মুং-পর্ব জুমাৎ উল-বিদা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।৪৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

‘মা’কে প্রণাম করে প্রচার শুরু রঞ্জনের

ভোট উৎসব ২০২৬

রণজিৎ ঘোষ ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : মা বিজেপি আর ছেলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। আসন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে ‘মা’ শিখা চট্টোপাধ্যায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে ভোটের ময়দানে নেমে পড়লেন ‘ছেলে’ রঞ্জন শীলশর্মা। ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে মা বললেন, ‘ধর্মের জয় হোক। শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।’ সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার আলোর ঝলকানিতে বারবার শিখা বলার চেষ্টা করলেন, ‘মা-ছেলের সম্পর্কে কোনও রাজনীতি হয় না। কোনও সৌজন্যও হয় না। আমাদের মত আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমি মা তো, ছেলের সবসময় ভালো চাই।’ তবে শেষে তিনি এও বললেন, ‘এখানে বিজেপিই জিতবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত কীর্তিকলাপ...।’ বলেই আবার ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, ‘মা-ছেলের সম্পর্কে রাজনীতি ঢোকাবেন না।’

রঞ্জন বলেন, ‘মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, আছে, আমৃত্যু থাকবে। এত ঠুনকো সম্পর্ক নয় যে, ভোটে একে অপরের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি বলে নষ্ট হয়ে যাবে। একসময় একসঙ্গে পার্টি করেছি। ২০২১ থেকে আমাদের আলাদা রাজনৈতিক মতাদর্শ। কিন্তু সেইজন্য কোনও দিন মতভেদ হয়নি।’

শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রঞ্জনদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক। খুব ছোট থেকেই রঞ্জনকে আগলে রাখতেন শিখা। ১৯৮৫ সালে রঞ্জনের বাবার মৃত্যু হয়। এক বছরের মধ্যে মা-ও মারা যান। সেই সময় রঞ্জনের বয়স মাত্র ১৯ বছর। তখন থেকেই শিখা কার্যত পরিবারের অলিখিত অভিভাবক হয়ে ওঠেন। নিজের হাতে রঞ্জনকে ভাত মেখে খাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে শাসন করা, সবকিছুই করতেন শিখা। অকালে বাবা-মা’কে হারিয়ে রঞ্জনও কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। সেই সময় থেকেই শিখাকে মা ডাকা শুরু। পরে শিখা এবং রঞ্জন আলাদা জায়গায় থাকা শুরু করলেও মা-ছেলের সম্পর্কে এতটুকু ছেদ পড়েনি বলেই তাঁদের দাবি।

শিখা দীর্ঘদিন তৃণমূলে ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই রঞ্জনের রাজনীতিতে আসা। ২০২১ সালে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতভেদের জেরে শিখা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। দলের অন্দরেই এখনও গুঞ্জন রয়েছে যে, শিখা রঞ্জনের পরামর্শ নিয়েই বিজেপিতে গিয়েছিলেন। সেবার বিজেপি শিখাকে প্রার্থী করে এবং তৃণমূলের দাপুটে মন্ত্রী গৌতম দেবকে পরাজিত করে তিনি বিধায়ক হন।

শিখা এবারও বিজেপির টিকিটে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে লড়ছেন। অনেক নাম নিয়ে জল্পনা হলেও শেষপর্যন্ত তৃণমূল এই আসনে রঞ্জন শীলশর্মাকে প্রার্থী করেছে। আর এতেই এই আসনে এবার নয়া সমীকরণের সূত্রপাত। রীতিমতো মা-ছেলের লড়াই দেখতে মুখিয়ে রয়েছে আমজনতা।

> **মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, আছে, আমৃত্যু থাকবে। এত ঠুনকো সম্পর্ক নয় যে, ভোটে একে অপরের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি বলে নষ্ট হয়ে যাবে।**
>
> **রঞ্জন শীলশর্মা**
> তৃণমূল প্রার্থী, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

বৃহস্পতিবার ফুলের তোড়া আর মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সাতসকালে তিনি মধ্য শান্তিনগরে মায়ের বাড়িতে পৌঁছে যান। কলিং বেল বাজতেই চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলে রঞ্জনকে ঘরে ডেকে নেন শিখা। রঞ্জন মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। হাতে ফুল দিয়ে মিষ্টি খাইয়ে দেন। শিখা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সকালে ছেলের সঙ্গে কাটিয়ে বিকেল থেকে শিখা ফের পুরোদস্তুর বিজেপি প্রার্থী। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীন থাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি সংযোজিত ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। সেই ১৪টি ওয়ার্ডে প্রচারের ক্ষেত্রে বিজেপির ‘স্ট্র্যাটেজি’ কী হবে সেটা ছকে ফেলেছেন শিখা। তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে গত লোকসভা ভোটের ফল। সেই হিসাবে পুরনিগমের সংযোজিত এলাকায় এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। মোটামুটিভাবে ১৪টি ওয়ার্ডের বেহাল নাগরিক পরিষেবাকে ইস্যু করবেন শিখা। তবে বিজেপির সেই প্রচার ২৫ মার্চ পুজো দিয়ে তারপরই পুরোপুরিভাবে শুরু হবে।

পেয়ারা তুমি খাও... বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের ক্যামেরায়।

পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটার শঙ্কা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাহিনী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট, প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হতে একদিকে যেমন রাজনৈতিক উত্তাপ চড়ছে, তেমনই ভোটের প্রভাব পড়ছে পঠনপাঠনে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন নিজেদের অধীনে নিয়ে সেখানে আধাসেনার থাকার ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে।

যেমন, শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে আধাসেনা থাকায় সেখানে বন্ধ পঠনপাঠন। জাবরাভিটা ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারা ইনস্টিটিউটের ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে ক্লাস করছে। কিন্তু জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে প্র্যাকটিকাল ক্লাসের যে পরিকাঠামো রয়েছে, তা ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে নেই। যে কারণে সিভিল, আর্কিটেকচার বিভাগের পড়ুয়াদের প্র্যাকটিকাল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে রয়েছে। মহিলা কলেজেও কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। আপাতত পঠনপাঠনে তেমন সমস্যা না হলেও, জওয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

নির্বাচনি পরিস্থিতিতে শুক্রবার থেকে আংশিকভাবে শিলিগুড়ি কলেজ ক্যাম্পাস নিচ্ছে কমিশন। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন মেল করে বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। ফলে কলেজের স্বাভাবিক ক্লাস ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এবারও নির্বাচনি স্ট্রং রুম শিলিগুড়ি কলেজে হবে। তবে প্রথম পর্যায়ে কতগুলি ঘর নেওয়া হবে, তা শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের কর্তারা কলেজ পরিদর্শন করে ঠিক করবেন। সেইমতো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

> **বেশ কয়েকটি ক্লাসঘর মহিলা বাহিনীর জন্য ছেড়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে।**
>
> **সুব্রত দেবনাথ** অধ্যক্ষ
> শিলিগুড়ি মহিলা কলেজ

কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, ‘কোন ঘরগুলি ভোটের জন্য নেওয়া হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। নির্বাচন কমিশন কয়েকটি ঘর নিলে কিছুটা হলেও ক্লাসের সমস্যা হবে। বর্তমানে সমস্ত ক্লাস চলছে। তবে পুরোপুরি কবে থেকে কলেজ নেওয়া হবে, তা কমিশন চিঠি দিয়ে জানাবে।’

অন্যদিকে, দু-চার দিনের মধ্যেই মহিলা কলেজে বিএসএফের মহিলা বাহিনী আসবে। মহিলা বাহিনীর জন্য কলেজের বেশ কয়েকটি ঘর কর্তৃপক্ষকে ছাড়তে হবে। ফলে এখানেও পঠনপাঠন ব্যাহত হবে। উল্লেখ্য, ভোট ঘোষণার আগে থেকে আধাসেনা শিলিগুড়ি মহিলা কলেজে মোতায়েন রয়েছে। তবে দুই-চার দিনের মধ্যেই বিএসএফের মহিলা দল কলেজে এসে থাকা শুরু করলে ঘরের অভাব দেখা দেবে। কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথ বলেন, ‘পুরুষ বাহিনীর থেকে আলাদা করে মহিলা বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। বেশ কয়েকটি ক্লাসঘর মহিলা বাহিনীর জন্য ছেড়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। তবে প্রশাসনের থেকে যেরকম নির্দেশ আসবে সেভাবে কাজ করতে আমরা বাধ্য।’

জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে পলিটেকনিকের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের ক্লাসের পাশাপাশি সিভিল ও আর্কিটেকচার বিভাগের থিয়োরি ও প্র্যাকটিকাল ক্লাস হয়। বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘জাবরাভিটা ক্যাম্পাসের পড়ুয়াদের বর্তমানে ডাবগ্রামে শুধু থিয়োরি ক্লাস হচ্ছে। নির্বাচনের পর ক্যাম্পাসটি হাতে পেলে প্র্যাকটিকাল ক্লাসে জোর দেওয়া হবে। জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে সিভিল ও আর্কিটেকচার বিভাগের পুরো পরিকাঠামো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই কারণে ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানো যাচ্ছে না।’

গ্যাং নিয়ে মেয়রকে খোঁচা বিধায়কের

গৌতম-শংকরের বাগযুদ্ধ চরমে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : শহর শিলিগুড়ি প্রহর গুনছে মেয়র ও বিধায়কের লড়াইয়ের। যদিও প্রকাশ্যে প্রতিপক্ষ গৌতম দেবকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইছেন না, বোঝাচ্ছেন বিজেপির শংকর ঘোষ। কিন্তু প্রচারের মাঝে মেয়রকে কটাক্ষ করতে কোনও রেয়াত করছেন না শিলিগুড়ির বিদায়ি বিধায়ক। গৌতমকে আক্রমণ করে শংকরের কটাক্ষ, ‘ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে শেষ করে এবার শিলিগুড়িতে এসেছেন। তবে ভয় দেখিয়ে কিছু হয় না, ভালোবাসায় হয়।’ শংকরের মন্তব্যে গৌতম বলছেন, ‘আমি খুব মর্মাহত। এত মিথ্যার কোনও উত্তর দেব না। ওঁর শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।’

প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হতেই ময়দানে নেমে পড়েছেন শংকর ও গৌতম। বৃহস্পতিবার সকালে শংকর চার্চ রোড এলাকায় যান। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁকে ভোট দেওয়ার আবেদন রাখেন। ব্যবসায়ীদের হাতে একটি করে গীতা ও লিফলেট তুলে দেন। নির্বাচনি প্রচারের মাঝেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীকে মতবিনিময় করতেও দেখা যায়। কথা প্রসঙ্গে এক ব্যবসায়ী তাঁকে জানান, ‘সরাসরি বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। তাহলে উপায় কী?’ সমস্যার সমাধানে শংকর একটি ফোন নম্বর তাঁকে দেন। এখানকার ব্যবসায়ী গৌরীশংকর প্রসাদ বলেন, ‘ওনার কাছে আবদার করেছি আমাদের এলাকায় নজর দিতে। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আজ তাঁকে সামনে পেয়ে সেই কথাই জানিয়েছি।’

শংকর বলেন, ‘এটা কোনও ব্যক্তি নির্বাচন নয়। এই আসনে শেষ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৬৬ হাজার ভোটে পিছিয়ে আছে। তাতেই স্পষ্ট, লড়াই কঠিন না সহজ।’ এরপরই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর প্রতি আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ‘ডাবগ্রামকে শেষ করেছেন। এবার শিলিগুড়িতে গ্যাং বানাবেন বলে এসেছেন। শিলিগুড়ির মানুষ সব বোঝেন। ভয় দেখিয়ে কিছু হয় না।’ বিজেপি প্রার্থী শংকরের মন্তব্যের পালটা গৌতম বলেন, ‘সারাজীবন সমাজবিরোধীজের বিরুদ্ধে লড়েছি। শংকরদের পার্টির মারে মরতে মরতে বেঁচেছি। উনি ভালো থাকুন। বারবার একটা মিথ্যা বললে তা সত্যি হয় না।’ দুপুরে শংকর ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরে যান। সেখানেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা সারেন।

শিলিগুড়িতে নির্বাচনি প্রচারে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

ছন্দে ফিরল চা বাগান

চোপড়া, ১৯ মার্চ : প্রায় দু’বছর পর খুলল চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন চা বাগান। ইদের আগে বৃহস্পতিবার থেকে ফের বাগানের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া শ্রমিক মহলে। শ্রমিক নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে ২০২৪ সালের ১৬ জুন মালিকপক্ষ ‘ওয়ার্ক সাসপেনশন’ নোটিশ জারি করার পর থেকেই বাগান বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি মাটিগাড়ায় তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-র কনফারেন্স হলে দু’দফায় মালিকপক্ষ ও শ্রমিক নেতৃত্বের বৈঠকের পর বাগান খোলার সিদ্ধান্ত হয়। ইসলামপুরের জয়েন্ট লেবার কমিশনার দীপনারায়ণ ভাণ্ডারী বলছেন, ‘বাগান কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে ফের বাগান চালু করা হয়েছে।’

আইএনটিটিইউসি নেতা জীবন রায় বলছেন, ‘মালিকপক্ষ বিভিন্ন শর্ত রেখেছে। শ্রমিকরা আপাতত তাঁদের দাবিদাওয়া থেকে সরে এসেছেন।’ স্থায়ী শ্রমিকদের আপাতত কাজে নেওয়ার কথা। প্রথম দিনে ৩৯৩ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছেন। এখন পাতা এই বাগানের কারাখানার বদলে অন্য কারখানায় পাঠানো হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাগান খোলায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন শ্রমিকরা। সেমিনা খাতুন নামে এক শ্রমিকের কথায়, ‘অনেকদিন বাগান বন্ধ থাকায় সংসার চালানোই মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। বাগান চালু হওয়ায় আমরা খুশি।’

অপর শ্রমিক জহির আনসারের কথায়, ‘বাগানে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৫০০, যার মধ্যে স্থায়ী শ্রমিক রয়েছেন ৬০০ জন।’

পাতা তুলছেন শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার চন্দন চা বাগানে।

মারধরে ভাঙল চোয়াল

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : লোহার স্টিকের মারে ভাঙল মুখের চোয়াল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মিলন মোড় এলাকায়। ঘটনায় আহত শিশাবাড়ির বাসিন্দা লালু কুজুর। লালু বলেছেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে মিলন মোড় এলাকার একটি পেট্রোলপাম্পে বাইকে তেল ভরেছিলাম। পাম্প থেকে বের হতেই পেছন থেকে বাইকে করে আসা সুজল জয়সওয়াল আমার ওপর চড়াও হন।’ লালুর অভিযোগ, ‘বাইকে করে ওই তরুণ লোহার স্টিক নিয়ে এসেছিলেন। সেই স্টিক দিয়েই সজোরে মুখে আঘাত করেন।’ সুজল এলাকা থেকে পালিয়ে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় লালু রাস্তায় পড়ে থাকলে স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। হঠাৎ সুজল লালুকে কেন মারলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সুজলের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুজল ও লালু একে অপরের পরিচিত। প্রেমঘটিত কোনও ব্যাপার নিয়ে বিরোধ থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। তদন্তকারী এক পুলিশ কর্তার কথায়, ‘ঘটনার পেছনে প্রেমঘটিত কারণ থাকতে পারে। না হলে টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারও থেকে থাকতে পারে।’ পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পেট্রোলপাম্পে তেল ভরার আগে কিছুটা দূরে সুজল ও লালুর মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়েছিল। এরপরেই লালু পেট্রোলপাম্পের দিকে রওনা দেন। অভিযোগ, তখনই বাইরে লোহার স্টিক নিয়ে পিছু নিতে শুরু করেন সুজল।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ভক্তিনগর থানার রাজফাঁপড়িতে জঙ্গলে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রবীণ ভুজেল (৪২) নামে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে প্রবীণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর রাতেও না ফেরায় তাঁর মা আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেন। এলাকায় হাতির উপদ্রব থাকায় ভোরে খোঁজা শুরু করেন গ্রামবাসীরা। তখনই জঙ্গলে প্রবীণের দেহ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন তাঁর ভাই ও স্ত্রী। ভক্তিনগর থানার পুলিশও এলাকায় পৌঁছায়। এরপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দেহ পাঠানো হয়। প্রবীণ তাঁর মায়ের সঙ্গেই রাজফাঁপড়ির বাড়িতে থাকতেন। ওই এলাকাতেই আলাদা বাড়িতে থাকেন তাঁর ভাই সুবীন। প্রবীণের মা বলছেন, ‘রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ছেলে বের হয়। কিন্তু আর ফেরেনি।’ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহে কোথাও সেরকম দাগ নজরে পড়েনি। আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা। বাড়িতে অশান্তি ছিল না বলে দাবি তাঁর মায়ের।

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় প্রতিদিনের অশান্তির জের

মাকে বাঁচাতে বাবাকে ‘খুন’

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ছেলের হাতে খুন হলেন বাবা। মাটিগাড়া থানা এলাকার কলমজোত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত ছেলেকে। ধৃতের নাম অজয় ওরাওঁ। তাঁরা বাবা খসরু ওরাওঁ (৫৮)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে খসরুর সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন অজয়। খসরু সেসময় অজয় ও তাঁর মায়ের ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেন। পালটা শিলনোড়া নিয়ে বাবার মাথায় সজোরে আঘাত করেন অজয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন খসরু। এরপরই অজয় ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি খসরুকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। বুধবার ভোরে খসরুর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে অজয়ের মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। রাতে অভিযুক্ত ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মৃত খসরু ওরাওঁয়ের বাড়ি। বৃহস্পতিবার।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই পরিবার চা বাগানে কাজ করে। অজয়, তাঁর মা খসরুর সঙ্গেই ওই বাড়িতে থাকতেন। অজয়ের দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তিনি ওই এলাকাতেই তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। প্রায়দিনই খসরু অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরতেন বলে জানা গিয়েছে। রাতে বাড়িতে ঝামেলাও করতেন। এমনকি রোজই নিজের স্ত্রীকে মারধর করতেন। প্রায় মারধরের জেরে একাধিকবার অজয়ের মাকে চিকিৎসকের কাছেও ছুটতে হয়েছে। মঙ্গলবার রাতেও একই ঘটনা ঘটছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, খসরু ওইদিন বাড়িতে ঢোকার পরেই ঝামেলা শুরু হয়। স্ত্রী ও ছেলের ওপর অত্যাচার শুরু করেন তিনি। এরপরই খসরুর সঙ্গে বাতানুবাদে জড়িয়ে পড়েন অজয়। তখনই হাতের সামনে থাকা শিলনোড়া দিয়ে ছেলে বাবার মাথায় আঘাত করেন। পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান খসরু। তারপরই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

> **অশান্তির জন্যই বাবা শেষ হয়ে গেল। ছোট ভাই জেলে চলে গেল। এর থেকে বেশি আর কিছু ভাবার অবস্থা নেই।**
>
> **বিজয় ওরাওঁ**
> *মৃতের বড় ছেলে*

বৃহস্পতিবার ওই বাড়িতে খসরুর বড় ছেলে বিজয় ওরাওঁ বলছিলেন, ‘অশান্তির জন্যই বাবা শেষ হয়ে গেল। ছোট ভাই জেলে চলে গেল। এর থেকে বেশি আর কিছু ভাবার অবস্থা নেই।’ ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন খসরুর স্ত্রী। ইতিমধ্যেই বড় মেয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন তাঁকে। অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দা মালতী মাহাতো বলছিলেন, ‘ওই বাড়িতে ঝামেলা প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঝামেলা সামলানোর জন্য মাঝেমধ্যে আমরাও ছুটে যেতাম। তবে গত মঙ্গলবার রাতের ঘটনা একেবারেই হাতের বাইরে চলে যায়। গোটা সংসারটাই নষ্ট হয়ে গেল।’ এদিকে ঘটনার পিছনে কেবলই পারিবারিক অশান্তি নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বিজেপির প্রার্থীদের সাংবাদিক বৈঠক। -সংবাদচিত্র

অনুন্নয়ন অস্ত্রে শান দিয়ে ময়দানে পদ্ম

ভোট উৎসব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : শিলিগুড়ি শহর এবং গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড এবং মহকুমা পরিষদের গাফিলতি তুলে ধরে প্রচারে ঝাঁপাতে চলেছে বিজেপি। মূলত স্থানীয় সমস্যাকে তুলে ধরে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চায় বিজেপি নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক পদপ্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করেছে পদ্ম শিবির। সেখানেই আলোচনার পর এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মূলত পুরনিগমে তৃণমূলের বোর্ড যে কাজ করতে পারেনি সেগুলিকেই শিলিগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জলের সমস্যাকে তালিকার শীর্ষে রাখা হবে। মহকুমা পরিষদ এলাকায় কোন রাস্তার কাজ হয়নি, কোথায় উন্নয়ন হয়নি সেই সমস্ত বিষয় ছোট ছোট সভা করে তুলে ধরা হবে গ্রামে। অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় মূলত কেজিএফ গ্যাংয়ের তাণ্ডব, জমি মাফিয়ারাজ, মাদকের কারবারকে তুলে ধরা হবে বলে দলের অন্দরে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, ‘তৃণমূল শহরে কোনও উন্নয়ন করেনি। শহরের চারিদিকে যা উন্নয়ন হয়েছে সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। পানীয় জলপ্রকল্পের টাকাও আম্রুত ২-এর। তৃণমূল যে কাজ করেনি সেটাই আমরা প্রচারে তুলে ধরব।’

এ নিয়ে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, ‘এলাকায় যা কাজ করার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করেছেন। বিধায়করা কিছুই করেননি। ওরা কী কী কাজ করেছে পারলে তার খতিয়ান দিক।’ শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি বিধানসভা এবং সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে এবারও পুরোনো প্রার্থীতে ভরসা রেখেছে বিজেপি। বরং প্রত্যেকটি বিধানসভাতেই প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল। দীর্ঘদিনের মন্ত্রী গৌতম দেবকে হারিয়ে গত বছর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হয়েছিলেন শিখা চট্টোপাধ্যায়। ২০২৬-এর নির্বাচনে ওই কেন্দ্রেও প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল। রঞ্জন শীলশর্মার প্রতি আস্থা রেখে গৌতমকে শিলিগুড়ির প্রার্থী করা হয়েছে। শংকরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুরনিগমের উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে এনে তিনি শিলিগুড়ি ছিনিয়ে নিতে পারবেন বলে আশাবাদী তৃণমূল। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূলের পুর বোর্ড থাকলেও উন্নয়নের কোনও কাজ হয়নি বলে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছে বিজেপি। শহরে ভূগর্ভস্থ তার পাতার কাজ শেষ হলেও এখনও তৃণমূল রাস্তা মেরামতির কাজ করতে পারেনি বলে দাবি পদ্মের। পাশাপাশি শহরে যানজটের সমস্যা দূর করতে না পারা, পানীয় জলের সংকটও মেটেনি বলেও অভিযোগ রয়েছে বিজেপির। এই বিষয়গুলিও শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রচারে তুলে ধরা হবে।

> **শহরের চারিদিকে যা উন্নয়ন হয়েছে সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। পানীয় জলপ্রকল্পের টাকাও আম্রুত ২-এর। তৃণমূল যে কাজ করেনি সেটাই আমরা প্রচারে তুলে ধরব।**
>
> **অরুণ মণ্ডল**
> *সভাপতি, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা*

রামনবমীর আগে শহর পরিদর্শন কমিশনারের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক ২৭ দিন আগে রামনবমী। আবার এক মাস আগে ইদ। তার আগে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহরেও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশকে বিশেষ নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, নির্বাচনের আগে রামনবমীতে বিজেপি এবং তৃণমূল দুই রাজনৈতিক দলই তাদের শক্তি প্রদর্শন করবে। কে কত লোক আনতে পারে, কে ক’টা মিছিল বের করবে সেই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলবে। রামনবমী মহোৎসব সমিতির ব্যানারে শহরে রামনবমীর সুবিশাল শোভাযাত্রা আয়োজিত হতে চলেছে। তবে আদতে বিজেপি যে পিছন থেকে দায়িত্বে থাকবে তা নিয়ে নিশ্চিত প্রশাসন। তাই দুই দলের মধ্যে সমস্যার পাশাপাশি বড় ধরনের অন্তর্ঘাতের আশঙ্কাও থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্যে নির্দেশিকা

অশান্তি এড়ানোই চ্যালেঞ্জ

এসেছে। সেইমতো বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকর রেজা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন।

কোথা থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রা শুরু হবে, ইদ কোথায় পালন হবে সেইসব এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। শিলিগুড়ির হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে রামনবমীর শোভাযাত্রা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এদিন বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি শিলিগুড়ির পুলিশকর্তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমিশনারেটের এক কর্তার বক্তব্য, ‘রামনবমীতে অনেক লোকের সমাগাম হয়। তাই এখন থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে পরে কোনও সমস্যা না হয়।’

রামনবমী নিয়ে আসা বিশেষ নির্দেশিকায় শহরে কোথায় কোথায় আগে সাম্প্রদায়িক আশান্তি হয়েছে সেই জায়গাগুলির নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। কোন থানা এলাকায় গত নির্বাচনে ঝামেলা হয়েছে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়া কোনও সাম্প্রদায়িক কিংবা নির্বাচন সংক্রান্ত ঝামেলা সামাল দিতে কোন কোন অফিসারেরা দক্ষ, তাঁদেরও পৃথক তালিকা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এবার রাজ্যে জিততে মরিয়া বিজেপি। অন্যদিকে, রাজ্যের ক্ষমতা ধরে রাখতে পরিকল্পনায় কোনও ফাঁক রাখছে না তৃণমূলও। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন রামনবমীর মিছিলকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছে কমিশন। রামনবমীতে শিলিগুড়িতে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। এর জেরে নির্বাচনের আগে ঝামেলা হলে বিজেপির যেমন মুখ পুড়বে তেমনই তৃণমূলও কমিশনকে ছেড়ে কথা বলবে না।

শ্বেতার মৃত্যুর রহস্যভেদে মংপুতে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : স্বামীর দাবি, মংপুর বাড়িতে সিঁড়ি থেকে নামার সময় পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন শ্বেতা জৈন। কিন্তু, কাছের রংলি ব্লক হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে সন্তোষ জৈন শিলিগুড়িতে নিয়ে আসেন শ্বেতাকে। নিছক দুর্ঘটনা, না কোনও রহস্য রয়েছে নেপথ্যে? জানতে বৃহস্পতিবার মংপুর ওই বাড়িতে যায় ভক্তিনগর থানার একটি বিশেষ দল। ঠিক কীভাবে তরুণী সিঁড়ি থেকে পড়ে যান, তার ধারণা পাওয়ার চেষ্টা চলে। এমনকি, সিঁড়ির আকৃতির সঙ্গে তরুণীর মাথার আঘাতের সামঞ্জস্য রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা।

এদিকে, সেদিনের যাবতীয় ঘটনা চোখের সামনেই দেখে দম্পতির দুই সন্তান। এই অবস্থায় চলতি মাসেই তাদের জবানবন্দি নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শিলিগুড়ির যে নার্সিংহোমে তরুণীকে নিয়ে গিয়েছিলেন সন্তোষ, সেখানেও কথা বলা হয়েছে পুলিশের তরফে। জোর করে দেহ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার

- বৃহস্পতিবার মংপুর ওই বাড়িতে যায় ভক্তিনগর থানার একটি বিশেষ দল
- দম্পতির প্রত্যক্ষদর্শী ২ সন্তানের জবানবন্দি নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ
- জোর করে দেহ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রমাণও পুলিশের হাতে এসেছে

প্রমাণও পুলিশের হাতে এসেছে। তবে, দেহ নিয়ে যাওয়ার পরই কেন পুলিশকে খবর দিল না নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ? তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

তদন্তে এইসব বিষয় উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে রহস্য আরও বাড়তে শুরু করেছে। ওই দেহ ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার পর সন্তোষের পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক কী ছিল? প্রশ্ন উঠছে, উত্তরপ্রদেশে থাকা শ্বেতার বাড়ির লোকেদের জানিয়েই কি দেহ সৎকার করার পরিকল্পনা ছিল সন্তোষের? আপাতত তেমনই ধারণা করছে পুলিশ। অন্যদিকে, শ্বেতার পরিবারের তরফে সন্তোষের কড়া শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। শ্বেতার এক আত্মীয়ের কথায়, ‘শ্বেতাকে খুন করেছে সন্তোষ।’ তবে এই দাবির সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী দুই সন্তানের জবানবন্দি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে বলে মনে করছে পুলিশ।

গত রবিবার রাতে উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্বেতার পরিবার ফোন করে ভক্তিনগর থানায় খবর দেয়, প্রধানপাড়ায় ফ্ল্যাটে শ্বেতাকে মেরে রেখে দিয়েছেন সন্তোষ। এরপরই পুলিশ তড়িঘড়ি গিয়ে দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। সন্তোষকেও আটক করা হয়। এরপর সোমবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সন্তোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই সময় সন্তোষ দাবি করেন, ‘আমরা একসঙ্গে মংপুতে থাকতাম। মাথায় চোট পাওয়ার কারণে শ্বেতাকে নিয়ে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে আসি। সেখানেই শ্বেতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক।’ সন্তোষ জানান, এরপর ময়নাতদন্তের ভয়ে জোর করে শ্বেতার দেহ নিয়ে প্রধানপাড়ার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসেন তিনি। তারপরই উত্তরপ্রদেশে শ্বেতার পরিবারকে গোটা ঘটনার কথা জানান তিনি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শিল নিয়ে খেলা।। *মাথাভাঙ্গায় ছবিটি তুলেছেন কাজল রায়।*

ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে কৃষিকর্তারা

ধূপগুড়ি, ১৯ মার্চ : আলু চাষের জমিতে বৃষ্টির জলে ক্ষতির সম্মুখীন চাষিরা। তবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা যাচাই করতে বৃহস্পতিবার দিনভর ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষি দপ্তরের চারটি দল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল। কৃষি আধিকারিকরা প্রকাশ্যে ক্ষয়ক্ষতির কথা না জানালেও স্বীকার করে নিয়েছেন যে ভারী বৃষ্টি হওয়ায় আলু চাষের জমিতে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কতটা জমি ক্ষতির মুখে বা কতখানি উৎপাদিত আলু নষ্ট হয়েছে, তার হিসেবনিকেশ করে উঠতে আরও কিছুটা সময় লেগে যাবে। বৃহস্পতিবার জেলা কৃষি দপ্তরের উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) সুমিত বসাক সহ অন্য আধিকারিকরা চারটি দলে ভাগ হয়ে আলু চাষের জমি ঘুরে দেখেছেন। সুমিত বলেন, ‘প্রতি মুহূর্তের রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে। কৃষকরা বাংলা শস্য বিমার আওতায় রয়েছেন।’

মাথায় চোট

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : অসুস্থ হয়ে এক ব্যক্তি পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ডন বসকো মোড় এলাকায়।

এদিন দুপুরে পথচলতি মানুষের নজরে আসে, এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় ক্ষত রয়েছে। পুলিশ প্রদীপ সরকার নামে লোয়ার ভানুনগরের ওই বাসিন্দাকে উদ্ধার করে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। পুলিশ জানতে পারে, অসুস্থ হয়েই ওই ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে যান। তাতেই মাথায় চোট লাগে তাঁর। শুশ্রূষার পর পরিবারের সদস্যদের হাতে ওই তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : সোনা ও রুপোর সামগ্রী চুরিতে ধৃত গণেশ বিশ্বকর্মাকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘোষ কলোনির বাসিন্দা শংকর শার বাড়িতে চুরি করায় গত ১৪ মার্চ লিম্বুবস্তি থেকে গণেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগেও তাঁকে একবার আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গেরুয়া বসনে ভোটের ময়দানে উৎপল

উত্তরের ভোট-আয়না

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ মার্চ : উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপি প্রার্থীদের তালিকায় এখন সবথেকে চর্চিত নাম উৎপল ব্রহ্মচারী। কুনোর ভারত সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময়ানন্দজি মহারাজ হিসেবে যাঁর পরিচিতি ছিল, আজ তিনি কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের পদ্ম শিবিরের তুরুপের তাস। আশ্রম জীবন ত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখা এবং গেরুয়া বেশধারী হয়েও তপশিলি জাতি (এসসি) শংসাপত্রকে হাতিয়ার করে ভোটে লড়া– এই দুই বৈপরীত্যই তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে, একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও কেন তিনি এসসি শংসাপত্র আঁকড়ে ধরলেন?

এর উত্তরে উৎপল ব্রহ্মচারীর সাফাই, ‘সাধু হিসেবে আশ্রমে থেকে সমাজে বড় কোনও পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বৃহত্তর সমাজ সংস্কারের স্বার্থেই আমাকে রাজনীতিতে নামতে হয়েছে। তাই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আমি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। আর এই শংসাপত্র আমি ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, জনস্বার্থে ব্যবহার করছি।’ তাঁর দাবি, ভারতবর্ষে নাগরিক হিসেবে পরিচয়পত্র বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনই নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শংসাপত্রটির ব্যবহারও বৈধ। তবে বিতর্কের মেঘ আরও ঘনীভূত হয়েছে তাঁর পরিচয়পত্রের চাঞ্চল্যকর তথ্য ঘিরে। ভোটার কার্ডে তাঁর পিতার নামের জায়গায় লেখা রয়েছে ‘স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ ব্রহ্মচারী’। একজন সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক গুরুকে পিতা হিসেবে উল্লেখ করার আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। এই ব্যাপারে বিজেপি প্রার্থীর সোজাসাপটা জবাব, ‘সন্ন্যাসগ্রহণের আগের ও পরের সমস্ত তথ্য এবং প্রয়োজনীয় হলফনামা আমি নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছি। পাসপোর্টে এখনও আমার জন্মদাত্রী মায়ের নাম উল্লেখ রয়েছে, তাই আইনি দিক থেকে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।’

এখন ৪৩ বছর বয়সি উৎপল ব্রহ্মচারী বালুরঘাট কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেলা রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব দীর্ঘদিনের। অতীতে শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি- সব

বিজেপি প্রার্থী উৎপল ব্রহ্মচারী।

শিবিরের সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্কের কথা সুবিদিত। বিশেষ করে সাংসদ কার্তিক পাল ও শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই তাঁকে কালিয়াগঞ্জের লড়াইয়ে শামিল করেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

নিজের জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী এই সন্ন্যাসী বলেন, ‘বাংলার ছেলেরা ভিনরাজ্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সেই নিদারুণ যন্ত্রণা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাঁদের জন্য স্থায়ী কিছু করতে চাই।’ মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ এবং রাজ্যের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য। আপাতত আশ্রমের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে কালিয়াগঞ্জের তপ্ত রোদে ভোট প্রচারে ব্যস্ত উৎপল ব্রহ্মচারী। তাঁর এই রাজনৈতিক রূপান্তর উত্তর দিনাজপুরের নির্বাচনি লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ছাত্র সংসদের ধাঁচে কমিটি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। অথচ বিভিন্ন কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট তৈরি নিয়ে এবার শুরু হল নতুন বিতর্ক। অভিযোগ, বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংসদের আদলেই নিজেদের ইউনিট তৈরি করছে টিএমসিপি। যে নতুন কমিটি তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক ছাড়াও কলেজের ম্যাগাজিন, কমনরুম, কলেজ ক্যান্টিন ইত্যাদি দেখার জন্য আলাদা আলাদা ইনচার্জ রাখা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কী করে একটি রাজনৈতিক দল সরকারি সম্পত্তির দেখাশোনার জন্যে লোক নিয়োগ করতে পারে? এই প্রসঙ্গে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তনয় তালুকদারের অবশ্য বক্তব্য, ‘এটা আমাদের নিজস্ব দলীয় পদ। এর সঙ্গে সরকারি বিষয়ের কোনও যোগ নেই। গোটা রাজ্যেই একইরকম কমিটি তৈরি করা হচ্ছে।’

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ এবং শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্সের জন্যে টিএমসিপি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পর ঠিক যেভাবে কমিটি তৈরি হয় সেই আদলেই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সভাপতি, বেশ কয়েকজন সহ সভাপতি, একজন বা একাধিক সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক ও এগজিকিউটিভ সদস্যদের রাখা হয়েছে। এছাড়া কয়েকজনকে কলেজের খেলাধুলো, কমনরুম, ক্যান্টিন, ম্যাগাজিন সহ একাধিক বিভাগের ইনচার্জ করা হচ্ছে। এ নিয়ে সুর চড়াতে শুরু করেছে বিরোধীরা। এসএফআইয়ের দাবি, পুরো বিষয়টি অনৈতিক। অন্যদিকে এবিভিপির বক্তব্য, তৃণমূল আইন মানে না তাই যা ইচ্ছে করতে থাকে।

বিতর্কে টিএমসিপি

কোনও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পর বিজয়ী দলের পক্ষ থেকে একজনকে সাধারণ সম্পাদক করে বাকি ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভদের (সিআর) বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন আগে কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ ভেঙে গেলেও অভিযোগ, এখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারাই কলেজে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছেন। যে কোনও সরকারি কাজেও অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপকদের সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদেরই দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে যেভাবে কমিটি তৈরি করে দেওয়া হল তাতে কলেজে আরও বেশি আধিপত্য স্থাপন করা হবে বলেই দাবি বিরোধীদের। এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক অঙ্কিত দে-র বক্তব্য, ‘এই কমিটি করে কলেজগুলিতে আরও বেশি করে লুটেপুটে খাওয়ার টিকিট দেওয়া হল। বিষয়টি সম্পূর্ণ অনৈতিক।’ আবার এবিভিপির রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তথা শিলিগুড়ির সম্পাদক দীপ্ত দে-র বক্তব্য, ‘আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। তখন এই কমিটিগুলিও আর কলেজে কলেজে থাকবে না।’

দুর্ঘটনা

রাজগঞ্জ, ১৯ মার্চ : ফাটাপুকুরে পরপর চারটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় একটি গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ ফাটাপুকুর ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ফাটাপুকুর ট্রাফিক সিগন্যালে একটি বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল একটি তেলের ট্যাংকার এবং আরেকটি বড় গাড়ি। আচমকা একটি কনটেনার পিছন থেকে এসে একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় পরপর দাঁড়িয়ে থাকা বাকি গাড়িগুলিও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় বড় গাড়ির চালক মারাত্মকভাবে জখম হন। পরপর চারটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলেও অন্য গাড়ির ড্রাইভাররা সামান্য আহত হয়েছেন।

পদ্ম প্রার্থী অপছন্দ, পার্টি অফিসে আগুন

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৯ মার্চ : বৃহস্পতিবার বিজেপির দ্বিতীয় দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হতেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হল মালবাজারে। সেখানে প্রার্থী হিসেবে টিকিট দেওয়া হয়েছে নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক শুক্রা মুন্ডাকে। এরপরই মালবাজারে পার্টি অফিস ভাঙচুর করে দলীয় পোস্টারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষোভের চোরাস্রোত রয়েছে ময়নাগুড়িতেও। গতবারের বিধায়ক কৌশিক রায় এবারও এখানে পদ্ম-প্রার্থী। এদিন প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর কৌশিক অনুগামীদের নিয়ে পার্টি অফিসে আসেন। আবির খেলা হয়। তবে, তাঁর কট্টর বিরোধী গোষ্ঠী রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে থাকলেও পার্টি অফিসে আসেনি।

মালবাজার আসনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে শুক্রার নাম দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীদের বড় অংশ। বিকেলের পর সেই ক্ষোভ চরম আকার নেয়। শহরের গুরজংঝোরা মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের টিনের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে যান বিক্ষুব্ধরা। ভাঙচুর হয় চেয়ার। ছিঁড়ে ফেলা হয় বিজেপির পোস্টার। পরে সব ছেঁড়া পোস্টার ও ভাঙা চেয়ার জাতীয় সড়কের পাশে এনে আগুন ধরিয়ে দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা, জেলা কমিটির সদস্য মঙ্গল ওরাওঁ সহ অন্যরা। বিজেপির পিলাতুস ওরাওঁ, অনিল ওরাওঁয়ের মতো বিক্ষুব্ধ নেতারা তাঁদের সামনেই অভিযোগ তোলেন, মাল বিধানসভা আসন থেকেই যথেষ্ট যোগ্য স্থানীয় প্রার্থীরা ছিলেন। তাঁদের সুযোগ না দিয়ে বাইরের প্রার্থী চাপিয়ে শীর্ষ নেতৃত্ব একেবারেই উচিত কাজ করেনি। শুক্রা বলছেন, ‘মালবাজারও আমার বাড়ি। একই মহকুমার অন্তর্গত নাগরাকাটা থেকে দূরত্ব তো মেরেকেটে ২০ কিলোমিটার। আগামী পাঁচ বছর সেখানেই থাকব। মালবাজারের দলীয় নেতা-কর্মীরা প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরপরই বিপুল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মোদিজির আশীর্বাদ আমাদের সবার সঙ্গে রয়েছে। শুক্রবারই মালে যাচ্ছি। ঘরভাড়া নিয়ে থাকব।’

গুরজংঝোরা মোড়ে বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে পুড়ছে পোস্টার, চেয়ার।

ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমান বিধায়ক কৌশিক রায়কেই টিকিট দিয়েছে বিজেপি। গত পাঁচ বছরে তাঁকে সেভাবে এলাকায় পাওয়া যায়নি- এই অভিযোগ শুধু বিরোধীদেরই নয়, দলের অন্দরেও রয়েছে। ফলে এবছর ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী পরিবর্তন হতে পারে বলে জল্পনা ছিল। কিন্তু বিকেলে কৌশিক রায়ের নাম ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন তাঁর অনুগামীরা। তবে, দলে তাঁর বিরোধীরা কৌশিকের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন এখনও। প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকা শিবম বসুনিয়া এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেও আবির মাখেননি। কৌশিক বলেন, ‘জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে বাকি কর্মসূচি ঠিক করব।’

হেপাজতে ৯

গিরিশ পার্ক কাণ্ডে ধৃত ৯ জনকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ। অভিযুক্তদের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন। তবে তা নাকচ করে দিয়েছেন বিচারক।

৪ দিন ঝড়-বৃষ্টি

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করছে। তার ফলে বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী আরও ৪ দিন তা চলবে। দক্ষিণবঙ্গে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা।

হাজিরা অর্পিতার

এসএসসির নিয়োগ মামলায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। সকাল ১১টায় তিনি হাজিরা দেন। ২০ মার্চ তলব করা হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। আগেই প্রাক্তন শিক্ষাসচিবের বয়ান নেওয়া হয়েছে।

ব্র্যান্ডিংয়ে কর

দোকানের সামনে এলইডি আলোয় ব্র্যান্ডিং করলেই এবার মোটা অঙ্কের কর গুনতে হবে ব্যবসায়ীদের। ইতিমধ্যেই শহরের বহু দোকান ও শোরুমে এই মর্মে নোটিশ পাঠানো শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা।

ভোট এবং ভোটার

বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি- দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

'বিপর্যয়ের দায় কমিশনের'

বদলিতে অসন্তুষ্ট মমতার ফের চিঠি জ্ঞানেশ কুমারকে

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের শীর্ষ আমলাদের একের পর এক বদলি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত ক্রমশ চরম আকার ধারণ করছে। ভোট ঘোষণার পর পাঁচদিনের মাথায় বৃহস্পতিবার ফের দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের এই একতরফা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গণ-বদলির জেরে রাজ্যের গোটা প্রশাসনিক কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে এবং এর ফলে কোনও বিপর্যয় ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে কমিশনকেই নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, কমিশন সৌজন্য এবং সাংবিধানিক শিষ্টাচারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। বিশেষ করে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার সময় থেকেই কমিশনের এই 'পক্ষপাতদুষ্ট' আচরণ স্পষ্ট। গত সোমবারই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং ডিজি সহ ৫ শীর্ষ পুলিশকর্তাকে সরানোর প্রতিবাদে কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের দুই সচিব সহ আরও পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ আইএএস অফিসারকে পর্যবেক্ষক হিসেবে তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দিয়েছে কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গা আসন্ন কালবৈশাখী। মার্চ-এপ্রিল মাসে বাংলায় প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকে। মমতা চিঠিতে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এইসময় বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য স্থানীয় ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অভিজ্ঞ অফিসারদেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। অথচ পূর্ত বা খাদ্য দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সচিবদের ভিনরাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ায় জরুরি পরিষেবা চরম বিঘ্নিত হবে। বাইরে থেকে আসা আধিকারিকদের পক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'বর্তমানে যা দেখছি, তা কার্যত একটি অঘোষিত জরুরি অবস্থা এবং এক ঘোষণাহীন রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া আর কিছুই নয়।' সেইসঙ্গে একে প্রশাসনিক নয়, বরং সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং সংবিধানের ওপর এক প্রত্যক্ষ আঘাত বলে দাবি করেছেন তিনি।

এদিকে অপসারিত ৫ আইপিএসকে ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল কমিশন। সরিয়ে দেওয়া জেলা শাসক এবং সরকারি আধিকারিকদের কমিশনের নির্দেশ মেনেই বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ

■ এসআইআর ঘোষণার পরে এই নিয়ে নয়বার জ্ঞানেশকে চিঠি মমতার

■ প্রথমবার চিঠিতে জ্ঞানেশকে কেবল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে উল্লেখ

■ কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের প্রতিরোধ করবেন বাংলার মানুষ-বার্তা মমতার

করল রাজ্য সরকার। বুধবার ১৫ আইপিএসকে ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিল নির্বাচন কমিশন। নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠিয়ে কমিশনের ডেপুটেশনে যোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যের সম্মতি চেয়েছিল কমিশন। জবাবে কয়েকজন আইপিএস কর্তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে কমিশনকে চিঠি দেয় রাজ্য। তারই প্রেক্ষিতে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা, সৈয়দ ওয়াকার রেজা আমনদীপ, আকাশ মেঘারিয়া এবং প্রবীণ ত্রিপাঠীকে ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানাল কমিশন। তবে রশিদ মুনির খান, সন্দীপ কাররা, প্রিয়ব্রত রায়, মুকেশ, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, ধৃতিমান সরকার, সি সুধাকর, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অলোক রাজোরিয়াকে ভিনরাজ্যে যেতে হবে।

বুধবার রাজ্যের মোট ১৩ জেলা শাসককে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। এর পাশাপাশি এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ৪ সচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক আধিকারিককেও বদলি করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। এদিন সেইসব অপসারিত ডিএম এবং সরকারি আধিকারিকদের কমিশনের নির্দেশ মেনেই নির্বাচনি কাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন বিভিন্ন দপ্তরে বদলি করা হয়েছে।

বিজেপির প্রার্থী হতে ইচ্ছুক অভয়ার মা

কলকাতা, ১৯ মার্চ : 'রাত দখল' করেও অভয়ার বিচার এখনও অধরাই। তাই মেয়ের বিচার চেয়ে এবার সরাসরি রাজনীতির আঙিনায় নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন অভয়ার মা-বাবা। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তার যে এলাকায় থাকতেন সেই পানিহাটি থেকে বিজেপির প্রতীকে প্রার্থী হতে পারেন অভয়ার মা। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁরা এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতেই ঝড় উঠেছে রাজ্য রাজনীতি থেকে নাগরিক সমাজ, সর্বত্র।

তৃণমূল অবশ্য গোটা বিষয়টিতে বিজেপি-সিপিএমের দড়ি টানাটানি বলে নিরাপদ দূরত্ব বাড়িয়েছে। তবে অভয়ার বিচার চেয়ে তাঁর মা-বাবা যেভাবে বিজেপির হয়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে এই ইস্যুতে নাগরিক আন্দোলন লক্ষ্যচ্যুত হল কি না সেই প্রশ্নটাও উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। এদিন অবশ্য বিজেপির তরফে দ্বিতীয় দফায় ১১১ জনের যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে পানিহাটি আসনের নাম নেই। বিজেপি নেতারাও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

অভয়ার মা এদিন বলেন, 'অনেকদিন ধরেই আমাকে প্রার্থী হতে বলা হচ্ছিল। আমি রাজি ছিলাম না। কিন্তু আমি দেখলাম নারীদের নিরাপত্তা, নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আর পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া দুর্নীতি থেকে মুক্তি দিতে হলে তৃণমূলকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা দরকার। তাই আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি এবং প্রার্থী হতে রাজি হয়েছি।' অপরদিকে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য একটাই, সুবিচার পাওয়া। সঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করা। লড়াই করব। আশা করি জিতব। আমার মেয়ের ন্যায়বিচারের যে লড়াই সেই লড়াই কিছুটা সহজ হবে বলে মনে করছি।' এদিন তৃণমূলের পাশাপাশি সিপিএমকেও নিশানা করেছেন অভয়ার মা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের জন্য বিচার চেয়ে কেউ আন্দোলন করেনি। নিজেদের নির্বাচনি স্বার্থকে সামনে রেখে আমাদের মেয়েকে ব্যবহার করেছে।' অভয়ার বাবার অভিযোগ, সিপিএমের ভোট কাটাকাটির জন্যই তৃণমূল এখনও ক্ষমতায় টিকে আছে।

এই অভিযোগে ফুঁসে উঠেছেন উত্তরপাড়ার সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমরা যেদিন গাড়ি আটকেছিলাম সেদিন কি আমরা জানতাম, মেয়েটি তৃণমূল করে না কি বিজেপি? না কি সেদিন লিখিয়ে নিয়েছিলাম যে আপনারা শুধুই সিপিএম করবেন?' অপরদিকে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের মন্তব্য, 'যাঁরা পথে নেমেছিলেন, তাঁরা রাজনীতি করতে আসেননি। অভয়াকে না চিনেও বিচারের দাবিতে কলতান দাশগুপ্তের মতো বাম নেতারা মাসের পর মাস জেল খেটেছেন। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের আবেগকে অপমান করা উচিত নয়।'

পানিহাটি আসনে তৃণমূল এবার প্রার্থী করেছে দলের প্রবীণ নেতা নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে। সিপিএম প্রার্থী করেছে যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তকে। বিজেপি প্রথমে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওই আসনে প্রার্থী করবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু নির্যাতিতার মা যেভাবে প্রার্থী হতে চান বলে আসরে নেমে পড়েছেন তাতে ওই কেন্দ্র নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। ঘটনা হল, আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল অভয়ার পরিবার। বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা। অথচ সেই অবস্থান বদলে অভয়ার মা সাফ জানিয়েছেন, 'আমার মনে হয়েছে, মেয়ের জন্য ন্যায় পেতে হলে বিজেপির সঙ্গেই থাকা দরকার। তাই আমরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।'

ভবানীপুরে প্রথম প্রচার শুভেন্দুর

দ্বিতীয়বার হারানোর হুংকার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ভবানীপুরে মমতাকে আমি দ্বিতীয়বার হারাব। ভবানীপুরে বৃহস্পতিবার প্রথম প্রচারে নামলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, অন্তত ২৫ হাজার ভোটে মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবেন তিনি।

এবার বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে দু'দিনের দিল্লি বৈঠক সেরে এদিন কলকাতায় ফিরে ভবানীপুরের প্রচারে নামেন শুভেন্দু। ভবানীপুরে শুভেন্দুর নাম ঘোষণার পরই ভবানীপুর সহ গোটা দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি কর্মীরা উজ্জীবিত। শুরু হয়ে গিয়েছে এলাকায় এলাকায় দেওয়াল লিখন। এদিন এলাকায় দলীয় প্রচারে শুভেন্দুর উপস্থিতি সেই উৎসাহকে বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নাম ঘোষণার পরই স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা অভিযোগ করেছিলেন, এলাকায় প্রচারে বাধা দিতে স্থানীয় পুলিশই বিজেপি কর্মীদের ফোন করে ধমক দিচ্ছে। এদিন প্রচারের মধ্যেই ভবানীপুর থানায় গিয়ে আইসি দেবাশিস বিশ্বাসকে পালটা চমকে আসেন শুভেন্দু। পরে বলেন, 'থানায় ডেকে বিজেপি কর্মীদের শাসানো হচ্ছে। থানায় বলে এলাম এগুলো করবেন না। তৃণমূলের কথায় পুলিশের অপব্যবহার যেন না করা হয়। আর আমি প্রার্থী। যেখানে বাধা পাব সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে থানায় এসে বসে পড়ব চন্দ্রকোনা রোডের মতো। মুক্ত রাজনীতি হবে। ওরা ওদের কথা বলবে আমি আমারটা বলব। জনতা যাকে গ্রহণ করবে সেটাই চূড়ান্ত।'

ভবানীপুরে প্রথম দিনের প্রচারে শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : পিটিআই

এদিন ভবানীপুরের প্রচারে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভবানীপুরে তোমাকেই লড়তে হবে। মমতাকে হারানো জরুরি।' নন্দীগ্রামের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভবানীপুরে প্রার্থী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে নন্দীগ্রাম ছেড়ে শুভেন্দুকে এখন অনেক বেশি সময় দিতে হবে ভবানীপুরে।

নন্দীগ্রামের মানুষ সেজন্য যাতে তাঁকে ভুল না বোঝে সেই বার্তা দিতে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'নন্দীগ্রামের আন্দোলনে শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা সবাই জানে। নন্দীগ্রামের মানুষই দায়িত্ব নেবে শুভেন্দু অধিকারীকে ভোটে জেতানোর। নন্দীগ্রাম আসন ধরে রেখেই জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে আমি ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে হারাব।'

বিদায়ি বিধায়কদের ঘাড়ে মামলার বোঝা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ভোট মানেই স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা যে কতটা ভয়াবহ, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ -এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট। ৫ মার্চ পর্যন্ত জমা পড়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা দেখে আমজনতার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। বিদায়ী বিধানসভার ২৯১ জন বিধায়কের মধ্যে অর্ধেকের কাছাকাছি, অর্থাৎ ১৩৬ জনের বিরুদ্ধেই রয়েছে ফৌজদারি মামলা। জোর কদমে নির্বাচনের প্রস্তুতি চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। মে মাসেই শেষ হতে চলেছে চলতি বিধানসভার মেয়াদ। আর এই প্রেক্ষাপটে ভোটারদের কাছে প্রার্থীর স্বচ্ছতা এবং সততা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল এই রিপোর্ট।

রিপোর্ট বলছে, এই ১৩৬ জনের মধ্যে ১০৯ জনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা বা অপহরণের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, ২২ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে নারীঘটিত অপরাধের মামলা রয়েছে, যার মধ্যে একজন আবার ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত। দলভিত্তিক পরিসংখ্যানেও 'দাগিদের' দাপট স্পষ্ট। বিজেপির ৬৪ জন বিধায়কের মধ্যে ৪২ জন (৬৬ শতাংশ) এবং তৃণমূলের ২২৩ জনের মধ্যে ৯২ জন (৪১ শতাংশ) মামলার ঘানি টানছেন।

কেবল অপরাধ নয়, সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রতিযোগিতাতেও কেউ পিছিয়ে নেই। ২৯১ জন বিধায়কের মধ্যে ১৫২ জনই কোটিপতি। তৃণমূলের ২২৩ জনের মধ্যে ১২৮ জন এবং বিজেপির ২১ জন বিধায়ক এই তালিকায় রয়েছেন। তৃণমূল বিধায়কদের গড় সম্পদের পরিমাণ ৩.২৭ কোটি টাকা, সেখানে বিজেপি বিধায়কদের গড় ১.০৭ কোটি। সম্পদের নিরিখে শীর্ষে রয়েছেন জাকির হোসেন, আহমেদ জাভেদ খান ও বিবেক গুপ্তর মতো হেভিওয়েটেরা। অন্যদিকে, নির্মল কুমার ধারা বা চন্দনা বাউরিদের মতো কয়েকজনের সম্পদ আবার তলানিতে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকেও ছবিটা মিশ্র। ১৮২ জন বিধায়ক উচ্চশিক্ষিত হলেও, ১০৪ জনের দৌড় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। এমনকি ঘাসফুল শিবিরের একজন বিধায়ক নিরক্ষর বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। মে মাসে মেয়াদ শেষ হতে চলা এই বিধানসভার মেক-আপ ধুয়ে মুছে যখন আমলনামা বেরিয়ে এল, তখন প্রশ্ন উঠছে, ভোটাররা কি এবারও এই 'দাগি' ও 'কোটিপতি'দের ওপরই ভরসা রাখবেন? নির্বাচনের আগে এই রিপোর্ট নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক দলগুলোর স্বচ্ছতার দাবিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

শীর্ষ দুই সচিবের সঙ্গে বৈঠকে রবি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ভোটমুখী বাংলায় আচমকাই চরম সক্রিয় হয়ে উঠলেন নবনিযুক্ত রাজ্যপাল আরএন রবি। বৃহস্পতিবার লোকভবনে (সাবেক রাজভবন) রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিওয়ালা এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষের সঙ্গে আধ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। বাংলায় দায়িত্ব নেওয়ার পর শীর্ষ আমলাদের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজভবন সূত্রে খবর, আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হওয়ার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার হালহকিকত এবং ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বিশদ রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যপাল। এমনকি নবান্নের দৈনন্দিন রিপোর্ট যাতে নিয়ম করে লোকভবনে পৌঁছোয়, সেই বার্তাও দিয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সদ্য অপসারিত নন্দিনী চক্রবর্তী ও জগদীশপ্রসাদ মীনার জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন দুষ্যন্ত নারিওয়ালা এবং সংঘমিত্রা ঘোষ। অন্যদিকে, লোকভবনের শূন্যপদ পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আইএএস এবং ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক চেয়ে নবান্নে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। নিজের দপ্তর পুরোপুরি গুছিয়ে ওঠার আগেই ভোটের আবহে প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের তলব করে রাজ্যপাল বুঝিয়ে দিলেন, আগামী দিনে তিনি কড়া হাতেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে চলেছেন।

মানভঞ্জনে দেবাংশু, তবুও অভিমানী

কলকাতা, ১৯ মার্চ : প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়ে রাজনীতি ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার। বুধবার সন্ধ্যায় সেই অভিমানী নেতার বাড়িতেই হাজির হলেন তৃণমূলের তরুণ প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদও নেন। সাংবাদিকদের সামনে সৌজন্য দেখিয়ে বড় চেয়ারটি অসিতকে ছেড়ে দেন দেবাংশু। তিনি অসিতকে 'অভিভাবক' বলে সম্বোধন করলেও, প্রবীণ নেতার গলায় ঝরে পড়ল একরাশ অভিমান। অভিষেক-মমতার কথা টেনে তিনি নিজেকে দলের 'নগণ্য সৈনিক' বলে কটাক্ষ করেন। ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে দেবাংশু তাঁকে ক্ষুদ্র ভাবতে বারণ করলেও, ভোটের ময়দানে এই অভিমান তৃণমূলের জন্য কতটা কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

ইদের আগে জাকারিয়া স্ট্রিটে। বৃহস্পতিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

আইএসএফে যোগ আরাবুলের

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ভোটের মুখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতিতে প্রবল কম্পন। একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে আগেই তৃণমূল ছেড়েছিলেন ভাঙড়ের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার ফুরফুরা শরিফে গিয়ে নৌসাদ সিদ্দিকীর হাত থেকে আইএসএফ-এর পতাকা তুলে নিলেন তিনি। আরাবুলের এই ডিগবাজি ভাঙড় ও ক্যানিংয়ের রাজনৈতিক সমীকরণকে রাতারাতি ওলটপালট করে দেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তৃণমূল ত্যাগের পরেই ভাঙড়ের প্রার্থী শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন আরাবুল। তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন দল করেও গুরুত্ব পাইনি। জেল থেকে ফেরার পর ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল।' শওকতের প্রভাবে কোণঠাসা আরাবুল এদিন স্পষ্ট বলেন, 'যিনি মানুষকে ভুল পথে চালিত করছেন তিনি বুঝতে পারবেন আগামী দিনে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব, কারা বোমা বাঁধছে? পুলিশ কী করছে? কত মানুষের রক্ত নিলে শওকত শান্তি পাবেন। যত ভোট এগোবে তত শওকত এসব ঘটাবে, তত মানুষের প্রাণ যাবে।' অন্যদিকে, নৌশাদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, আরাবুলকে মূল স্রোতে ফেরার মঞ্চ করে দিচ্ছে তাঁর দল।

একদা ভাঙড়ের 'বেতাজ বাদশা'র এই দলবদল কি তৃণমূলের রক্তক্ষরণ বাড়াবে নাকি আইএসএফ-এর শক্তিবৃদ্ধি হবে? উত্তর দেবে সময়। তবে আরাবুল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলে ফেরার আর কোনও প্রশ্নই নেই। লড়াই এখন সোজাসুজি।

আক্ষেপ রাজীবের

কলকাতা, ১৯ মার্চ : 'আমার ডেবরা আসার কথা ছিল না!'— প্রচার শুরুর দিনই তৃণমূল প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বেফাঁস মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে শাসকদল। বালিচকে দলীয় কার্যালয়ে তাঁর এই আক্ষেপের ভিডিও সামনে আসতেই ডেবরার দীর্ঘদিনের চাপা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে। জেলা সভাপতি অজিত মাইতি কোন্দলের কথা স্বীকার করে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিলেও, কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তাদের দাবি, হার নিশ্চিত জেনেই তৃণমূল নেতারা পিছপা হচ্ছেন, তাই বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে প্রার্থী চাপাতে হচ্ছে। ভোটের মুখে রাজীবের এই মন্তব্য দলের নিচুতলার কর্মীদের মনোবল অনেকটাই ভেঙে দিল।

কয়টি মামলা বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্রে হলফনামা জমার আগে নিজের বিরুদ্ধে থাকা এফআইআরের সঠিক তথ্য জানতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই আবেদন নিয়ে হাইকোর্টে গিয়েছেন ময়নার বিজেপি প্রার্থী অশোক দিন্ডাও। শুভেন্দুর আইনজীবীর অভিযোগ, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে রুজু হওয়া ভুয়ো মামলাগুলির তথ্য দিচ্ছে না। গত এক বছরেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ২৬টি এফআইআর হয়েছে। রক্ষাকবচ ওঠার পর আরও বেশ কিছু অভিযোগ দায়ের হয়। মামলার সঠিক সংখ্যা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতেই আদালতের এই দ্বারস্থ হওয়া। আগামী মঙ্গলবার এর শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিবেকের বদলে ভরসা বিজয়ে

কলকাতা, ১৯ মার্চ: জোড়াসাঁকোয় প্রার্থী বদল করে বড় চমক দিল তৃণমূল। বিদায়ী বিধায়ক বিবেক গুপ্তাকে সরিয়ে জোড়াফুল শিবিরের নয়া বাজি দাপুটে কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়।

জোড়াসাঁকো মানেই ব্যবসায়ী প্রধান এলাকা, যেখানে হিন্দিভাষী ভোটারদের দাপট। ব্যবসায়ী প্রধান জোড়াসাঁকোয় গেরুয়া শিবিরের গ্রাফ গত কয়েক বছরে ঊর্ধ্বমুখী। তাই পালটা প্রতিরোধ গড়তে তৃণমূল এমন একজন মুখ খুঁজছিল, যিনি দলের অনুগত হওয়ার পাশাপাশি সব সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য। বিজয় নিজেকে 'ধর্মপ্রাণ অথচ কট্টরপন্থী নন' বলে প্রচার করছেন। এই পরিস্থিতিতে বিজয় উপাধ্যায়ের 'মডারেট' ভাবমূর্তি বিজেপির কট্টর হিন্দুত্ববাদী প্রচারের ধার কমিয়ে দিতে পারে বলে মনে করছে কালীঘাট। ২০১১ থেকে জোড়াসাঁকো তৃণমূলের দখলে থাকলেও লড়াইটা সবসময়ই হয় ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে। এখানকার ১১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪টিতে সংখ্যালঘু ভোট বড় ফ্যাক্টর। বিজয়ের

দাবি, তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সেতু' হয়ে কাজ করবেন। ১১ বছরের কাউন্সিলর হিসেবে এলাকার অলিগলি তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় থেকেই দিদির একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে পরিচিত বিজয়কে তাই বড় দায়িত্ব দিয়ে ময়দানে নামাল কালীঘাট। ২০২৬-এর ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়া নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ তুঙ্গে। বিজয় এই ইস্যুতেই সুর চড়িয়েছেন। ভোটারদের 'হয়রানি'র বদলা বিজেপি ব্যালট বক্সেই পাবে বলে হুঙ্কার দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের 'ভয়মুক্ত' বাণিজ্য করার আশ্বাস তাঁর সাফ বার্তা, 'ভয়মুক্ত পরিবেশে ব্যবসা করার গ্যারান্টি দেবে তৃণমূলই।'

বিজেপি এদিন বিজয় ওঝাকে জোড়াসাঁকোতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। তবে বিজয়ের নাম আসতেই গেরুয়া শিবিরের অন্দরমহলে উদ্বেগের চোরাস্রোত। বিজয়ের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে গেরুয়া শিবিরের। কারণ, তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণে কাবু করা বেশ কঠিন। এখন দেখার, ২৯ এপ্রিলের লড়াইয়ে কলকাতার এই বাণিজ্যিক হৃৎপিণ্ড কার পক্ষে রায় দেয়।

দশমবারের রেকর্ডের লড়াই

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বয়স ৮২, কিন্তু রাজনীতির ময়দানে তিনি আজও 'তরুণ'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সেনাপতি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবার বালিগঞ্জ কেন্দ্রে ঘাসফুল ফোটানোর দায়িত্বে। আর এই কেন্দ্র থেকে জিতলেই তৈরি হবে নয়া ইতিহাস— পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বিধায়ক হিসেবে টানা ১০ বার বিধানসভায় পৌঁছনোর অনন্য রেকর্ড গড়বেন তিনি।

প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের খাসতালুক বালিগঞ্জে এবার বাজি ধরলেন তৃণমূলের এই প্রবীণ নেতা। ১৯৯১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে বারুইপুর থেকে প্রথমবার বিধানসভায় প্রবেশ। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল— দল বদলালেও শোভনদেবের জয়রথ থামেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য এই নেতা তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর ছায়াসঙ্গী। বিতর্ক যাঁকে কোনওদিন ছুঁতে পারেনি, সেই 'ক্লিন ইমেজ'-ই আজ তাঁর বড় সম্পদ।

খড়দহ থেকে গতবার রেকর্ড ভোটে জিতলেও এবার দিদির নির্দেশ মেনে ঘরের কাছে বালিগঞ্জেই চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'অনেক দূরে খেটেছেন, এবার কাছে দাঁড়ান।'

শোভনদেবের শক্তির জায়গা তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে তৃণমূলের জন্মলগ্ন, সব লড়াইয়ে মমতার ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি। দলের অনেক পুরনো মুখ হারিয়ে গেলেও, শোভনদেব আজও অটল।

বারুইপুর হোক বা খড়দহ, যেখানেই গিয়েছেন, উন্নয়নের ছাপ রেখেছেন। শোভনদেবের কথায়, 'বাবার উপদেশ ছিল মানুষের সেবা করো, কিন্তু অন্যায়ের পথে টাকা উপার্জন করো না।' তিনি বলেন, 'দল যেখানে পাঠাবে সেখানেই লড়ব। মানুষের পাশে থাকাই আসল ধর্ম।' এবার বালিগঞ্জের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে সেই পুরনো তেজ নিয়েই ময়দানে নামছেন 'ম্যারাথন ম্যান'। তাঁর জেতার ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল শিবির। এখন দেখার, রেকর্ড ১০ নম্বর জয়ে ইতিহাস গড়তে পারেন কি না রাজনীতির এই অজাতশত্রু মানুষটি।

অভিমানী উজ্জ্বল

কুলটি, ১৯ মার্চ : আমার খেলা শেষ হয়েছে। তবে দলের সাথে আছি। দল বললেও প্রচার করবো না বললেও প্রচার করবো। বৃহস্পতিবার এমনটাই বললেন কুলটির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

২০২৬র বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম নেই। পরিবর্তে এবার কুলটি বিধানসভা থেকে দলের প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের ভাই আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটককে। স্বাভাবিক এতে হতাশ হয়ে পড়েছেন উজ্জ্বলবাবুর অনুগামীরা।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯১ সংখ্যা, শুক্রবার, ৫ চৈত্র ১৪৩২

বিড়ম্বনার আভাস

জনপরিসরে আলোচিত প্রশ্নগুলিতে যেন সিলমোহর দিল সুপ্রিম কোর্ট। আইপ্যাক মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা এখন আদালতের আতশকাচের তলায়। মমতার দলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক। সংস্থাটির প্রধান প্রতীক জৈনের কলকাতার বাসভবন ও দপ্তরে সম্প্রতি ইডি তল্লাশি করে। তল্লাশির সময় সেখানে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, ওই বাড়ি ও দপ্তর থেকে ল্যাপটপ ও বেশকিছু নথি ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) অফিসারদের সামনেই তুলে আনেন তিনি।

ওই পদক্ষেপ ইডি'র মতো একটি সরকারি তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপের শামিল বলে অভিযোগ ওঠে। সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধাদান ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় অপরাধ বলে উল্লিখিত। ফলে আইনের ধারায় মুখ্যমন্ত্রীও অভিযুক্ত বলে সেইসময় চর্চা হয়েছিল। ইডি একই অভিযোগে ভারতবর্ষের শীর্ষ আদালতে নালিশ জানায়। সেই মামলার সর্বশেষ শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর ওই পদক্ষেপকে অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করে।

বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ ওই ঘটনাকে অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর বলে। নিঃসন্দেহে এই মন্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যও অস্বস্তিকর। মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে তিনি কার্যত বেআইনি কাজে অভিযুক্ত হলেন। বিচারপতি মিশ্র আরও একধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেন, এধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। তিনি পরিষ্কার ইডি'র পক্ষে সাফাই দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তল্লাশি সময় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে ঢুকে বাধা দিলে ইডি কি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে?

মমতার পদক্ষেপটি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টত ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তেমন কেউ করলে, এধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সরকারি কাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। বিচারপতিদের মতে, তদন্তে বাধা দেওয়ার এমন রীতি মান্যতা পেয়ে গেলে অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও সুযোগ পেয়ে যাবেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন, তখনও যদি কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সির হাত-পা বেঁধে রাখা হয়, তবে তার পরিণাম ভয়ংকর। কার্যত শুধু কেন্দ্রীয় নয়, রাজ্য সরকারের তদন্ত সংস্থার কাজে এমন বাধা কাম্য নয়।

তাতে শৃঙ্খলাভঙ্গের বড় সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে। রাজনৈতিক, প্রশাসনের চাপের মুখে নিরপেক্ষ তদন্ত করা কঠিন হয়ে উঠবে। তবে এটা ঘটনা যে, সর্বভারতীয় শাসকদলের স্বার্থরক্ষায় বা তাদের ইঙ্গিতে ইডি, সিবিআইয়ের মতো সংস্থার কাজ করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিছু ক্ষেত্রে সেই আভাস স্পষ্টই থাকে। তাই বলে যতক্ষণ সংস্থাগুলি সরকারি ছত্রছায়ায় কাজ করবে, ততক্ষণ তাদের কাজে জোর করে বাধাদান পুরোপুরি আইনবিরোধী।

এমনকি সেই বাধাদান যদি মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও জনপ্রতিনিধি কিংবা কোনও সরকারি পদাধিকারী করেন, আইনের চোখে সমানভাবে দুষ্ট হন তাঁরা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে। সেদিন আদালত কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিলে ভোটের মুখে তা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের জন্য বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। সেকারণেই মামলার শুনানি স্থগিত করার জন্য আদালতে রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা মরিয়া চেষ্টা করেছেন।

এই মামলা করার অধিকার বা এক্তিয়ার ইডি'র নেই বলে আটকানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। এমনকি তাঁরা এমন কথাও বলেন যে, ইডি'র এই মামলা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক হবে। এতে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কে ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই যুক্তিতে কান না দেওয়ায় রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বেড়েছে।

বিচারপতিদের তোলা প্রশ্ন কিন্তু তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। রাজ্যের আইনজীবীরা সংবিধানে যেসব ধারার উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য, ইডি'র মতো সংস্থাকে আইনের ফাঁক গলে হাত-পা বেঁধে দিলে তখন শূন্যতা তৈরি হতে পারে। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর 'চরম অস্বাভাবিক আচরণের কি আইনি প্রতিকার থাকবে না?' বিচারপতিদের এই কথাটিই আদালতের মনোভাব বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিঁপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিছু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই এক-মাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

এবারের ইদ হোক প্রতিরোধ ও মিলনের

ইরান থেকে উত্তরবঙ্গ, যুদ্ধ ও ভোটাধিকার হারানোর সংকটে এবারের ইদ হোক প্রতিরোধের।

মৌমিতা আলম

চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ। আকাশ ঢাকা কালো মেঘে। ঘাড়ে ঝুলে থাকা মৃত্যুর হাতছানি আর বিপন্ন ভবিষ্যতের অন্ধকারে ছেয়ে থাকা ভোরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকেই কাঁপা গলায় ভেসে আসে ভোরের আজানের শব্দ। প্যালেস্টাইনের মর্মভেদী এই ভিডিওটি কেউ পোস্ট করেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। আজান দেওয়া হয় ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে নমাজের আহ্বান জানানোর জন্য। কিন্তু সেদিনের সেই আজান যেন দুনিয়াকে জানান দেওয়া যে ধ্বংসের মধ্যে বেঁচে আছে প্রাণ। বেঁচে আছে মানুষ, বেঁচে আছে ঈশ্বর, মানুষের হাত ধরে। জীবনের এক আশ্বাস।

প্যালেস্টাইনের এই বিপন্নতার ছায়াই যেন আজ সর্বত্র। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি একদিকে 'নিবিড় সংশোধনী'-র পর এল ফাইনাল ভোটার লিস্ট। আর অন্যদিকে অনেকদিন ধরে যুদ্ধ-যুদ্ধ করার পর ইরানে আছড়ে পড়ল আমেরিকা আর ইজরায়েলের যুদ্ধবিমান। আবার খোলামকুচির মতো পড়ে রয়েছে শব, আর তার উপর চলছে রাজনীতি। সেই সৃষ্টির শুরু থেকে ইতিহাস লেখা হয়েছে ক্ষমতাসীনদের হাত ধরে। মানবসভ্যতার ইতিহাসজুড়েই যুদ্ধ। সেই পূর্বপুরুষরা শুরু করেছে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' রচনা লিখতে, আর তারপর আমরা, আমাদের সন্তানেরা আর তারপর এলিপসিস...চলতেই থাকে রচনা...

ইরান নিজেদের অস্তিত্ব লড়াইয়ের লক্ষ্যে নিজেদের মেরুদণ্ড সোজা করে লড়ছে একের পর এক নেতার হত্যার পরেও। আর আমরা যাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে ভোটাধিকারের অধিকার পেলাম, যে বিরাট সংখ্যক লোক জীবিত থেকেও মুছে গেলেন ভোটার-লিস্ট থেকে, আর যাঁরা বিচারাধীন-- কী করলাম তাঁদের জন্য?

আরও একটা ইদ। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া আলুর বস্তা আর ভোট দিতে পারা আর না-পারার মাঝে ঝুলতে থাকা 'বিচারাধীন' শ্রেণি। কার বিচার? কেনই বা বিচার? জানে না বিচারাধীন তালিকায় থাকা সংখ্যালঘু মুসলিমদের এক বিশাল অংশ। একদিকে মেশিন রিডেবল নয় এমন ভোটার লিস্ট, তাই সঠিক তথ্য জোগাড় করতে হিমসিম আমরা, আর অন্যদিকে কবে বেরোবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম, বা আদৌ বের হবে কি না-- তা নিয়ে সবসময় চিন্তায় থাকা বিচারাধীন প্রান্তিক মুসলিম সম্প্রদায়ের ইদ এবার ম্রিয়মাণ।

দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর আসে খুশির ইদ। শুধু ইদেই নয় পুরো রোজার মাসেই থাকে এক উৎসবের আবহ। ইফতার পার্টি আর তারপর জিয়াফত। সরগরম মসজিদে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ডেট-এর জন্য-- কার বাড়িতে কবে জিয়াফত। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাবে জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, আলুর কম দাম ও তার সঙ্গে ভোটাধিকার হারানোর ভয়-- উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বাঙালি মুসলিম সমাজ এবার সাঁড়াশি চাপে।

স্বাধীনতার পর এমন সাঁড়াশি চাপ নিয়ে বাঙালি মুসলিম কখনও ইদ করতে যায়নি মনে হয়। প্রায় প্রতিটি বুথে বিচারাধীন ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম। আমার নিজের বুথে ১৭৮ জন বিচারাধীন ভোটারের মধ্যে ১৭৭ জন মুসলিম ভোটার। কোচবিহার থেকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা--যেখানে মুছে ফেলা ভোটারদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রান্তিক মতুয়া, নমশূদ্র মানুষ, তেমনই নানা জনজাতির মানুষদের পাশাপাশি বিচারাধীন ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগুরু হল সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

হিটলার যখন ইহুদিদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছিলেন তখন কি বন্ধ ছিল অনুষ্ঠান? বরং উলটোটা। চরম অত্যাচারের মাঝেও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও নিজেদের জন্য বরাদ্দ সামান্য র‍্যাশন দিয়েই করা হত যে কোনও অনুষ্ঠানের প্রথা পালন। সেই অনুষ্ঠান মোচ্ছব নয়। যেমনটি নানি বলত, ১৯৬৮-র বন্যার পর শুধুমাত্র চা আর মুড়ি খেয়ে ইদের নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোকজন। তেমনই জলে ডুবে থাকা আলু, কিংবা দামের অভাবে মাঠেই পড়ে থাকা আলু ফেলে ধর্মাবলম্বী মুসলিম এবারও যাবে নমাজ পড়তে ইদগাহে বা মসজিদে।

শ্রীনগরে ইদের বাজারে। - এএফপি

এই বিচারাধীন বন্দি মানুষজনও কথায় কথায় নেতাদের ভাষণে 'বাংলাদেশি', 'রোহিঙ্গা' শোনার গ্লানি নিয়ে, অপমান নিয়ে ইদ-এর নমাজে যাবেন। মুসলিম ধর্মে মসজিদ চিরদিন এক রাজনৈতিক স্পেস, যতই সেটাকে ধর্মীয় জায়গা বলে এক বিচ্ছিন্ন অবস্থান নেওয়ানো হোক না কেন। মহিলাদের মসজিদ থেকে দূরে রাখাও যেমন এক রাজনীতি। বিপন্ন সময় আর দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মুসলিম মানুষদের কাছে মসজিদ হতে পারে এক প্রতিরোধের পাঠের জায়গা।

গত কয়েক বছরে 'সহি মুসলিম' হওয়ার চক্করে রাজনীতির পাঠ ভুলে যাওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা এখন বুঝতে পারছেন ভোট চলে গেলে কোনও গণতন্ত্রে মানুষের কাগুজে মৃত্যু হয়। আর সেই মৃত্যু কোনওভাবেই জান্নাত যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করে না। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পুতুল হয়ে যাওয়া দেখে অন্তত কথায়-কথায় কলার তোলা ওয়াহাবী মুসলিমদের এবার স্বীকার করা উচিত 'ইসলামিক উম্মাহ' একটি ডোডো পাখি ছাড়া কিছুই নয়। ইসলামিক উম্মাহ নিরো হতে পারে বরং-- ইরান জ্বলছে যখন, তখন চুপ বাকি মুসলিম দেশগুলো, শুধু চুপ বললে বলা ভুল, আমেরিকার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

২০১২ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনে ইমামদের ভাতা চালু করলেন, মুসলিম সমাজের কোনও ইমাম বা নেতা মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলেনি যে-- ইমামদের ভাতার দরকার নেই বরং স্কুল করুন, কলেজ করুন, রাস্তা বানান। সেদিন মুসলিম সমাজের কেউ নিতে পারেনি ভারতরত্ন মওলানা আজাদের মতো অবস্থান। ১৯৪৭ সালে ভারতরত্ন মওলানা আজাদ যেমন দিল্লির জামা মসজিদে দাঁড়িয়ে দেশভাগের কষ্ট ও গ্লানি নিয়ে জিন্নার টু নেশনস তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে নেহরু, গান্ধির ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উপর বিশ্বাস রেখে জোরগলায় বলেছিলেন, 'I am proud of being an Indian. I am part of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice and without me this splendid structure is incomplete. I am an essential element, which has gone to build India. I can never surrender this claim.'

গত কয়েক বছরে 'সহি মুসলিম' হওয়ার চক্করে রাজনীতির পাঠ ভুলে যাওয়া মানুষ আজ বুঝতে পারছেন, ভোট চলে গেলে গণতন্ত্রে মানুষের কাগুজে মৃত্যু হয়। আর সেই মৃত্যু জান্নাতের রাস্তা প্রশস্ত করে না। একদিকে ভোটার তালিকা থেকে মুছে যাওয়ার ভয়, অন্যদিকে যুদ্ধ ও মূল্যবৃদ্ধির সাঁড়াশি চাপ—সব মিলিয়ে এক বিপন্ন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বাঙালি মুসলিম সমাজ। ডানপন্থী ঘৃণাকে হারাতে দরকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের। তাই এবারের ইদ নিছক উৎসব নয়, বরং হয়ে উঠুক রাজনৈতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এক প্রতিরোধের পাঠ।

আসলে মওলানা আজাদের মতো শিক্ষা বা জ্ঞান আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলিম ইমামদের কোনওদিন ছিল না। আর্থিক অভাবে এবং উপায়ান্তর না থাকলে খারিজি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কোনওরকমে আরবি বুঝে, না বুঝে ইমামতি পাওয়া ইমামদের থেকে সেই প্রগতিশীল রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আশা করাটা হয়তো অমূলক।

আরও একবার এই বিপন্ন সময়ের খুশির পরব ইদের ভীষণভাবে রাজনৈতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠা জরুরি। ডানপন্থী ঘৃণাকে হারাতে গেলে ভোটে হারানো সম্ভব নয়, দরকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পারস্পরিক আদানপ্রদানের। সব আল্লাহর দোষ আর ভাগ্যের দোষ দিয়ে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ উৎসবে যোগদান করার অধিকারও হারাতে বসেছে প্রান্তিক মুসলিমরা। যাঁরা এই সংকটের দিনেও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শপিং মলে ইদের কেনাকাটায় আত্মমগ্ন, তাঁদের এই আচরণ সমাজের প্রান্তিক মানুষদের যন্ত্রণার প্রতি চরম উদাসীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবারের ইদে ইমাম সাহেব বলতেই পারেন তাঁর প্রতিবেশীকে—'মেরে ঘর আকে তো দেখো'র আদলে 'হামার বারিত তোমার নিমন্ত্রণ বারে।' বা কোনও ইদ কমিটি আয়োজন করতেই পারে ইদ নিয়ে এক সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসব। বা নিমন্ত্রণ করতে পারেন নাম মুছে যাওয়া প্রতিবেশী ভোটারকে-- দেখা যাবে দুঃখের যাপন চিত্রটা এক। সামগ্রিক যন্ত্রণার, শোষণ থেকে মুক্তির পথ সামগ্রিক ক্ষোভ আর আন্দোলনের মধ্যেই বেরিয়ে আসে।

কেউ আমায় গালাগালি দিতেই পারেন। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি গাজা, তেহরান, তেল আভিভ-এর ধ্বংসস্তূপ থেকে ভেসে আসা ইদ পরবের শব্দ। এই শব্দ ভীষণ জরুরি। এই শব্দ কোনও ধর্মের নয়। এই শব্দ মানবতার। যে মানবতা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মৃত্যুকে নাকচ করে জীবনের পথ দেখায়। যে শব্দ প্রতিরোধ হয়ে ছিনিয়ে নিতে পারে গণতন্ত্রের পবিত্র পরব- - ভোট নামক উৎসবে সকল শ্রেণির, ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণের দাবি। এবারের ইদ হোক প্রতিরোধের ও মিলনের!

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী)

আজ

১৯৬৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী অলকা ইয়াগনিক।

২০২০

কিংবদন্তি ফুটবলার পিকে ব্যানার্জির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

ভাঙড়ের কত মানুষের রক্ত নিলে শওকত মোল্লা শান্তি পাবে! ভোট যত এগোবে, তত শওকত এসব ঘটাবে, তত মানুষের প্রাণ যাবে। আরাবুল যে থুতু ফেলে, সেটা আর গেলে না। লোভ দেখালেই চলে যাবে- আরাবুল সেরকম নয়। আমার লোকজন সবাই আইএসএফের দিকে থাকবেন।

- আরাবুল ইসলাম

ভাইরাল/১

দিল্লির কৃষ্ণনগরে ছিনতাই। ভরদুপুরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন মহিলা। দুষ্কৃতীরা তাঁকে ঘিরে ধরে। সঙ্গে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। পরনের গয়না নিতে গেলে মহিলা বাধা দেন। দুষ্কৃতীরা পিস্তলের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে।

ভাইরাল/২

হাতির খপ্পড়ে পড়েও বরাতজোরে বেঁচে গেলেন একজন। ওড়িশার ঢেনকানালে বনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। হঠাৎ একটি বুনো হাতি তাঁর দিকে ধেয়ে গিয়ে তাঁকে ক্রমাগত লাথি মারতে থাকে। কপালজোরে পালিয়ে রক্ষা।

জনমন

জনমত

গতি নিয়ন্ত্রণের গার্ডরেল যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুফাঁদ

রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ট্রাফিক পুলিশ ও প্রশাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার লোহার তৈরি ব্যারিকেড বা গার্ডরেল। কিন্তু বর্তমানে জাতীয় সড়ক, বাইপাস থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি শহরের ব্যস্ত অলিগলি- প্রায় সর্বত্র যত্রতত্র অবৈজ্ঞানিকভাবে ফেলে রাখা এইসব গার্ডরেলই সাধারণ মানুষের জন্য এক ভয়ংকর মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা কমানোর বদলে, প্রশাসনের এই হঠকারী ও বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিত্যদিন কেড়ে নিচ্ছে নিরীহ মানুষের তরতাজা প্রাণ।

নিয়ম অনুযায়ী, রাতে বা খারাপ আবহাওয়ায় দূর থেকে যাতে ব্যারিকেডগুলো চালকদের চোখে পড়ে, তার জন্য এগুলিতে পর্যাপ্ত আলো বা চকচকে রেডিয়াম রিফ্লেক্টর লাগানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে এই নিয়মের কোনও অস্তিত্বই নেই। বেশিরভাগ গার্ডরেলে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। আর যে সামান্য রিফ্লেক্টর থাকে, তাও ধুলো-কাদায় ঢাকা পড়ে অকেজো হয়ে রয়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বা বর্ষার সময় যখন রাস্তায় বৃষ্টির জল জমে থাকে, তখন এই মরচে ধরা কালো লোহার কাঠামোগুলো দূর থেকে একেবারেই চোখে পড়ে না। ফলস্বরূপ, স্বাভাবিক গতিতে আসা গাড়ি বা বাইকও শেষমুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে সজোরে আছড়ে পড়ছে এইসব ব্যারিকেডে।

রাতের বেলায় হাইওয়েতে এমনিতেই আলোর চরম অভাব। তার ওপর আচমকা রাস্তার মাঝখানে এই লোহার ব্যারিডকেডগুলো এমনভাবে আড়াআড়ি ফেলে রাখা হয় যে, ভারী গাড়ি নিয়ে ব্রেক কষারও সময় পাওয়া যায় না। একটু এদিক-ওদিক হলেই সোজা গিয়ে ধাক্কা মারতে হয়, আর সব দোষ গিয়ে পড়ে চালকের ঘাড়ে। আর শুধু হাইওয়ে কেন, শহরের রাস্তাতেও পুলিশ যেখানে-সেখানে এইসব ব্যারিকেড ফেলে রাখে। অনেক সময় অর্ধেক রাস্তা আটকে থাকে, অথচ আশপাশে কোনও পুলিশকর্মী থাকেন না। উলটোদিক থেকে আসা গাড়ির আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলে এই কালো ব্যারিকেডগুলো দেখাই যায় না। এগুলো স্পিডব্রেকার নয়, এগুলো একেকটা প্রাণঘাতী ফাঁদ।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ও হতাশার বিষয়, এই অবৈজ্ঞানিক এবং প্রাণঘাতী প্রথাটি যেন কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বুকেই সীমাবদ্ধ। দেশের অন্যান্য রাজ্যে পা রাখলে এমন ভয়ংকর দৃশ্য সাধারণত চোখে পড়ে না। সেখানে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। রাতের অন্ধকারে, রাস্তার মাঝখানে কোনওরকম আগাম সতর্কবার্তা বা রিফ্লেক্টর ছাড়া এভাবে লোহার খাঁচা ফেলে রাখা যে কোনও সুস্থ ও সাধারণ যুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আমরা ক্লান্ত ও তিতিবিরক্ত হয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন যেন চোখে ঠুলি পরে বসে আছে। সাধারণ মানুষের জীবনের সুরক্ষার চেয়ে কি এই অকেজো, মরচে ধরা লোহার ব্যারিকেডগুলোর গুরুত্ব বেশি? প্রশাসনের এই যুক্তিহীন জেদ আর কবে দূর হবে?

সুপ্রিতম হালদার
আশিঘর, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ব্যক্তিগত পরিসরে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন

ডিজিটাল বিনোদনের মাধ্যমে জোর করে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের অনুপ্রবেশ নাগরিকদের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।

পলাশ দে

বর্তমান সময়ে মানুষের প্রতিদিনের বিনোদন এবং যাবতীয় তথ্যের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট বা ডিজিটাল মাধ্যম। সারাদিনের ব্যস্ততার শেষে ইউটিউবে নিজের পছন্দের ধ্রুপদি গান শোনা কিংবা গবেষণামূলক ভিডিও দেখা আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের অঙ্গ। একইভাবে বাড়ির শিশুদের শান্ত রাখতে বা আনন্দ দিতে ইন্টারনেটে বিভিন্ন কার্টুন চালিয়ে দিই। এই প্রতিটি কাজই ব্যক্তিগত রুচি এবং বৌদ্ধিক চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল পরিসরে প্রবেশ করলেই এক অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নিজের পছন্দের ভিডিও শুরুর আগেই অবধারিতভাবে ভেসে উঠছে বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন। সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত পরিসরে জোর করে এই রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ কি সুস্থ গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়?

কয়েক বছর আগে আমরা এমনই এক পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছিলাম যখন সাধারণ মানুষের মোবাইল কলার টিউনে একইভাবে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হয়েছিল। স্বাধীন দেশের নাগরিক কাকে ভোট দেবেন বা ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করবেন তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব বিষয়। কিন্তু ইউটিউবের মতো বিনোদনমূলক মাধ্যমে কোনও বিশেষ দলের বিজ্ঞাপনি চমক বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে বা শুনতে হলে তা সাধারণ মানুষের বিরক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন কেবল সময়ের অপচয় নয় বরং স্বাধীন নাগরিকের পছন্দ করার অধিকার বা রাইট টু চয়েস নীতির ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ। ডিজিটাল অ্যালগরিদম আজ সুকৌশলী জালে আমাদের ব্যক্তিগত নির্জনতাটুকুও কেড়ে নিচ্ছে।

- এআই

এই সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হল আমাদের আগামী প্রজন্মের শিশুদের মনস্তত্ত্বের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব। কোমলমতি শিশুরা যখন মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও বা নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য কার্টুন দেখে তখন তাদের সামনে এইসব রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন চলে আসে। সেই সব ভিডিওর মাঝখানে হঠাৎ করে আক্রমণাত্মক বা কাদা ছোড়াছুড়ির রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ভেসে উঠলে তাদের কচি মনে কী প্রভাব পড়বে তা ভাবা জরুরি। রাজনীতি বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের সচেতন আলোচনার বিষয়। সেই জটিল রাজনৈতিক চর্চাকে কেন শিশুদের নির্মল বিনোদনের মাঝে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে সেই নৈতিক প্রশ্ন আজ আমাদের ভাবিয়ে তুলছে।

বিজ্ঞাপন যে কোনও আধুনিক ব্যবসার অপরিহার্য অঙ্গ হতে পারে এবং ডিজিটাল মাধ্যমগুলোও বিজ্ঞাপনের জোরেই রাজস্ব আদায় করে। কিন্তু রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সামাজিক এবং নৈতিক সংবেদনশীলতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। মানুষ যখন শান্তির আশায় বিনোদন খোঁজে তখন সে আসলে দৈনন্দিন রাজনীতির কোলাহল থেকে সাময়িক বিরতি নিতে চায়। কিন্তু আজ আমাদের স্মার্টফোনগুলো যেন একেকটি রাজনৈতিক প্রচারের মাইক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ব্যক্তিগত পরিসর বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। চারদিকের রাজনৈতিক ডামাডোলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মানুষ যে নিজের মতো একটু সময় কাটাবে সেই উপায়টুকুও আজ ডিজিটাল প্রচারের সৌজন্যে বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

সংবিধান আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার দিয়েছে। ডিজিটাল দুনিয়ায় আমরা ঠিক কী দেখব আর কী দেখব না সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও কেবল আমাদের হাতেই থাকা উচিত। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলকে প্রচারের সুযোগ করে দিতে গিয়ে যদি জনপ্রিয় বিনোদন প্ল্যাটফর্মের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় তবে তা সাধারণ মানুষের কাছে অরুচিকর হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচারের অধিকার সবার আছে কিন্তু তা যেন কোনওভাবেই নাগরিকের ডিজিটাল স্পেস বা ব্যক্তিগত পরিসরকে গ্রাস না করে। আমাদের ব্যক্তিগত রুচি পছন্দ এবং মানসিক স্বস্তিটুকু রক্ষা করাই হোক আধুনিক রাজনীতির প্রকৃত শিষ্টাচার।

(লেখক শিক্ষক। অসমের বাসুগাঁওয়ের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯৮

পাশাপাশি : ১। বন্ধুত্ব, সখ্য, সৌহার্দ্যও ৩। বিনাশ, ধ্বংস ৫। খাস্তা বিস্কুটবিশেষ ৬। প্রধানত ফল আনাজ প্রভৃতির খোসা ৮। দেবালয়, উপাসনা গৃহ, ভবন ১০। কাতরোক্তি, মিনতি ১২। জলময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বিল ১৪। মূল সাতটি রংয়ের অন্যতম ১৫। চাবুকের আরেক নাম ১৬। ধৈর্য, অপেক্ষা, দেরি।

উপর-নীচ : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যে বাংলা মানে করলে দাঁড়ায় পাহাড়ি জাতির ভূমি ২। গণ্যমান্য, ধনী, ব্যাঙ্গার্থে লায়েক ৪। ভিন্নদেশীয় ৭। লাখ-এর কথ্য রূপ ৯। পথ, উপায় ১০। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ১১। ভর্ৎসনা, ধমক, নিন্দা ১৩। ওই দিক, ওই পক্ষ।

সমাধান ■ ৪৩৯৭

পাশাপাশি : ১। জনৈক ৩। মানতাসা ৪। নন্দন ৫। দলবল ৭। দপ ১০। নাল ১২। বাড়াবাড়ি ১৪। মণ্ডুর ১৫। হারাহারি ১৬। শ্রীকান্ত।

উপর-নীচ : ১। জনপদ ২। কনক ৩। মানদণ্ড ৬। বন্দনা ৮। পকোড়া ৯। পড়িমরি ১১। লক্ষ্মীমন্ত ১৩। পরশ্রী।

বিন্দুবিসর্গ

অসমে ৮৮ আসনে প্রার্থী বিজেপি'র

গুয়াহাটি, ১৯ মার্চ : বৃহস্পতিবার অসমের ৮৮টি আসনের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। সম্প্রতি যে ৪ কংগ্রেস নেতা দলত্যাগ করে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন, তাঁদেরও এবার প্রার্থী করেছে বিজেপি। তবে দলের ১৯ জন বিধায়ককে এবার টিকিট দেননি পদ্ম নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবারও প্রত্যাশিতভাবে জালুকবাড়িতে প্রার্থী হয়েছেন। ২০০১ সাল থেকে তিনি ওই কেন্দ্রের বিধায়ক। গতমাসে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন ভূপেনকুমার বোরা। তাঁকে বিহপুরিয়া আসনে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির। বুধবার কংগ্রেস ছেড়ে পদ্মশিবিরে যোগ দেন নগাঁওয়ের সাংসদ প্রদ্যোত বরদলৈ। তাঁকেও এবার দিসপুরে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

১২৬ আসনের অসম বিধানসভার ভোট একদফায় হবে ৯ এপ্রিল। এদিকে কংগ্রেসত্যাগী প্রদ্যোত বরদলৈ বিজেপির প্রার্থী হতেই ভোট থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়ে দলের হাইকমান্ডকে চিঠি দিয়েছেন তাঁর ছেলে প্রতীক বরদলৈ। তাঁকে মার্ঘেরিটা আসনে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে আমার বাবা অন্য একটি দলে যোগ দিয়েছেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকাটা আমার ভুল বলে মনে হয়।'

হাতবদল হল দাউদের জমির

মুম্বই, ১৯ মার্চ : অবশেষে হিল্লে হল দাউদ ইব্রাহিমের পৈতৃক জমির। বেশ কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষমেশ কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদী ডনের পৈতৃক সম্পত্তির চাবি তুলে দিতে পারল নতুন মালিকের হাতে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে দাউদের পরিবারের চারটি জমি বিক্রি হয়। ২০১৭ সাল থেকে টানা চারবার নিলামে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর গত ৫ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে যে নিলাম হয়, সেখানে মুম্বইয়ের এক ব্যক্তি চারটি জমিই কিনে নেন সর্বোচ্চ দর দিয়ে।

রত্নগিরির মুমবাকে গ্রামের ওই সম্পত্তিগুলি দাউদের মা আমিনা বি-র নামে নথিভুক্ত ছিল। নিলামে একটি নির্দিষ্ট প্লটের জন্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশি দর ওঠে, যা অন্য তিনটি প্লটের সম্মিলিত দামের চেয়েও বেশি। ১৯৯৩ সালের মুম্বই বোমা বিস্ফোরণের মূল হোতা দাউদের সম্পত্তিগুলি 'সাফেমা' আইনে সরকার অনেক আগেই বাজেয়াপ্ত করেছিল। এর আগে দাউদ ইব্রাহিম ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিষনজরে পড়ার ভয়ে ওই জমি কিনতে সাহস দেখাননি কেউই।

মনোনয়নপত্র পিনারাইয়ের

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ মার্চ : বিরোধী শিবির এখনও পর্যন্ত সমস্ত আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে উঠতে না পারলেও ভোটযুদ্ধে একচুল জমি ছাড়তে নারাজ কেরলের শাসক এলডিএফ এবং তাদের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বৃহস্পতিবার কান্নুরের ধর্মাদম আসনে তৃতীয় বারের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন অশীতিপর পিনারাই। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিপিএমের কান্নুরের জেলা সম্পাদক ককে রাগেশ, ইপি জয়রাজন, স্পিকার এএন সামশের প্রমুখ। প্রতি বছর ১৯ মার্চ কেরলের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ইএমএস নাম্বুদিরিপাদের প্রয়াণ দিবস ইএমএস দিবস হিসেবে পালন করে সিপিএম। তাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য এই দিনটিকেই বেছে নেন বর্ষীয়ান মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মাদমে পিনারাইয়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে দলের যুবনেতা ভিপি আবদুল রশিদকে। বিজেপি প্রার্থী করেছে কে রঞ্জিতকে। এদিকে বৃহস্পতিবার বিজেপি দ্বিতীয় দফায় কেরলে ৩৯ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। এর আগে ৪৭ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল তারা।

ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় ভেঙে পড়েছে সাজানো আবাসন। সেই মৃত্যুপুরীর মাঝে লেবাননের এক শিল্পী তাঁর 'সেলো'তে প্রাণের সুর বাজিয়ে চলেছেন। ভাইরাল হওয়া ছবি দেখে নেটিজেনরা বলছেন, এটি কেবল সুরসৃষ্টি নয়, ধ্বংসের বিরুদ্ধে বিশ্বকে শান্তি আর মানবতার বার্তা।

তুলসীর রিপোর্টে ট্রাম্পের ইরান অভিযান নিয়ে প্রশ্ন

কাতারের গ্যাস কেন্দ্রে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হানা

দোহা ও ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : ইরান-ইজরায়েলের গণ্ডি টপকে এখন গোটা মধ্যপ্রাচ্যই যেন যুদ্ধক্ষেত্র। বৃহস্পতিবার ভোরে কাতারের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকেন্দ্র রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে দু-দফায় ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। এই হামলায় বিশ্বের বৃহত্তম এলএনজি উৎপাদনকেন্দ্র এবং সেখানকার 'পার্ল গ্যাস-টু-লিকুইড' প্রকল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত ১৮ ও ১৯ মার্চের জোড়া হামলায় কোনও প্রাণহানির খবর না মিললেও বিশাল অগ্নিকাণ্ডের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৪ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে বড়সড়ো মুদ্রাস্ফীতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এই হামলার কারণ গত বুধবার ইরানের 'সাউথ পার্স' গ্যাস ক্ষেত্রে ইজরায়েলের অতর্কিত হামলা। এই উত্তোলন কেন্দ্রটি কাতার ও ইরানের মধ্যে অবস্থিত। ইজরায়েলি হামলার পরেই ইরান পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে তারা উপসাগরীয় অঞ্চলের জ্বালানি পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেবে। সেই প্রতিশোধ হিসেবেই রাস লাফানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এছাড়া চলতি সপ্তাহে ইজরায়েলি হামলায় ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রী ইসমাইল খতিব সহ একাধিক শীর্ষকর্তার মৃত্যু তেহরানকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। ইরানের নবনিযুক্ত সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই এক বার্তায় বলেছেন, 'খুনিদের অবশ্যই চরম মূল্য দিতে হবে। প্রতি ফোঁটা রক্তের হিসাব নেওয়া হবে।'

তবে এই যুদ্ধের আবহে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির (ডিএনআই) প্রধান তুলসী গাবার্ড। সেনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির কাছে পেশ করা রিপোর্টে তিনি দাবি করেছেন, ২০২৫ সালে আমেরিকা ও ইজরায়েলের 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার'-এর পর ইরানের পরমাণু কর্মসূচি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, পরমাণু কর্মসূচি যদি বন্ধই থাকে, তাহলে কেন ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন করে অভিযানে নামল আমেরিকা?

এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইজরায়েল আমেরিকাকে না জানিয়েই সাউথ পার্স-এ হামলা চালিয়েছে। ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'এই হামলার বিষয়ে আমেরিকার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। কাতারও কোনওভাবেই এর সঙ্গে জড়িত ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'ইজরায়েল পরিস্থিতির চাপে ক্ষোভের বশে এই হামলা চালিয়েছে।' তবে কাতার রক্ষায় তিনি ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'ইজরায়েল আর সাউথ পার্স ক্ষেত্রে হামলা করবে না। কিন্তু ইরান যদি আবার কাতারের মতো একটি নির্দোষ দেশের ওপর হামলা চালায়, তাহলে আমেরিকা পুরো সাউথ পার্স গ্যাস ক্ষেত্রটিকে ধ্বংস করে দেবে।'

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান আমেরিকা ও ইজরায়েলকে সতর্ক করে বলেছেন, 'এই আক্রমণ অনিয়ন্ত্রিত পরিণতি ডেকে আনবে, যা পুরো বিশ্বকে গ্রাস করতে পারে।'

- ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কাতারের রাস লাফান গ্যাস হাবে ব্যাপক ক্ষতি
- ইরানের সাউথ পার্স গ্যাস কেন্দ্রে হামলা এবং শীর্ষনেতাদের হত্যার জবাবে এই হামলা চালিয়েছে তেহরান
- মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গাবার্ডের দাবি, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আগেই ধ্বংস হয়েছে, যা ট্রাম্পের সামরিক অভিযানের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে
- ২০ শতাংশ এলএনজি সরবরাহকারী কেন্দ্র এবং হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে

কেরোসিনে বিধিনিষেধ

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ সহ ভোটমুখী চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় বিশুদ্ধ কেরোসিন তেল বরাদ্দের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, সরকার বা কোনও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ওই বিশুদ্ধ কেরোসিন তেল বরাদ্দ নিয়ে কোনও প্রকার নির্বাচনি প্রচার বা জনসমক্ষে মন্তব্য করতে পারবেন না। আচরণবিধি জারি হওয়ায় বিশুদ্ধ কেরোসিন তেল বরাদ্দে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

চিনে নয়া দূত দোরাইস্বামী

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : অভিজ্ঞ কূটনীতিক ও মান্দারিন (চিনা) ভাষায় সাবলীল বিক্রম দোরাইস্বামী চিনের রাষ্ট্রদূত হলেন। বৃহস্পতিবার তাঁকে ওই পদে নিয়োগ করা হল। তিনি প্রদীপ কুমার রাওয়াতের স্থলাভিষিক্ত হবেন। বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, দোরাইস্বামী বর্তমানে ব্রিটেনে ভারতের হাইকমিশনার পদে আছেন। খুব তাড়াতাড়ি ব্রিটেনের পাট চুকিয়ে তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের স্নাতক দোরাইস্বামী ১৯৯২-এর ব্যাচের

আইএফএস অফিসার। কূটনৈতিক জীবন শুরুর আগে সাংবাদিকতা করেছেন। হংকংয়ে থার্ড সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর কূটনৈতিক কেরিয়ার শুরু ১৯৯৪-এ। সেই সময় হংকংয়ের চাইনিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মান্দারিন ভাষায় ডিপ্লোমা করেছেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বেজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাসে ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘেও ছিলেন। বাংলাদেশ সহ একাধিক দেশের রাষ্ট্রদূত হয়েছেন। ২০২৪-এ কাজান ও ২০২৫ সালে তিয়ানজিনে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর বৈঠকের পর ভারত-চিন সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক। তা আরও মসৃণ করার লক্ষ্য নয়াদিল্লির। সে কারণেই বিক্রম দোরাইস্বামীকে পাঠানো হচ্ছে বেজিংয়ে।

সর্বস্বান্ত প্রৌঢ়

লখনউ, ১৯ মার্চ : ডিজিটাল অ্যারেস্ট-এর নামে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজারকে ফাঁদে ফেলে তাঁর এক কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিল একদল প্রতারক। প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার নয়ডার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ফোনের মাধ্যমে প্রৌঢ়কে হুমকি দেওয়া হয় যে, তাঁর সিম থেকে বেআইনি কাজ করা হচ্ছে। ওই ব্যক্তিকে ৪৮ ঘণ্টা ডিজিটাল অ্যারেস্ট করে রাখা হয়।

গুড়ি পাড়ওয়া উৎসবে ঐতিহ্যশালী পোশাকে এক মহিলা। মুম্বইয়ে।

কিমের দেশে বিদ্রোহী ভোট

সিওল, ১৯ মার্চ : উত্তর কোরিয়ায় ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। ১৫ তম সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি নির্বাচনের ফলাফল শোরগোল ফেলে দিয়েছে গোটা বিশ্বে। হইচইয়ের কারণ, একশো শতাংশ ভোট পায়নি উত্তর কোরিয়ার সর্বাধিনায়ক কিন জং উনের ওয়ার্কার্স পার্টি অফ কোরিয়া (ডব্লিউপিকে)।

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, ৯৯.৯৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে ডব্লিউপিকে। ০.০৭ শতাংশ ভোট গিয়েছে শাসকদলের প্রার্থীর বিপক্ষে। শতাংশের বিচারে এটা নগণ্য। উত্তর কোরিয়ায় ভোট মানেই কিমের প্রতি আনুগত্য। সেখানে কিম সরকারের বিরুদ্ধে 'না' বাক্সে ভোট পড়া চাট্টিখানি কথা নয়। যাঁরা ভোট দিলেন না তাঁদের খুঁজে বের করতে চেষ্টার কোনও কসুর রাখছে কিমের গুপ্তচরবাহিনী।

খোয়া গেল ১১ লক্ষ কোটি টাকা

ব্রেন্ট ক্রুড ১১০ ডলার, ধস বাজারে

মুম্বই, ১৯ মার্চ : ইরান যুদ্ধের আবহে বিশ্ব বাজারে দাম বাড়ল ব্রেন্ট ক্রুডের। যার ধাক্কায় ধস নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। একদিনে লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার দিনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ছিল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। দিনের শেষে সেনসেক্স ২৪৯৬.৮৯ (-৩.২৬ শতাংশ) পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৭৪২০৭.২৪ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ৭৭৫.৬৫ পয়েন্ট (-৩.২৬ শতাংশ) নেমে থিতু হয়েছে ২৩০০২.১৫ পয়েন্টে। সাম্প্রতিক অতীতে এত বড় পতন দেখেননি লগ্নিকারীরা। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি তেল ও গ্যাস পরিবহণে নতুন করে জট পাকানোয় বিশ্ব বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ১১০ মার্কিন ডলারে পৌঁছোছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সেই ধাক্কা লেগেছে এই দেশের শেয়ার বাজারেও।

এর পাশাপাশি মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারাল রিজার্ভ সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যা আগামী দিনে ফের সুদের হার বৃদ্ধির জল্পনা উসকে দিয়েছে। এমন আশঙ্কায় শেয়ার বাজার থেকে লগ্নি তুলে নিচ্ছেন লগ্নিকারীরা। শেয়ার বাজারে ধস নামাতে তা বড় ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়াও বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রি, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতন ইত্যাদিও শেয়ার বাজারের পতনে মদত জুগিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংক এইচডিএফসির চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় হেভিওয়েট এই শেয়ারদরেও বড় পতন ঘটেছে। সার্বিকভাবে যা শেয়ার সূচকের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। এদিন যেসব সংস্থার শেয়ারদরে উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল শ্রীরাম ফিন্যান্স, ইটারনাল, বাজাজ ফিন্যান্স, এইচডিএফসি ব্যাংক, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, লারসেন অ্যান্ড টুবরো, টিএমপিভি, ইন্ডিগো, ট্রেন্ট, বাজাজ অটো ইত্যাদি।

কেন্দ্রের পাশে থারুর, মণীশ

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরের বিরোধ প্রকাশ্যে চলে এল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আগাগোড়া কেন্দ্রের অবস্থানের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও মোদি সরকারের 'সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ' বিদেশনীতিকে প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়েছেন কংগ্রেসের দুই হেভিওয়েট সাংসদ-মণীশ তিওয়ারি এবং শশী থারুর। একটি আলোচনাসভায় মণীশ তিওয়ারি বলেন, 'ভারত যদি এই

ইরান পরিস্থিতি

পরিস্থিতিতে সতর্ক পা ফেলে, তবে সেটিই সঠিক পদক্ষেপ। একেই প্রকৃত স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি বা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বলা হয়।' অন্যদিকে, শশী থারুর একটি উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এই সংঘাতকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। এটি সার্বভৌমত্ব এবং অনাক্রমণাত্মক নীতির পরিপন্থী—যে নীতিগুলি ভারত দীর্ঘকাল ধরে মেনে চলেছে। তা সত্ত্বেও, তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে নয়াদিল্লির এই সংযত অবস্থান আসলে ভারতের 'কৌশলগত বিচক্ষণতার' প্রতিফলন।

হিন্দু নববর্ষ ও চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষ্যে বারাণসীর আসসি ঘাটে চলছে গঙ্গারতি। বৃহস্পতিবার।

অক্সফোর্ডের এআই সম্মেলনে ১৫০ টাকার কেরানি

মুম্বই, ১৯ মার্চ : একসময় ওষুধের দোকানে কাজ করে পেতেন সাকুল্যে দেড়শো টাকা। প্রত্যন্ত গ্রামের সেই কেরানিকেই এবার ভাষণ দিতে দেখা যাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক এআই সম্মেলনের মঞ্চে। ইন্দ্রজালের চেয়েও বিস্ময়কর এই ঘটনার নায়ক মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর মাসলা গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্র মেটকার।

১৯৮৪ সালে মাসিক ১৫০ টাকার চুক্তিতে রবীন্দ্র কাজ করতেন এক ফার্মাসিতে। কিন্তু নিজের মেধার জোরে সেই কিশোর আজ ১৫ কোটি টাকার এক বিশাল কৃষি সাম্রাজ্যের মালিক।

রবীন্দ্র বুঝেছিলেন, বাজারের ওপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু চাষের খরচ কমানোর চাবিকাঠিটা তাঁর হাতেই আছে। রাসায়নিক সারের পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা না ঢেলে রবীন্দ্র নিজেই তৈরি করতে শুরু করলেন জৈব সার। ভাণ্ডারা জেলায় নিজের কেনা মাত্র ১ একর জমি দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর লড়াই। আজ সেই জেদ ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে ৫০ একর

জমিতে, যেখানে আম, আমলকী, কলা আর মোসাম্বির ফলনে হাসছে প্রকৃতি।

নিছক চাষবাসে বন্দি না থেকে রবীন্দ্র আজ একাধারে কৃষিবিজ্ঞানী ও উদ্যোগপতি। নিজের পোলট্রি ফার্মের জন্য পশুখাদ্য কেনার দরকার হয় না তাঁর। খামারের বর্জ্য থেকেই তিনি নিজস্ব ফর্মুলায় তৈরি করে নেন খাবার ও সার। তাঁর এই 'জিরো ওয়েস্ট' বা টেকসই কৃষিপদ্ধতির গল্প শোনাতেই আগামী মে মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এআই ফর এভরি মাইন্ড' কনফারেন্সে দেখা যাবে রবীন্দ্রকে। কৃত্রিম মেধার এই যুগে কীভাবে মাটির কাছাকাছি থেকে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যায়, সেটিই হবে তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয়। বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে থাকার বার্তাই তিনি দেবেন গোটা বিশ্বকে।

লড়াইটা অবশ্য রবীন্দ্রর একার নয়। তিনি পথ দেখিয়েছেন দেশের প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষককে। প্রমাণ করেছেন, পকেটে টান থাকলেও হৃদয় দিয়ে খাটতে পারলে সাফল্য আপনি এসে ধরা দেয়।

এইচডিএফসি'র চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা অতনুর

মুম্বই, ১৯ মার্চ : দেশের বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংক এইচডিএফসি-র অন্দরে ডামাডোল। 'নীতি ও আদর্শগত' মতপার্থক্যের কারণ দেখিয়ে বুধবার আচমকাই পদত্যাগ করলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান অতনু চক্রবর্তী। তাঁর এই আচমকা প্রস্থানে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে, যার জেরে শেয়ার বাজারেও বড়সড়ো পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পদত্যাগপত্রে প্রাক্তন আইএএস অতনু লিখেছেন, 'গত দু-বছর ধরে ব্যাংকে এমন কিছু ঘটনা ও পদ্ধতি আমি লক্ষ্য করেছি, যা আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও নীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।' পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এটি একটি প্রতিষ্ঠান যাকে আমি ৫ বছর ধরে লালন-পালন করেছি। আমি কোনও ভুল কাজের দিকে আঙুল তুলছি না, তবে আমার আদর্শের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের মিল হচ্ছিল না, তাই সরে দাঁড়ানোর এটাই ঠিক সময়।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি আসরে নেমেছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। আরবিআই ইতিমধ্যে এইচডিএফসি লিমিটেডের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান কেকি মিস্ত্রিকে আগামী তিন মাসের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। দায়িত্ব নিয়েই মিস্ত্রি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'ব্যাংকে বড় কোনও সমস্যা নেই। অতনু চক্রবর্তীর পদত্যাগের পিছনে কোনও আর্থিক বা পরিচালনগত কারণ নেই।'

সংকটে জ্বালানি নিরাপত্তা

বিশ্ব নেতাদের মোদির ফোন

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের ঘাত-প্রতিঘাত এখন এক ভয়াবহ 'জ্বালানি যুদ্ধ'র রূপ নিয়েছে। ইরান বনাম ইজরায়েল ও আমেরিকার বিধ্বংসী সংঘাতের জেরে কাতার, সৌদির মতো জ্বালানি হাবগুলি এখন সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। বিশ্বজুড়ে এই নজিরবিহীন শক্তি সংকটের আবহে ভারতের স্বার্থ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার একাধিক বিশ্বনেতার সঙ্গে জরুরি ফোনালাপ সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ওমানের সুলতান হাইতাম বিন তারিক এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে। পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মোদি জানান, এই মুহূর্তে সংঘাত থামিয়ে কূটনীতি ও আলোচনার পথে ফেরাই একমাত্র বিকল্প। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা হল। সেখানে (মধ্যপ্রাচ্যে) যত দ্রুত সম্ভব সংঘাত থামানো দরকার। কূটনীতি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। ওই অঞ্চল সহ সর্বত্র শান্তি এবং স্থিতাবস্থা ফেরাতে একযোগে কাজ করবে ভারত-ফ্রান্স।'

ভারতের এই সক্রিয়তার নেপথ্যে রয়েছে গভীর অর্থনৈতিক কারণ। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) ৮০-৮৫ শতাংশ আমদানি করা হয় কাতার ও সৌদি আরব থেকে। বুধবার রাতে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস কেন্দ্র কাতারের রাস লাফান এবং বৃহস্পতিবার সৌদির ইয়ানবু ও কুয়েতের মিনা আল আহমাদি শোধনাগারে ইরানের হামলা ভারতের সরবরাহ ব্যবস্থাকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিশ্ববাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম একধাক্কায় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ব্রেন্ট ক্রুডের দর ব্যারেল প্রতি ১১০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়া ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশের জন্য চরম অশনিসংকেত।

> **আমার প্রিয় বন্ধু ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা হল। সেখানে (মধ্যপ্রাচ্যে) যত দ্রুত সম্ভব সংঘাত থামানো দরকার। কূটনীতি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। ওই অঞ্চল সহ সর্বত্র শান্তি এবং স্থিতাবস্থা ফেরাতে একযোগে কাজ করবে ভারত-ফ্রান্স।**
>
> নরেন্দ্র মোদি

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ কিরিট পারিখের মতে, 'এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতে গ্যাসের ব্যবহার কমাতে হতে পারে, বিশেষ করে শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে।' জ্বালানির টান পড়লে সার উৎপাদন ব্যাহত হয়ে কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় নামতে পারে এবং ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি ডেকে আনতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির কূটনৈতিক তৎপরতায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে 'হরমুজ প্রণালী'র নিরাপত্তা। বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ তেল এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। আমেরিকা ও ইজরায়েলকে চাপে ফেলতে হরমুজ প্রণালী কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। ওমানের সুলতানের সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, 'নিরাপদ এবং মুক্ত হরমুজ প্রণালীর দাবিতে ওমানের সঙ্গে সহমত ভারত।' ওমানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের নিন্দা করার পাশাপাশি সেখানে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে ওমানের সহযোগিতার প্রশংসাও করেন মোদি।

পর্যবেক্ষকদের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পালটা হামলার হুমকি এবং ইরানের অনমনীয় মনোভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ভারত নিজের জাতীয় স্বার্থেই চাইছে অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ হোক। কারণ, জ্বালানি পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনর্গঠন করতে বছরের পর বছর সময় লাগে। প্রধানমন্ত্রী মোদি যেভাবে ফ্রান্সের মতো বিশ্বশক্তি এবং ওমান বা মালয়েশিয়ার মতো আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াচ্ছেন, তাকে ভারতের 'নিজস্ব বিদেশনীতি' ও শক্তি-সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। যদি দ্রুত যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হয়, তবে এই 'জ্বালানি যুদ্ধ' ভারতীয় অর্থনীতির ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে।

বড়া সাহেবের নির্বাচনে আদিত্যর ধুরন্ধরি

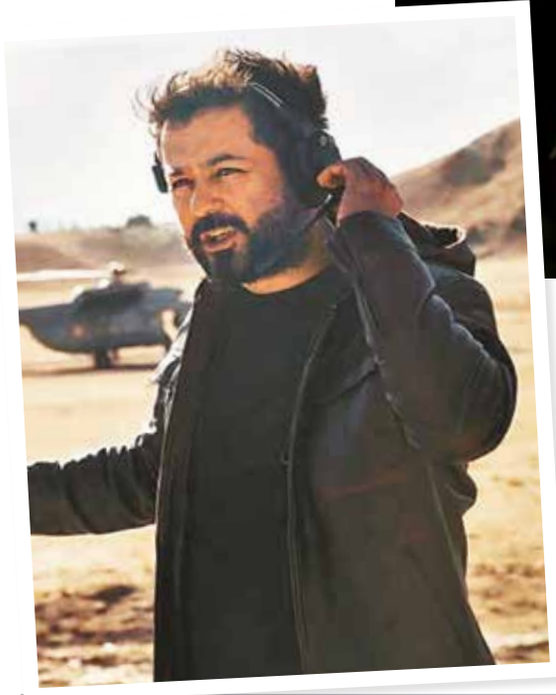

বৃহস্পতিবার মুক্তি পেল ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ। শুরুতেই জবরদস্ত ওপেনিং এবং দর্শকরা মোহিত পরিচালনায় আদিত্য ধরের মাস্টারিতে। এত ডিটেলিং, কি গল্পে, চিত্রনাট্যে, চরিত্র চিত্রণে, গল্পের গতিতে—কোথাও বেশি নয়,কোথাও কম নয়। মেইনস্ট্রিম ছবিতে এরকমটি দেখা যায় না খুব একটা। তাঁর মাস্টারি আরও একজায়গায় দেখা গিয়ছে। ধুরন্ধরের এই দু নম্বর ভাগে বড়া সাহেব কে হবেন,তা নিয়ে বেশ জল্পনা ছিল। কখনও এমরান হাশমি কখনও সলমন খান—অনেকেই জল্পনায় জায়গা পান। আদিত্য কোনও কথা অবশ্য বলেননি। ছবি মুক্তির পর দেখা গেল কে বড়া সাহেব। কোনও বলিউডি তারকা নন, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার বিশিষ্ট অভিনেতা দানিশ ইকবাল হয়েছেন বড়া সাহেব। নাটক করেন, সিনেমাতেও অভিনয় করেন। মহারানি ২, আরণ্যক, সাম্প্রতিক সংকল্পে তাঁকে দেখা গিয়েছে। তাঁর চরিত্র নিয়ে নেটমহলের জল্পনা ইনি দাউদ ইব্রাহিম। এখানেও নির্মাতারা চুপ। তিনিই পুরো সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাস্টারমাইন্ড এবং হামজা বা রণবীরের চরিত্রটির সুতো তার হাতেই। গল্পের মোড় ঘোরানোর কাজে তাঁর বড় দায়িত্ব। তাঁকে ধ্বংস করাই এবারের ধুরন্ধরে হামজার কাজ, এখানেই তার ধুরন্ধর হয়ে ওঠা। ছবিতে রণবীর সিং সব লাইমলাইটই নিচ্ছেন, সঙ্গে সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুনও কম যান না। না বললেই নয় রাকেশ বেদির কথা।

আদিত্যর মাস্টার প্ল্যানে মাত বলিউড

আলাদা করে আর কোনও পারিশ্রমিক নেননি। একই চুক্তিতে একই পারিশ্রমিকে গোটা ‘ধুরন্ধর’ ছবির কাজ শেষ করেছেন আদিত্য ধর। একেবারে মাস্টারপ্ল্যান আর কাকে বলে। এর জন্য অবশ্য প্রধান চরিত্রদের একটু বেশিই পারিশ্রমিক দিতে হয়েছে। কিন্তু হলই-বা। প্রথম পর্ব এভাবে মারকাটারি জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় পর্বের জন্যে তাঁরা কত পারিশ্রমিক হেঁকে বসতেন, তা কেউ জানে না। তাই রণবীর সিং ৫০ কোটি টাকা নিয়ে গোটা ছবিটা শেষ করেছেন। মাধবন ৯ কোটি আর সঞ্জয় দত্ত ১০ কোটি টাকার মধ্যে কাজ শেষ করেছেন।

অবশ্য রহমান ডাকাইত অক্ষয় খান্না প্রথম অংশেই ফুরিয়ে যেতেন। কিন্তু চরিত্রটা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে গেছে বলে এই দ্বিতীয় পর্বেও ক্যামিওতে আছেন। তিনি চুক্তির একটু বেশি ২.৫ কোটি টাকা পেয়েছেন। আর সারা অর্জুন এবং অর্জুন রামপাল প্রত্যেকেই ১ কোটি টাকার মধ্যে কাজ সেরেছেন।

যদিও ‘ধুরন্ধর ২’তে ইয়ালিনি, মানে সারা অর্জুনের চরিত্রের ব্যাপ্তি অনেক বেশি, কিন্তু ওই একইসঙ্গে কাজ শেষ হয়েছে বলে কেউ আর এর বেশি একটা টাকাও দাবি করতে পারবেন না।

এই মাসেই ডিজিটালে দেব

দেব আসছেন ডিজিটালে। না না। ডিজিটাল ওয়েব সিরিজে আসছেন না তিনি। তাঁর ছবি আসছে। প্রজাপতি ২। ছবিটি মুক্তির তিন মাসের মধ্যেই ওয়েব দুনিয়ায় এসে যাচ্ছে।

‘প্রজাপতি ২’ সিনেমার ডিজিটাল মুক্তির তারিখ ইতিমধ্যে শেয়ার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবির সব থেকে খুদে সদস্য অনুমেঘা সিনেমার পোস্টার শেয়ার করেছে, যার ক্যাপশনে লেখা, ‘আমরা আবার ফিরছি আমাদের ভালোবাসার গল্প নিয়ে ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল প্রিমিয়ারে শুধুমাত্র জি ফাইভে, ২৭ মার্চ।’

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর একইসঙ্গে মুক্তি পেয়েছিল আরও দুটি ছবি। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ এবং কোয়েল মল্লিকের ‘মিতিন মাসি একটি খুনির সন্ধানে’। তিনটি বিগ বাজেটের সিনেমা একসঙ্গে মুক্তি পেলেও দেবের ছবিটি সবথেকে বেশি সাফল্য পেয়েছিল।

প্রসঙ্গত, এই সিনেমায় একদিকে যেমন ছিল বাবা ছেলের মধ্যে তৈরি হওয়া আবেগ, তেমন অন্যদিকে ছিল দূরত্ব এবং ভুল বোঝাবুঝির গল্প। ‘প্রজাপতি’ সিনেমার মতো এই সিনেমাতেও ছেলের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন মিঠুন। কিন্তু ‘প্রজাপতি’ ছবির গল্প যেমন পুরোপুরি কমেডির মোড়কে তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে এই সিনেমাতে ছিল আবেগ, দুঃখ এবং বাস্তবতার মিশ্রণ।

একনজরে সেরা

প্রয়াত ডোরেমন জনক

প্রয়াত সুতোমু শিবামায়া। জাপানি অ্যানিমেশন ছবির জগতের বিশিষ্ট এই পরিচালক সৃষ্টি করেন বিখ্যাত অ্যানিমেশন ছবি ডোরেমন। দীর্ঘদিন তিনি ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। নবিতা, শিজুকাদের মতো চরিত্র তাঁর জন্যই দর্শকের মনে জায়গা পেয়েছে। জাপান জুড়ে এখন শোকের ছায়া।

নতুন গান

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ-এর মার্চ মাসের মহাপর্বে অতিথি শিলাজিৎ। এখানে তাঁর নতুন গান চানাচুর-এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। গানটি লোকশিল্পী রতন কাহারের লেখা, তিনি ঝুমুর ও ভাদু গানের জন্য বিখ্যাত। এই সন্ধেয় শিলাজিৎ অন্য গানও গাইবেন। জানা যাবে, তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা।

মৈনাকের সিরিজ

বাংলার প্রথম হাইব্রিড প্ল্যাটফর্ম সব সময়-এ আসছে মৈনাক ভৌমিকের সিরিজ ‘বিদায়’। এক ওয়েডিং ফোটোগ্রাফারের গল্প এটি। একদিন প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে তার দেখা হয়, কিন্তু মেলামেশার পরে বোঝে এই সম্পর্ক ভালো জায়গায় থাকছে না। অভিনয়ে শাওন চক্রবর্তী, অনুষা বিশ্বনাথন। আছেন এনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়। এনাক্ষী ধুরন্ধরের প্রথম ভাগে ছিলেন।

অচেনা অরিজিৎ

বড় চুল দাড়ি, একটা সাধারণ টি শার্ট, সাদা প্যান্ট পরে জিয়াগঞ্জ স্টেশন ধরে হাঁটছেন অরিজিৎ সিং—এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভক্তরা একইসঙ্গে অভিভূত, দুঃখিত। সবারই বক্তব্য, অরিজিৎই এমন করতে পারে। কিছুদিন আগেই তিনি জানিয়েছেন প্লেব্যাক করবেন না। তবে লাইভ শো করবেন। সেটাই ভক্তদের কাছে স্বস্তি।

মামলা শুরু

প্রয়াত জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনার ফাস্ট ট্র্যাক সেশন কোর্টে ডে-টু-ডে ট্রায়াল হবে। এর জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্ট বাকসা জেলার ডিস্ট্রিক্ট জাজ শর্মিলা ভুইয়াকে নিয়োগ করেছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক বলেছেন। প্রসঙ্গত ২০২৫-এ সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় মৃত্যু হয় শিল্পীর, বয়স হয়েছিল ৫২।

সত্যি ঘটনা সামনে নিয়ে আসছেন জিৎ

তিনি আসলে কে? বিপ্লবী, না ডাকাত? ১৯৬০-এর দশকের প্রেক্ষাপটে যে ছবি আসছে, সেই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন জিৎ। কিন্তু এই প্রথম তাঁর ভূমিকা চেনা ছকের বাইরে। তিনি ভালো, না খারাপ, তা কেউ জানে না। ছবির নামেও রয়েছে রহস্য-‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’।

ছবি আসছে ২৭ মে। জিৎ বলছেন, সত্যি ঘটনার ওপর আধারিত এই ছবি। নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর শাসকের অত্যাচার আর নির্যাতন শুরু হলে সাধারণ মানুষের যখন রক্ত ধরে, সেই রক্তের বদলা নিতে সামনে আসেন অনন্ত সিংহ। সেই অনন্ত সিংহের চরিত্রেই অভিনয় করছেন সুপারস্টার। ছবিতে তাঁর অসংখ্য লুক। অজস্র অ্যাকশন। ছবির টিজারেই পরিষ্কার যে, এই ছবি আদতে কতটা অ্যাকশনের ছবি হতে যাচ্ছে।

‘শাসকের হাতে যখন লেগে থাকে নিরীহ মানুষের রক্ত, বিপ্লবী তখন নিজেই হয়ে ওঠে বিপ্লব’, এই ট্যাগলাইন নিয়েই আসছেন অনন্ত সিংহ। ছবিতে এই প্রথম জিতের শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করছেন টোটা রায়চৌধুরি।

টাকা ফেরত দেবেন রাজপাল, সমঝোতা নয়

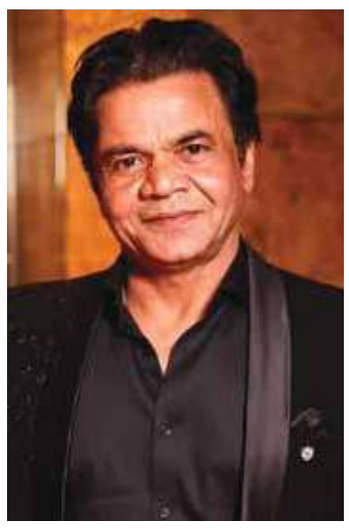

নয় কোটি টাকার ঋণখেলাপির মামলা চলছে। আপাতত জামিনে আছেন তবু হার মানছেন না অভিনেতা রাজপাল যাদব। স্পষ্ট জানিয়েছেন লড়াই চালাবেন। ১ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর জামিনের মেয়াদ আছে। বুধবার এই মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, অভিনেতাকে আদালত আবার জেলে পাঠানোর পরিস্থিতি দেখছে না। উনি এখানেই আছেন, পালিয়ে যাচ্ছেন না। ১ এপ্রিল আবার শুনানি হবে। রাজপাল বলেছেন, দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর আমার ভরসা আছে। সত্যিটা সর্বসমক্ষে নিয়ে আসার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। বিচারকও বলছেন, অভিনেতা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণ টাকা শোধ করেছেন, আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিতাও করছেন। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে অতা পতা লাপতা ছবির জন্য তিনি মুরলী প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নেন, ছবি ফ্লপ করে। ঋণের পরিমাণও বাড়তে থাকে। আইনি সমস্যা বাড়তে থাকে। শেষে গত ফেব্রুয়ারিতে রাজপাল আত্মসমর্পণ করেন।

মাতৃভূমির গান চাঁদ দেখ লেনা

সলমন খানের আগামী ছবি মাতৃভূমির গান ‘চাঁদ দেখ লেনা’ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিতে সলমনের সঙ্গী চিত্রাঙ্গদা সিং, গানেও তাই। গানের সুরে হিমেশ রেশমিয়া। এই গান পুরোনো দিনের প্রেমের স্বাদ আনে। সামনে ইদ, মিয়াঁর ছবি প্রত্যেক বছর এ সময় আসে, এ বছর ব্যতিক্রম। তবে তাঁর গান এল, পাঠানি পোশাকে সলমন সেই ইদের স্মৃতিই আবার উসকে দিলেন। ইদে চাঁদ দেখা উৎসবের অঙ্গ, গানের কথাতেও চাঁদ দেখার বিষয়টি আছে—ফলে ইদের উদযাপন এভাবেই হয়েছে। দুজনের কেমিস্ট্রি দর্শকের পছন্দ হয়েছে, গানটিও তাদের ভালো লেগেছে। ২০২০-এ গালওয়ানে চিন ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে হাতাহাতি নিয়েই এই ছবি এবং এই অ্যাকশনের ছবিতে প্রেমের গানে সলমন-চিত্রাঙ্গদা বাস্তবিকই মরুদ্যানের ছোঁয়া এনেছেন।

ভোল পালটাচ্ছে সরকে চুনর

কেডি দ্য ডেভিল ছবির গান সরকে চুনর নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক। গানের কথা এবং গানের দৃশ্যায়ন সবই কদর্য, কুরুচিপূর্ণ। মহিলা কমিশন, সংসদ, সব জায়গায় গানের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গানকে নিষিদ্ধ করেছেন। মানবাধিকার কমিশন গীতিকার রাকিব আলম, পরিচালক ভেঙ্কট কে নারায়ণ, পরিচালক কিরণ কুমারকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছে। এবার গানের দৃশ্যে থাকা নোরা ফতেহি, সঞ্জয় দত্তকে সমন পাঠিয়েছে মহিলা কমিশন। হাজিরা না দিলে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাঁদের বিরুদ্ধে। তাদের বক্তব্য গান ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, তথ্য প্রযুক্তি আইন ২০০০ ও পকসো আইন লংঘন করেছে।

জানা গিয়েছে, গানটি একেবারে ভোল বদল করে আনা হবে ছবিতে। গায়িকা মাঙ্গলি কন্নড় এবং হিন্দি ভার্সন দুটিই গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের ভাবাবেগকে সম্মান জানিয়ে সব জায়গা থেকে এই গান সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গানটি গাওয়ার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আর এরকম পরিস্থিতি আসবে না, কথা দিচ্ছি। এই গানে নেচেছেন নোরা ফতেহি, দৃশ্যে আছেন সঞ্জয় দত্তও। নোরা সাংবাদিকদের সামনে এসে কেঁদে ফেলেন। বলেন, কন্নড় ভাষায় গানের অর্থ জানতে চেয়েছিলাম, যা শুনলাম তখন খারাপ কিছু মনে হয়নি। হিন্দিতে যেভাবে লেখা হয়েছে তা খুবই নোংরা। এটা এমন হবে আমার কোনও ধারণা ছিল না। সঞ্জয় দত্ত কোনও মন্তব্য এখনও করেননি।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

শিলিগুড়ির পর্যটনে অবহেলার অবসান হোক

খোলা জানালা

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক মানচিত্রে শিলিগুড়ি এক অপরিহার্য জনপদ। শিলিগুড়িকে বাদ দিয়ে এই অঞ্চলকে ঘিরে কোনও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কল্পনা করাই যায় না, লিখেছেন নামকৃষ্ণ দাস।

দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্সের জঙ্গল কিংবা প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটান— গন্তব্য যাই হোক না কেন, পর্যটকদের এই শহরের মাটি স্পর্শ করে তবেই সে পথে পা বাড়াতে হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক বাগডোগরা বিমানবন্দর, এনজেপি স্টেশন এবং তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস হয়ে স্বপ্নের গন্তব্যে রওনা দেন। অথচ, কয়েক দশক ধরে শিলিগুড়ি নিজের অজান্তেই শুধুমাত্র 'করিডর' বা 'ট্রানজিট পয়েন্ট' হয়েই থেকে গিয়েছে— যেখানে পর্যটকরা কেবল গাড়ি বদলান, একটু শ্বাস নেন, তারপর হারিয়ে যান পাহাড়, জঙ্গল বা সীমান্ত পারের উদ্দেশে।

এই পরিচিত চিত্রনাট্যটি যদি একটু বদলে দেওয়া যায়? কল্পনা করুন, প্রতিদিন যে বিপুল জনস্রোত এই শহর ছুঁয়ে চলে যায়, তাদের অন্তত দু'দিন যদি শিলিগুড়ি শহরে আটকে রাখা যায় তবে কী অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে! এটি কেবল অলীক কল্পনা নয়; বরং অর্থনীতিকে আমূল বদলে দেওয়ার এক সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নীল নকশা।

এই অতিরিক্ত দুইদিন মানে শহরের হোটেলশিল্পে জোয়ার, বড় রেস্তোরাঁ থেকে পথের ধারের ছোট খাবারের দোকান পর্যন্ত সবার বিক্রি বৃদ্ধি, আর লাক্সারি গাড়ি থেকে টোটোচালক পর্যন্ত সকল পরিবহণকর্মীর আয় নিশ্চিত হওয়া। একটি সুপরিকল্পিত পর্যটন-মডিউল মাত্র দুই-তিন বছরের মধ্যে শিলিগুড়িকে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটন হাবে পরিণত করতে পারে এবং হাজারো বেকারের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দিতে সক্ষম।

শিলিগুড়ি ও তার আশপাশ অঞ্চলে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রকৃতির এক অনন্য ক্যানভাস রয়েছে। পর্যটকদের মুগ্ধ করার মতো সমস্ত উপকরণ এখানে থাকা সত্ত্বেও, পরিকল্পিত প্রচার ও উপস্থাপনার অভাবে তা অনেকাংশেই অদৃশ্য রয়ে গিয়েছে।

এক আদর্শ ভ্রমণ শুরু হতে পারে সকালের কোমল আলোয় বেঙ্গল সাফারি পার্কে জঙ্গল সাফারির মধ্য দিয়ে, যেখানে বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ পর্যটকদের রোমাঞ্চিত করবে।

সেখান থেকে আধ্যাত্মিক প্রশান্তির খোঁজে পর্যটকরা পা রাখতে পারেন ইসকন মন্দির, খাটু শ্যাম মন্দির, সেবকেশ্বরী কালীবাড়ি, শালুগাড়া মনাস্ট্রি, ভ্রামরী দেবী মন্দির, দেবী চৌধুরানি মন্দির, জল্পেশ মন্দির, দাগাপুরের লোকনাথ মন্দির এবং নির্মীয়মাণ মহাকাল মন্দির। সবমিলিয়ে ভক্ত ও পর্যটক উভয়েরই আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে এই অঞ্চল।

শহরের বুকেই রয়েছে সূর্য সেন পার্ক, ড্রিমল্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং হস্তশিল্প-নির্ভর বিশ্ব বাংলা শিল্পীহাট, হংকং মার্কেট- যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও কারুশিল্পকে তুলে ধরার এক চমৎকার ভেনু। যাঁরা কোলাহল এড়িয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটাতে চান, তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে সুকনার নীরব সবুজ, রংটংয়ের পাহাড়ি বাঁক, দুধিয়া ও রোহিণীর মায়াবী আবহাওয়া, আর গজলডোবার 'ভোরের আলো'-র স্বর্গীয় প্রভাত। এইসব স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কোনও সংবেদনশীল ভ্রমণপিপাসুকে মুগ্ধ করবে; ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং প্রকৃতির এই যুগলবন্দিই শিলিগুড়িকে একটি অবশ্যগন্তব্য পর্যটন শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এত বিশাল সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মিলিত উদ্যোগ, প্রশাসনিক সদিচ্ছা এবং বিভিন্ন দপ্তরের একযোগে কাজ। একক প্রচেষ্টায় এই কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পর্যটন দপ্তর, শিলিগুড়ি পুরনিগম, এসজেডিএ এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটকে এক টেবিলে বসে দীর্ঘমেয়াদি ও ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য রূপরেখা তৈরি করতে হবে। এর সঙ্গে রেল, এয়ারপোর্ট অথরিটির সমন্বয় জরুরি।

পর্যটন বিকাশের প্রথম শর্ত নিরাপত্তা এবং আস্থাবোধ। পর্যটকের সুবিধা ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে একটি 'সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম' চালু করা আজ সময়ের দাবি, যেখানে গাড়ি বুকিং, তথ্য, অভিযোগ ও জরুরি সাহায্য সবই এক প্ল্যাটফর্মে থাকবে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে তৈরি করা যেতে পারে একটি অনলাইন বুকিং সিস্টেম, যেখানে চালক, গাড়ির মালিক এবং যাত্রীর নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর সুরক্ষিতভাবে নথিভুক্ত থাকবে। শিলিগুড়ি যেহেতু ভারতের 'চিকেন নেক করিডর'-এ অবস্থিত, এই ডেটাবেস শুধু পর্যটকের সুবিধাই দেবে না, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

একইসঙ্গে, শহরের প্রতিটি প্রবেশ ও প্রস্থানের স্থানে ফ্রি টোল প্লাজার আদলে আধুনিক গাড়ি মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে সিসিটিভি ক্যামেরায় গাড়ির নম্বর প্লেটের পাশাপাশি যাত্রীদের পরিচয়ও নথিভুক্ত হবে।

পর্যটনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে পরিষেবা ও আতিথেয়তার মান। বাগডোগরা বিমানবন্দর, এনজেপি স্টেশন কিংবা বাস টার্মিনালে নেমে অনেক পর্যটককেই পরবর্তী গন্তব্যের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এইসব

আমাদের চোখের সামনে দিঘা আজ পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে এক বিশাল জায়গা দখল করেছে; পরিকল্পিত প্রচার ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটিয়ে সমগ্র এলাকার অর্থনীতিকে পালটে দিয়েছে। শিলিগুড়ির সম্ভাবনাও কোনও অংশে কম নয়।

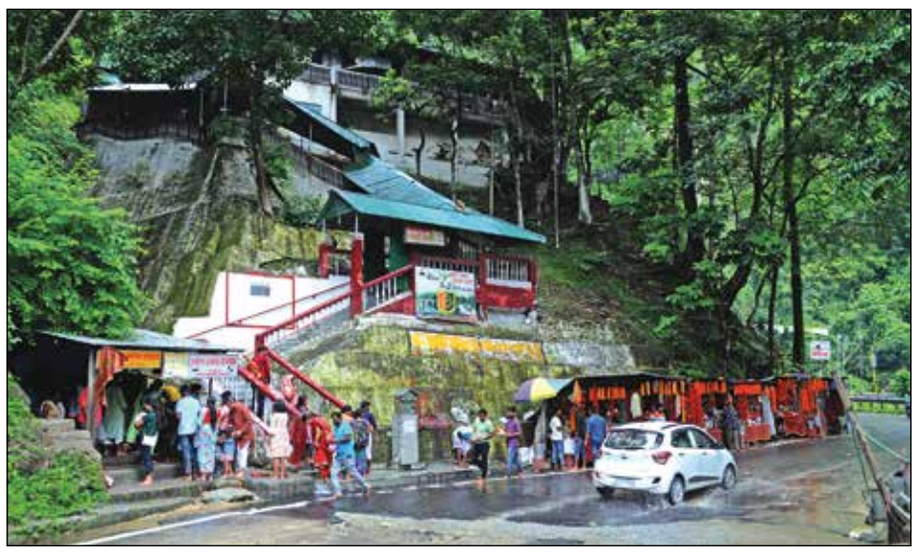

শিলিগুড়ির অদূরেই পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সেবকেশ্বরী কালী মন্দির।

জায়গায় পরিচ্ছন্ন আধুনিক ওয়েটিং লাউঞ্জ, নিরাপদ লাগেজ রাখার ব্যবস্থা, টয়লেট ও স্নানঘর, ফুড কোর্ট এবং পরিবার-বান্ধব বসার জায়গা গড়ে তোলা জরুরি। দালালচক্রের দৌরাত্ম্য কমাতে ও ভাড়া নিয়ে অসংগতি বন্ধ করতে একাধিক সরকারি গাড়ি বুকিং কাউন্টার ও নির্দিষ্ট রেট কার্ড প্রবর্তন করা উচিত, যাতে পর্যটকরা ভরসা নিয়ে পরিষেবা নিতে পারেন। যাত্রীরা গাড়িতে ওঠা-নামার সময় যদি নির্দিষ্ট পয়েন্টে সিসিটিভি ফুটেজে তাঁদের স্পষ্টভাবে ধারণ করা যায়, তবে তা সুরক্ষা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বাড়তি আশ্বাস দেবে।

পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাদার গাইড ও ফোটোগ্রাফার হিসেবে নিয়োগ করলে একদিকে তাঁদের কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে পর্যটকরাও পেয়ে যাবেন অভিজ্ঞ গাইড ও স্মৃতিবিন্দি করার দক্ষ সহযাত্রী।

রাস্তার ধারের খাবারের দোকানগুলিতে স্বাস্থ্যকর ও মানসম্মত খাবার পরিবেশনের জন্য বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে। এতে শিলিগুড়ির আতিথেয়তা সম্পর্কে পর্যটকদের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে, যা পুনরায় এই শহরে ফেরার আগ্রহ বাড়াবে।

তবে যতই নিখুঁত হোক পরিকল্পনা, যথাযথ প্রচার ছাড়া সব উদ্যোগই অপূর্ণ থেকে যায়। আমাদের চোখের সামনে দিঘা আজ পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে এক বিশাল জায়গা দখল করেছে; পরিকল্পিত প্রচার ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটিয়ে সমগ্র এলাকার অর্থনীতিকে পালটে দিয়েছে।

শিলিগুড়ির সম্ভাবনাও কোনও অংশে কম নয় বরং পাহাড়, নদী, বন, চা বাগান ও সীমান্তবর্তী আন্তর্জাতিক গেটওয়ের অনন্য সমন্বয়ে তা আরও বৈচিত্র্যময়। প্রচারের কৌশল হতে পারে বহুস্তরীয়।

শহরের প্রতিটি হোটেলের লবিতে আকর্ষণীয় ছবি ও মানচিত্র সহ একটি বড় ডিসপ্লে বোর্ডে শিলিগুড়ি ও আশপাশের সব দর্শনীয় স্থানের তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে। পর্যটন খাতে ব্যবহৃত প্রতিটি গাড়িতে লাগানো যেতে পারে ব্র্যান্ডেড স্টিকার, যাতে শিলিগুড়ির ট্যাগলাইন ও দর্শনীয় স্থানের উল্লেখ থাকবে। এনজেপি স্টেশন, বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং শহরের প্রধান বাস টার্মিনালে বড় আকারের হোর্ডিং, ডিজিটাল ডিসপ্লে ও ইনফরমেশন কিয়স্ক তৈরি করে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। পাশাপাশি, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেন এবং ভ্রমণ ব্লগের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রচারও সমান জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যদি ব্যস্ত কর্মসূচির মাঝেও সময় বের করে শিলিগুড়ির এইসব স্পট পরিদর্শন করেন এবং সেই দৃশ্য যদি সঠিকভাবে প্রচারমাধ্যমে তুলে ধরা হয়, তবে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও শিলিগুড়ি বিশেষ পরিচিতিলাভ করবে। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই সব স্থানকে একত্রিত করে 'শিলিগুড়ি ট্যুরিজম সার্কিট' নামে একটি আকর্ষণীয় প্যাকেজ হিসেবেও বাজারে তুলে ধরতে পারে। শিলিগুড়িকে অবহেলার চোখে দেখার দিন শেষ হওয়া উচিত।

পুরনিগমের সামনে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভ

বকেয়া দাবি আশাকর্মীদের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ঘরে অসুস্থ মেয়ে। টাকার অভাবে চিকিৎসা এক প্রকার থমকে গিয়েছে। এদিকে, পড়াশোনাও লাটে ওঠার জোগাড়। যদিও সেসব উপেক্ষা করেই আশাকর্মী পায়েল সিনহা তাঁর কর্তব্যে অবিচল। দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রতিদিনই এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ছুটে চলেছেন। তবে মাসের পর মাস কাজ করেও প্রাপ্য সাম্মানিক হাতে পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তিনি বলছেন, 'জানুয়ারি মাস থেকে এক টাকাও হাতে পাইনি। অথচ আমাদের নিয়মিত কাজ করতে হচ্ছে। টাকার অভাবে মেয়ের চিকিৎসা করাতে পারছি না।' একনাগাড়ে নিজের অসহায়তার কথা বলতে গিয়ে পায়েলের চোখের কোণে জল জমতে শুরু করেছিল। বৃহস্পতিবার বকেয়া আদায়ের দাবিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভে শামিল অন্য আশাকর্মীদের মধ্যে পায়েলও ছিলেন। তবে, দুই মাস ধরে সাম্মানিক না পাওয়ায় শুধু পায়েল একা নন, শিলিগুড়ির প্রায় দুশো আশাকর্মী নানা সমস্যার মুখে পড়েছেন।

বকেয়া আদায়ের দাবিতে এদিন দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ পুর স্বাস্থ্যকর্মী (কনট্রাকচুয়াল) ইউনিয়নের অধীন শিলিগুড়ি পুরনিগমের আরবান ইউনিটের আশাকর্মীরা বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হন। সেখান থেকে মিছিল করে তাঁরা শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনে পৌঁছান। সদর গেট বন্ধ থাকায় সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তবে ভিতরে ঢুকতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। সেসময় তাঁরা সদর গেটের সামনেই বসে পড়েন। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনার পর এদিন বিকাল প্রায় ৪টে নাগাদ তাঁরা বিক্ষোভ তুলে নেন। যদিও আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবারের মধ্যে বকেয়া না পেলে পুনরায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলার যুগ্ম সম্পাদক শান্তা গোস্বামী বলছেন, 'দুই মাস ধরে আমাদের বেতন অমিল। বকেয়ার দাবিতে আমরা একাধিকবার পুরনিগমের দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু সুরাহা হয়নি। শুধুই আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছি।' এ বিষয়ে দুলাল দত্ত বলছেন, 'কাজ বাদ দিয়ে এভাবে বিক্ষোভে শামিল হওয়া অনুচিত। দাবি আদায়ের আরও অনেক পন্থা রয়েছে। তাঁদের কর্মবিরতির জেরেই এই সমস্যা হয়েছে। দিনদুয়েকের মধ্যেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

ধীরে বাইক চালাতে বলায় মারধর

ইসলামপুর, ১৯ মার্চ : ধীরে বাইক চালাতে বলায় হোটেল মালিককে বেধড়ক মারধর করে রক্তাক্ত করার অভিযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ইসলামপুরে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই হোটেল মালিককে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আহত হোটেল মালিকের নাম বিপ্লব দাস। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুরের মিলনপল্লি এলাকায় বিপ্লবের হোটেলের সামনে।

বিপ্লব জানান, রাস্তা পারাপার করার সময় হঠাৎ দ্রুতগতিতে একটি বাইক তাঁর সামনে দিয়ে চলে যায়। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান তিনি। এরপর বিপ্লব বাইক আরোহীদের উদ্দেশে একটু আস্তে গাড়ি চালাতে বলেন। অভিযোগ, এরপরই ওই বাইক আরোহীরা ঘুরে এসে বিপ্লবকে মারধর করতে শুরু করে। সেই সময় একটি টোটো থেকে চারজন নেমে এসে তারাও মারধরে যোগ দেয় বলে অভিযোগ। এমনকি টোটো থেকে রড বের করে বিপ্লবের মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুরোনো কোনও শত্রুতার জেরে এই ঘটনা কি না তা নিয়েও এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে।

স্কুল সংস্কার

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করা হল। বিদ্যালয় সংস্কারের পাশাপাশি বিদ্যালয় রং করার পাশাপাশি পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নতুন শৌচাগার তৈরি করা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দিলীপকুমার রায়, ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন, দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক ও হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

ইদ উপলক্ষ্যে কাচের চুড়ি পরা। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

ইসলামপুরে ইদের বাজার জমজমাট

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ মার্চ : জমে উঠেছে ইসলামপুরের ইদের বাজার। বৃহস্পতিবার ইদের আগের শেষ হাটবার ছিল। এদিন শহরের বিভিন্ন দোকানে আট থেকে আশির ভিড় উপচে পড়ে। শহরের বিভিন্ন দোকানে ব্যবসায়ীরা এদিন ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে হিমসিম খেলেও, বিকিকিনি ভালো হওয়ায় তাঁদের মুখে স্বস্তির হাসি লক্ষ করা গিয়েছে। চোখে পড়ার মতো ভিড় দেখা গিয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং মলে। মলগুলোতে এদিন কার্যত পা ফেলার জায়গা ছিল না। পার্কিংয়ের জায়গা পেতেও ক্রেতাদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে।

ইসলামপুর বাজারের স্টেশনারি দোকানের মালিক হমরাজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভিড়ে ঠাসা দোকানে হমরাজ ক্রেতাদের দুল এবং চুড়ি দেখাতে ব্যস্ত ছিলেন। বাজার কেমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'অন্যান্যবারের তুলনায় এবার বাজার বেশ ভালো। ব্যবসা বেশ ভালো হচ্ছে।' এর মধ্যেই দোকানে এসে হাজির বছর দশেকের রৌশনারা। একা একা দোকানে এসে এই খুদে আবদার করে, 'নতুন ট্রেন্ডের চুড়ি চাই।' হমরাজ হাসিমুখে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে রৌশনারাকে একের পর এক নতুন ডিজাইনের চুড়ি বের করে দেখালেন। পছন্দসই চুড়ি আর মেহেন্দির প্যাক নিয়ে, 'টাকা আব্বা দেবে' বলে খুদে রৌশনারা নাচতে নাচতে দোকান থেকে বাড়ির পথে রওনা দেয়।

উকিলপাড়া রোডে বিভিন্ন ধরনের সেউ-এর পসরা সাজিয়ে দোকান দিয়েছেন সামসুল। ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে তাঁকেও রীতিমতো হিমসিম খেতে হল। ভিড় সামাল দিতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে উকিলপাড়া রোডে গার্ডরেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামসুল বলেন, 'এবার বাজার বেশ ভালো। ব্যবসা ভালো হচ্ছে তাই মনও ফুরফুরে। ব্যবসার টাকা দিয়েই তো আমিও পরিবারের সঙ্গে ইদ পালন করব।'

ইদের সময় ইসলামপুরের আকাশে-বাতাস মেতে ওঠে সম্প্রতির সুরে। ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই অফিস সংলগ্ন নিউটাউনপাড়ায় সুজন ভৌমিকের সেউ এবং রকমারি খাদ্যদ্রব্যের দোকান। সুজন বলেন, 'এটাই ইসলামপুরের ঐতিহ্য। ইদ উপলক্ষ্যে ব্যবসা যেমন ভালো চলছে। তেমনি প্রচুর নিমন্ত্রণও পেয়েছি।'

ইসলামপুর মহকুমার সদর শহর ইসলামপুর। একসময় মহকুমার অন্যান্য ব্লক এবং বিহার থেকেও প্রচুর মানুষ ইদের বাজার করতে ইসলামপুরে আসতেন। বর্তমানে প্রায় সমস্ত এলাকাতেই অনেক দোকান হয়ে যাওয়ায় বাইরে থেকে আসা ক্রেতার সংখ্যা কমেছে। তবে তার জন্য ব্যবসা মার খায়নি।

জুতোর দোকানের মালিক আবদুল রউফ বলেন, 'সকলেই যে দামি জিনিস কিনছেন এমন নয়। তবে ইদের আগে অনেক ক্রেতা বাজারমুখী হওয়ায় এবার ব্যবসা বেশ ভালো হয়েছে।'

একই সুরে বস্ত্র ব্যবসায়ী অমিত সাহা বলেন, 'সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ব্যবসা বেশ ভালোই হয়েছে।' শপিং মলগুলোতেও বেশ ভালো বিকিকিনি হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি শপিং মলের কর্মী বলেন, 'ভিড় সামলাতে গিয়ে সারাদিন খাবার সময়টুকুও পায়নি।'

ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের হাসির কলরোলে মুখরিত হল ইসলামপুরের ইদের বাজার।

নতুনদের ভাবনায় কর্মসংস্থান ও স্বচ্ছতা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : সামনেই বিধানসভা ভোট। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটে অনেকেই জীবনে প্রথমবার ভোট দেবেন। কীজন্য কাকে ভোট দেবেন তা অবশ্য ওঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন। চাকরির সুবন্দোবস্ত, ত্রুটিমুক্ত প্রশাসনের দিকেই ওঁদের নজর।

হাকিমপাড়ার জয়দীপ সামন্তের চাই চাকরির সুবন্দোবস্ত। তার মতে রাজ্যে সরকারি চাকরির অবস্থা খুবই বেহাল। তরুণের কথায়, 'যদি চাকরিই না মেলে তবে এত পড়াশোনার কোনও দামই থাকবে না। যারা এই সমস্যা মেটাতে পারবে তাদের পাশে থাকতে চাই।' ডাবগ্রাম-২'এর ক্ষুদিরামপল্লির গীতা রায় বললেন, 'ভাতা নয়, আমাদের চাকরি চাই। রাজ্যের চাকরির পরিস্থিতি যাতে ভালো হয় সেটা অবশ্যই দাবি থাকবে।' সুকান্তনগরের রিমি শীল আবার স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'শুধু প্রার্থী নয়, দলের অ্যাজেন্ডাও অবশ্যই দেখতে হবে। তাই অনেক ভাবনাচিন্তা করে ভোট দেব।'

শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দেশবন্ধুপাড়ার অয়ন ভট্টাচার্যের নজর। অয়ন বলছিলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থার মান পড়ছে। এর থেকে খারাপ কিছুই হতে পারে না। সুস্থ সমাজ গড়তে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। যারা এই জায়গাটি ঠিক করতে পারবে আমরা তাদেরই পাশে থাকব।' রাজ্যের পাশাপাশি শহরের সমস্যার দিকেও নতুন ভোটারদের নজর রয়েছে। মিলনপল্লির গীতা দে বলছিলেন, 'শহরের রাস্তাঘাট, পার্কিং, যানজটের সমস্যাগুলি আমাদের ভাবায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে পড়তে হয়, কোথায় গাড়ি পার্কিং করা যাবে সেই জায়গাটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না। আশা করব, আমাদের ভোট সেই সমস্যা মেটাবে।' তাঁদের এক-একটি ভোট এই সমস্যাগুলি মেটাবে বলে জয়দীপ, গীতারা মনে করছেন।

জলস্তর নিয়ে সরব সমাজসেবী সংগঠন

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : শহরের একাধিক সমস্যা নিয়ে সরব হল সমাজসেবী সংগঠন 'এই প্রজন্ম'। সংগঠনটির বক্তব্য, শহরে জলস্তর নেমে যাচ্ছে। কিন্তু গাড়ি ধোয়া, রাস্তায় জল ঢালা সহ আরও নানা কাজে গ্যালন গ্যালন জল নষ্ট হচ্ছে। রাস্তাজুড়ে টোটোর অবৈধ পার্কিং, নম্বরবিহীন টোটোর সর্বত্র চলাচল, রাতের পর হেডলাইট না জ্বালিয়ে টোটো চালানোয় দুর্ঘটনার অভিযোগও তোলা হয় শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে। সংগঠনের সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের পাশে অ্যাম্বুল্যান্স, শববাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে যানজট তৈরি করছে। শহরজুড়ে নেশাসক্তদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। যা একটা খারাপ বার্তা দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের। এসব নিয়ে শহরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিষয়েও পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমরা।' সমস্যাগুলি নিয়ে পুরনিগম ও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই প্রজন্ম।

আর্ট ফেয়ার

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : 'আর্ট অন হুইলস' নামে এক সাইকেল স্টান্ট শোয়ের মধ্যে দিয়ে শুক্রবার থেকে ভুটিয়া মার্কেটের মাঠে শুরু হতে চলেছে নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের আর্ট ফেয়ার। এবারের থিম 'জলরংয়ে উত্তরবঙ্গ'। মেলা চলবে ২৫ মার্চ পর্যন্ত। আয়োজক সংগঠনের সম্পাদক সুজয় মিত্র বলেন, 'উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা থেকে প্রায় ১৮০ জন শিল্পী মেলায় আসবেন। ছবি কেনার সুযোগ থাকবে।'

ইস্তফা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ভারতীয় জনতা পার্টির বস্তি উন্নয়ন সেলের রাজ্য কমিটির কো-কনভেনার পদ ছাড়লেন মহানন্দ মণ্ডল। বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট পদ এবং বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। বলেন, 'কয়েকদিন আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করতে পারছিলাম না।'

পৃথিবীর পাঠশালা

নরক নামের সুন্দর শহর

নরক বা হেল নামটা শুনলেই মনে ভেসে ওঠে আগুন আর যন্ত্রণার ছবি। কিন্তু নরওয়ের একটি গ্রামের নামই হল হেল। নাম ভয়ংকর হলেও এটি বরফে ঢাকা অসম্ভব সুন্দর একটি জায়গা। শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রিতে নেমে যায় এবং চারপাশ সাদা বরফে ঢেকে যায়। মজার ব্যাপার হল, পর্যটকরা এই গ্রামে আসেন মূলত রেলস্টেশনের সাইনবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য, যেখানে লেখা থাকে 'হেল এক্সপিডিশন'। ইংরেজিতে হেল মানে নরক হলেও, পুরোনো নরওয়েজীয় ভাষায় এই শব্দের অর্থ হল ওভারহ্যাং বা পাহাড়ের কিনারায় থাকা জায়গা। তবে নামের অদ্ভুত মহিমায় এই ছোট্ট গ্রামটি আজ সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে দারুণ জনপ্রিয়।

আড়াইশো বছর বাঁচা মানুষ

মানুষ বড়জোর একশো বছর বাঁচে। কিন্তু চিনের লি চিং-ইয়ুয়েন নামের এক ভেষজ বিশেষজ্ঞের দাবি ছিল, তিনি নাকি দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বেঁচে ছিলেন। ১৯৩০ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসে খবর ছাপা হয় যে, এই ব্যক্তির বয়স আড়াইশো বছরেরও বেশি। তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে নানা অদ্ভুত সব জড়িবুটি সংগ্রহ করতেন এবং তাই খেয়েই নাকি এমন দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনে তিনি নাকি চব্বিশ বার বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর দুইশোর বেশি বংশধর ছিল। বয়সের কোনও সরকারি নথিপত্র না থাকায় তাঁর এই দাবি কতটা সত্যি তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের চরম সন্দেহ আছে, তবে দীর্ঘায়ুর এই লোককথা আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

উড়তে উড়তেই ঘুম

পাখিরা আকাশে ওড়ে আর ডালে বসে ঘুমায়। কিন্তু ফ্রিগেটবার্ড বা সুইফট পাখিরা এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে যা শুনলে অবাক হতে হয়। এরা সমুদ্রের ওপর দিয়ে টানা কয়েক মাস ধরে আকাশে উড়তে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রায় এরা ঘুমায় কখন? বিজ্ঞানীরা এদের শরীরে চিপ লাগিয়ে দেখেন, এরা আকাশে ওড়ার সময় নিজেদের মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ ঘুম পাড়িয়ে রাখে, আর বাকি অর্ধেক দিয়ে ডানা ঝাপটায় এবং দিক ঠিক রাখে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে এরা মাইলের পর মাইল সমুদ্র পার হয়ে যায়। মাল্টিটাস্কিংয়ের এমন প্রাকৃতিক উদাহরণ আধুনিক বিজ্ঞানীদেরও অবাক করেছে।

ড্রাগনের আসল দেশ

ড্রাগন সাধারণত রূপকথার বইয়ে বা সিনেমায় থাকে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার কমোডো দ্বীপে গেলে আপনার মনে হবে যেন আপনি জুরাসিক পার্কে এসে পড়েছেন। এখানে বাস করে কমোডো ড্রাগন, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর প্রজাতির গিরগিটি। এরা লম্বায় দশ ফুট পর্যন্ত হতে পারে এবং এদের ওজন হয় প্রায় সত্তর কেজি। এদের লালায় মারাত্মক বিষাক্ত ব্যাকটিরিয়া থাকে। এরা শিকারকে একবার কামড়ে ছেড়ে দেয়, তারপর বিষক্রিয়ায় শিকার দুর্বল হয়ে পড়লে ধীরে ধীরে তাকে গিলে খায়। আস্ত শুয়োর বা হরিণ এরা অনায়াসে হজম করতে পারে। প্রকৃতির এই আদিম এবং ভয়ংকর রূপ দেখতে পর্যটকরা দূরদূরান্ত থেকে এই দ্বীপে ছুটে আসেন।

এলআইসি'র স্কুলবাস

নিউজ ব্যুরো

১৯ মার্চ : শুধু জীবন নয়। দেশের মানুষের জীবনযাত্রাতেও পরিবর্তন আনছে ভারতের জীবনবিমা নিগম। আঞ্চলিক স্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে অসমের তিনসুকিয়ায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে একটি ৪৩ আসন বিশিষ্ট স্কুলবাস দান করল এলআইসি। নিগমের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই বিমা সংস্থা।

বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই স্কুলবাস পরিষেবা শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলআইসি'র ইস্টার্ন জোনের রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমিত্রকুমার দে, সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার মনোজ নাথানিয়েল, মার্কেটিং ম্যানেজার নবারুণ ঘোষ, জোড়হাট ডিভিশনের সেলস ম্যানেজার তরুণ বড়ুয়া, রাহুল ঘোষ সহ অন্যরা। সৌমিত্র জানান, গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত লাভের ক্ষেত্রে দুই সংখ্যায় বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে। টাকার অঙ্ক সংস্থার লাভের হিসেব পৌঁছেছে ৩৩,৯৯৮ কোটিতে।

কিশোরীকে আঘাত

কিশনগঞ্জ, ১৯ মার্চ : বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের হাসপাতাল রোডে কম্পিউটার ক্লাসে যাওয়ার পথে এক কিশোরীর মাথায় পিছন থেকে আঘাত করা হয়। ঘটনায় পলাতক আক্রমণকারী।

এই ঘটনায় কিশোরী রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় অচেতন হয়ে পড়ে। স্থানীয়রা ওই কিশোরীকে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। জ্ঞান ফেরার পর কিশোরী বলে, 'পিছন থেকে কেউ ভারী কিছু দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে।' বর্তমানে কিশোরীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

বদলের হাওয়ায় জোর টক্কর

প্রথম পাতার পর

এই ব্যাপারে বিজেপি প্রার্থীর সোজাসাপটা জবাব, 'সন্ন্যাসগ্রহণের আগের ও পরের সমস্ত তথ্য এবং প্রয়োজনীয় হলফনামা আমি নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছি। পাসপোর্টে এখনও আমার জন্মদাত্রী মায়ের নাম উল্লেখ রয়েছে, তাই আইনি দিক থেকে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।'

এখন ৪৩ বছর বয়সি উৎপল ব্রহ্মচারী বালুরঘাট কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেলা রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব দীর্ঘদিনের। অতীতে শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি- সব শিবিরের সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্কের কথা সুবিদিত। বিশেষ করে সাংসদ কার্তিক পাল ও শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই তাঁকে কালিয়াগঞ্জের লড়াইয়ে শামিল করেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

নিজের জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী এই সন্ন্যাসী বলেন, 'বাংলার ছেলেরা ভিনরাজ্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সেই নিদারুণ যন্ত্রণা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাদের জন্য স্থায়ী কিছু করতে চাই।' মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ এবং রাজ্যের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য। আপাতত আশ্রমের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে কালিয়াগঞ্জের তপ্ত রোদে ভোট প্রচারে ব্যস্ত উৎপল ব্রহ্মচারী। তাঁর এই রাজনৈতিক রূপান্তর উত্তর দিনাজপুরের নির্বাচনি লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মমতার ফোনে মান ভাঙল বিদায়ি বিধায়কের

স্বপ্নাকে জেতানোর দায়িত্ব খগেশ্বরের

পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ১৯ মার্চ : টিকিট না পেয়ে অভিমান করে কার্যত চাপে পড়েছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। সুকৌশলে রাজগঞ্জ আসনে দলীয় প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে জেতানোর দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে কোনও অঘটন না ঘটলে রাজগঞ্জ হাতছাড়া হলে তার কাঁটা বিঁধবে খগেশ্বরকে।

বুধবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলার পরেই বৃহস্পতিবার নিজের বাড়িতে জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তৃণমূলে থেকেই দলের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেন খগেশ্বর। শুক্রবার থেকে স্বপ্নাকে নিয়েই নির্বাচনি প্রচারে বের হবেন তিনি।

রাজগঞ্জ আসনে প্রার্থী ঘোষণার পরই খগেশ্বর কার্যত বিদ্রোহ করেন। নির্দল না বিজেপি'র প্রার্থী হবেন, সেই জল্পনা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন। দলের চারবারের বিধায়কের ক্ষোভের আঁচ পেয়ে জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জেলা সহ সভাপতি চন্দন ভৌমিক, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে এবং তৃণমূল কিষান খেত মজদুর ইউনিয়নের জেলা সভাপতি দুলাল দেবনাথ সকলেই রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। তাঁরা বুঝে যান, দলের নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ ছাড়া খগেশ্বর রায়কে শান্ত করা যাবে না।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসে ছিলেন খগেশ্বর। সেই সময়কার পুরোনো দুই নেতা চন্দন ভৌমিক ও তপন দে খগেশ্বরকে শান্ত করতে মাঠে নামেন। বুধবার রাতেই তপনের গাড়িতে শিলিগুড়িতে মেয়র গৌতম দেবের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় খগেশ্বরকে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন চন্দন ভৌমিকও। 'উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রথম দলীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায়। টিকিট না পেয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত মেয়র গৌতম দেবকে সমস্যা মেটাতে নির্দেশ দেন। গৌতম দেব নিজের ফোনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে খগেশ্বরের কথা বলিয়ে দেন। খগেশ্বরদাকে রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনে ভোট পরিচালনার পুরো দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সাংবাদিক বৈঠকে খগেশ্বর। বৃহস্পতিবার।

খগেশ্বর বলেন, 'আমি দলের প্রথম দিকের কর্মী। আগাম না জানিয়ে প্রার্থী না করায় ভেঙে পড়ে অনেক কিছু বলেছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হয়েছি। দলের চেয়ারম্যান হিসেবেই কাজ চালিয়ে যেতে চাই। রাজগঞ্জ বিধানসভায় দলের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে জেতানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য। স্বপ্নাকে জিতিয়ে আনাই হবে আমার জয়।'

এদিন খগেশ্বর রায়ের মুখে পুরোনো দিনের কথা শুনতে গিয়ে জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের চোখে জল চলে আসে। মহুয়া বলেন, 'খগেশ্বরদা দলের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং আছেন। রাজগঞ্জ কেন্দ্রে স্বপ্নাকে জিতিয়ে আনাই খগেশ্বরদার একমাত্র লক্ষ্য।'

এদিকে টিকিট না পেয়ে অভিমানী খগেশ্বরের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের প্রার্থী কৃষ্ণ দাস কটাক্ষ করেছিলেন, 'কাউকে জেতাতে হবে না। স্বপ্নাকে আমি জেতাব।' নিজের বুথে খগেশ্বর জিততে পারেন না বলে মন্তব্য করেছিলেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী রাজগঞ্জ কেন্দ্রের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব খগেশ্বরকে দেওয়ায় এখন কৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া, 'আমার সহযোগিতার দরজা সবসময় দলের সব কেন্দ্রের সব প্রার্থীর জন্য খোলা আছে।'

এদিন তৃণমূল জেলা নেত্রী মহুয়া গোপ ফোনে স্বপ্নার সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচনি প্রচার নিয়ে। স্বপ্নার বাবার খবর নেন। তারপর জেলা নেতৃত্ব খগেশ্বর রায়ের বাড়িতে বৈঠক করে। স্বপ্নার বাবা সংকটজনক অবস্থায় থাকায় স্বপ্না মানসিকভাবে অনেকটাই বিধ্বস্ত। এদিন দুপুর পর্যন্ত শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে বাবার কাছে ছিলেন স্বপ্না। খগেশ্বর রায়ের বাড়িতে শুক্রবার তিনি যাবেন দেখা করতে। তারপর স্বপ্নাকে নিয়ে নির্বাচনি প্রচারে বের হবেন খগেশ্বর।

ক্ষোভ সামলাতে নির্বাচনি কমিটির বৈঠক আজ চোপড়ায়

বিজেপির প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৯ মার্চ : চোপড়ায় বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই তোলপাড় গেরুয়া শিবিরের রাজনীতি। প্রার্থী শংকর অধিকারীর বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র আইনের পুরোনো মামলা থাকায় দলের ভাবমূর্তি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বিজেপির পদাধিকারীরাই। বিজেপির চোপড়া ব্লক প্রমুখ ভবেশ কর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখেছেন, 'চোপড়া বিজেপিকে কবর দেওয়ার চক্রান্ত আজ সম্পূর্ণ হল।' যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার ওই পোস্ট যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভবেশকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব, 'আমি যা লেখার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে দিয়েছি। বাকিটা বুঝে নিন।' গেরুয়া শিবিরের এক প্রভাবশালী নেতার কথায়, 'প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই একাধিক মণ্ডল সভাপতি পদত্যাগ করার মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

উল্লেখ্য, বিদ্রোহ এমন পর্যায়ে গিয়েছে যা সামাল দিতে তড়িঘড়ি শুক্রবার চোপড়া নির্বাচনি কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিজেপির চোপড়া বিধানসভা এলাকার কনভেনার মিহির দাস বলেছেন, 'প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ সামাল দিতে নির্বাচনি কমিটির প্রার্থী নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দার্জিলিং জেলার একটি থানা এলাকায় প্রার্থী আগ্নেয়াস্ত্র আইনে ধরা পড়েছিলেন তা সকলের জানা।'

প্রার্থী নিয়ে বিজেপির ডামাডোলের ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমান। যদিও বিজেপি প্রার্থী শংকরকে সরাসরি এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

একসময় বিজেপির স্লোগান ছিল, 'হামিদুল হটাও, চোপড়া বাঁচাও।' কারণ বিজেপির অভিযোগ, হামিদুল বোমা-বন্দুকের রাজনীতি করেন। কিন্তু বিজেপি প্রার্থীর নামের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র মামলার বিষয় জড়িয়ে যাওয়া গেরুয়া শিবিরের অস্বস্তি রীতিমতো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক বিজেপির প্রথম সারির এক নেতা বলেন, 'শুক্রবারের নির্বাচনি কমিটির বৈঠকে প্রার্থী পরিবর্তন মূল অ্যাজেন্ডা। শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না করলে পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেবে তা বলা কঠিন।'

হামিদুলের কথায়, 'বিজেপির প্রার্থী দার্জিলিং জেলার একটি থানা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় ধরা পড়েছিলেন। সঙ্গে স্থানীয় স্তরে আরও অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আছে। এর জবাব তো বিজেপি নেতৃত্বকেই দিতে হবে।'

প্রার্থীর আগ্নেয়াস্ত্র মামলার যোগ প্রশ্নে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে আমাদের অনেক কর্মীকে আগ্নেয়াস্ত্রের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর রেকর্ড রয়েছে। ফলে চোপড়ার প্রার্থীকে এমন চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছিল কি না তা রীতিমতো তদন্তের বিষয়। আসলে শাসকদল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে।' দলের ক্ষোভ নিয়ে সুরজিতের প্রতিক্রিয়া, 'ক্ষোভ-বিক্ষোভ স্বাভাবিক বিষয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চোরাই মাল উদ্ধার, ধৃত ২ দুষ্কৃতী

কিশনগঞ্জ, ১৯ মার্চ : বৃহস্পতিবার সকালে কিশনগঞ্জ পুলিশ চোরাই সামগ্রী সহ আন্তঃরাজ্যে দুষ্কৃতীচক্রের দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এদিন সন্ধ্যায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার বিষয়টি জানান। অভিযানে অঙ্কিত রায় ও শিব শর্মাকে চোরাই টিভি, পিতলের একাধিক বাসন, গোটা দশেক মোবাইল সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ২ ব্যক্তিই জেলার বাসিন্দা।

ধৃতরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, বিহারের কিশনগঞ্জ, পূর্ণিয়া, কাটিহারে চুরি করতেন বলে জানিয়েছেন। এদিন সকালে কিশনগঞ্জের একটি গোপন ডেরায় অভিযান চালিয়ে ওই ২ জনকে চোরাই মাল সমেত গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হবে।

ছ্যাঁকা প্রেমিকাকে

প্রথম পাতার পর

ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

তরুণীর বয়ান অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি বিলাসবহুল হোটেলে পার্টি দেওয়ার নাম করে তাঁকে নিয়ে যান অভিনব। সেখানে হোটেলের একটি রুম বুক করা ছিল। সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে দেন প্রেমিক। হাত-পা বেঁধে দেন। শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন। দু'দিন ধরে বন্দি রেখে একাধিকবার ধর্ষণের পাশাপাশি সারা গায়ে দেওয়া হয় সিগারেটের ছ্যাঁকা। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তরুণী জানিয়েছেন, বুধবার রাতে তিনি প্রেমিকের কাছে অনুরোধ করেন, তিনি অসুস্থ বোধ করছেন। প্রেমিক তাঁর হাত-পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিতেই তরুণী ছুটে ওই হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা ভক্তিনগর থানায় চলে আসেন।

অভিনবকে ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে পাকড়াও করার পাশাপাশি ওই হোটেলে গিয়েও তদন্ত করেছে পুলিশ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই, শহরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শিলিগুড়ি শহরে ইভটিজিং, নারী নিগ্রহের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। কিন্তু এবারের ঘটনার নৃশংসতা শহরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

নিশীথের কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

বিজেপির সাধারণ কর্মীরা যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করার জন্য একজন শক্তিশালী সেনাপতি খুঁজছিলেন, তখন সেনাপতি নিজেই রণক্ষেত্র থেকে সটান অন্য এলাকায় সরে গেলেন।

শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চোখে উদয়ন আজও এক রহস্যময় চরিত্র। দাপুটে নেতার ভাবমূর্তির আড়ালে একদল তরুণের হুংকার আর মাসলম্যানদের দাপাদাপি সাধারণ মানুষকে এক অদ্ভুত নীরবতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। শহরের অলিগলিতে এখন বিরোধী পতাকা বিরল, কিন্তু এই দৃশ্যমান বিপক্ষহীনতা উদয়নের কাছে আশীর্বাদ নাকি অশনিসংকেত, তা নিয়ে খোদ তৃণমূলের অন্দরমহলেই কানাঘুষো চলছে। যখন শত্রু সামনে থাকে, তখন তাকে চেনা সহজ। কিন্তু দিনহাটার ঘরে ঘরে এখন যে সাইলেন্ট ভোটাররা ঘাপটি মেরে বসে আছেন, তাঁরা যে ভোটের দিন ইভিএম-এ কোন 'বিভীষণ' হয়ে দেখা দেবেন, তা বোঝা দুষ্কর।

গ্রামের সমীকরণ আরও জটিল। দিনহাটা-২ ব্লকে দলের নেতা মীর হুমায়ুন কবীরের দীর্ঘ নীরবতা উদয়নের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের নাড়ি যাঁর কবজায়, সেই হুমায়ুনের অনুগামীরা এবার কার দিকে পাল্লা ঝোঁকাবেন, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। ঠিক এই টালমাটাল অবস্থায় বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে নিশীথই ছিলেন একমাত্র বাজি। একথা মানছেন গেরুয়া শিবিরের প্রায় সব নেতাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিজেপি সূত্রের খবর, দিনহাটা ছেড়ে নিশীথ নিজে থেকেই মাথাভাঙ্গা কেন্দ্র বেছে নিয়েছেন। কেন 'অচেনা' মাথাভাঙ্গার দিকে পা বাড়ালেন নিশীথ? দিনহাটার চেনা অলিগলি কি তবে তাঁর কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল, নাকি এটি এক অলিখিত ম্যাচ ফিক্সিং? এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলছে না।

বিজেপির নীচুতলার কর্মীরা বলছেন, নিশীথের প্রস্থান আসলে উদয়ন গুহর রাজনৈতিক পথকে নিষ্কণ্টক করার এক সুনিপুণ চাল। দিনহাটায় বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে অজয় রায়কে, যাঁকে নিয়ে খোদ গেরুয়া শিবিরের অভিজ্ঞ নেতারাই আড়ালে হাসাহাসি করছেন। অজয় রায় না চেনা মুখ, না তাঁর কোনও আন্দোলনের ইতিহাস আছে। অশোক মণ্ডল বা দীপ্তিমান সেনগুপ্তর মতো পোড়খাওয়া নেতাদের ব্রাত্য রেখে কেন 'দুর্বল' প্রার্থীকে উদয়নের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হল সেই রহস্যের জট ছাড়ানো মুশকিল।

২০০৬ সালে উদয়নকে হারিয়ে তৃণমূলের উত্তরবঙ্গের প্রথম বিধায়ক হয়েছিলেন অশোক মণ্ডল। কিন্তু এবারের মতোই রহস্যময় কারণে ২০১১ সালে জেতা দিনহাটা আসন সহযোগী দল এনসিপি-কে ছেড়ে দিয়েছিল তৃণমূল। এনসিপি প্রার্থী অমিয় সরকারকে সহজে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন উদয়ন। পরে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। কেন ২০১১ সালে অশোককে সরিয়ে এনসিপি'র প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল দিনহাটায় সেই রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। ২০২৬-এ ২০১১-এর রিপ্লে দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এছাড়াও ২০২১-এর জয়ের পর নিশীথের ইস্তফা, পরবর্তীকালে দলীয় কর্মীদের ওপর তৃণমূলি হামলার সময় তাঁর রহস্যজনক নীরবতা এবং অজ্ঞাতবাসে থাকা- সব মিলিয়ে নিশীথের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে। আবার অজয় প্রার্থী হওয়ার পর হঠাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে সুর নরম করেছেন উদয়ন। তাও নজর এড়ায়নি আমআদমির। তাই দিনের শেষে উদয়ন বা নিশীথ যাই দাবি করুন না কেন, রাজনীতির ঝানু খেলোয়াড়রা তাঁদের সহজ তত্ত্ব মানতে নারাজ।

বংশী ঘনিষ্ঠকে টিকিট দিতে পারে পদ্ম

কোচবিহার ও শীতলকুচি, ১৯ মার্চ : দুই দফায় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করলেও কোচবিহারের তিনটি আসনে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারল না বিজেপি। দলের অন্দরে প্রার্থী বাছাই নিয়ে টানাপোড়েন আর স্থানীয় স্তরে মতানৈক্যের জেরেই ঘোষণা করতে দেরি হচ্ছে বলে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের খবর। রাজনৈতিক মহলের মতে, সিতাই, কোচবিহার দক্ষিণ ও নাটাবাড়ি আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে মূল ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে 'গ্রেটার' সমীকরণ। তৃণমূল যেখানে রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের ঘনিষ্ঠ হরিহর দাসকে প্রার্থী করে রাজবংশী ভোটব্যাংক নিশ্চিত করতে চাইছে, বিজেপিও ঠিক একই পথে হেঁটে বংশীবদন বর্মনের মনোনীত কাউকে প্রার্থী করে পালটা চাল দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আর বিজেপির অন্দরে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। রাজবংশী আবেগ কাজে লাগানোর কৌশলকে দলের একাংশ স্বাগত জানালেও, অন্য অংশটি আবার দলের ওপর বংশীবদনের প্রভাব বিস্তারকে ভালো চোখে দেখছে না। বিশেষ করে সিতাই কেন্দ্রে বংশীবদন-ঘনিষ্ঠ কাউকে প্রার্থী করা নিয়ে দলের পুরোনো কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। যদিও প্রার্থীর নাম ঘোষণায় দেরির নেপথ্যে মতানৈক্যের তত্ত্ব ওড়াতে চেয়েছেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি নিশীথ প্রামাণিক। তিনি বলেন, 'মতানৈক্যের কোনও বিষয় নেই। কোথায় কোন প্রার্থী উপযুক্ত তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই ঠিক করেন। বাকি আসনগুলির প্রার্থীর নাম শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।'

বংশীবদন বলেন, 'আমার মনোনীত কাউকে বিজেপি প্রার্থী করতে পারে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

মাথা নত করে দাও অথবা ভাজো ভ্যারেন্ডা

প্রথম পাতার পর

এমএলএ হওয়ার এত ইচ্ছে? ক্ষমতার এত লোভ? ক্ষমতায় না থেকে পার্টির সেবা, জনগণের সেবা করা যায় না!

এই সময়টা নেতাদের দেখেও সুখ। যে নেতা সারাবছর ধরে লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, তিনি এই সময় বেসুরো গলায় গান ধরবেন, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার পরে।' যে নেতা এতদিন ধরে শুধু সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছেন, তিনি এখন দুই সম্প্রদায়ের লোক দেখলেই একেবারে নিমাই হয়ে যাবেন। আয় রে ভাই, কোলে আয় চলে আয়।

এক প্রার্থী আবার তাঁর বিপক্ষ প্রার্থীর কাছে প্রচারের জন্যই আশীর্বাদ নিতে যাচ্ছেন ফুল, মিষ্টি এবং উত্তরীয় নিয়ে। উত্তরীয় মাস্ট। এখনকার রাজনীতিতে উত্তরীয় না থাকলে চলবে না। আর বয়সে বড় নেতা বেশ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ জাতীয় গাম্ভীর্য এনে প্রেসকে বলছেন, ধর্মের জয় হোক!

আরে ভাইসব, মানেটা কী! এ তো সেই 'মেক্সিকো থেকে এল ট্রাঙ্ককল, টেমস নদীতে নেই এক ফোঁটা জল,। ভাজো ভ্যারেন্ডা, ভাজো ভ্যারেন্ডা' জাতীয় ননসেন্স গান হয়ে গেল।

টিভিতে নাম শুনেই যাঁরা বিশ্বকাপ জয়ের স্টাইলে আনন্দ করছেন, তাঁদের কাছে প্রশ্ন, বিধায়ক না হলে শুধুই পার্টির কাজ করা যায় না? সমাজসেবা করা যায় না? যায় না যে, সেটা খগেশ্বর রায়, তজমুল হোসেন, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, সৌরভ চক্রবর্তী, অসিত মজুমদার, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, বিবেক গুপ্তদের কথা শুনে, হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কেউ আর গাইছেন না, আমার মাথা নত করে দাও হে...। অনেকে আবার ফেসবুকে পোস্টের পর পোস্ট করে যাচ্ছেন ইঙ্গিতপূর্ণ। পোস্টেই বোঝাচ্ছেন রাগের আলুপোস্ত।

চুঁচুড়া না কোথায় দেখলাম প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বাজিই ফাটছে এলাকায়। প্রার্থী ঘোষণাতেই এই অবস্থা, ঈশ্বর না করুন, ভোটের সময় যেন এই ধরনের বাজি টাজি না ফোটে। ক্ষমতায় আসার প্রধান লড়াই যেহেতু এই দুটো দলেরই, তাই বিজেপি এবং তৃণমূলে যে সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের অনেকেই উলটো দলে চলে যাবে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের আনন্দ ভোটে জেতার আনন্দের মতোই।

এখন আর দলবদলিয়াদের নৈতিকতা নিয়ে ভোটাররা প্রশ্ন করে না। বাংলাকে অনেকটা ঘিরে রয়েছে যে দুটো রাজ্য, সেখানে পদ্ম ফুল ফুটেছে। বিহারে সম্রাট চৌধুরী একসয় লালু এবং নীতীশের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। অসমে হেমন্ত বিশ্বশর্মা ছিলেন কংগ্রেসে। তাই বাংলায় শুভেন্দু অধিকারী, মিঠুন চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন সিং, নিশীথ প্রামাণিক, শিখা চট্টোপাধ্যায়, কৌস্তুভ বাগচীদের কোনও চিন্তাই নেই। পাপিয়া অধিকারী তো শংকর ঘোষ, খগেন মুর্মুদের মতো বাম হয়ে রামে! তৃণমূলেও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়ন গুহ, জন বারলা, সুমন কাঞ্জিলাল, রহিম বক্সী, মতিউর রহমানরা নিশ্চিন্ত। মানুষ আর নৈতিকতার প্রশ্ন করে না। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে তো বিজেপি থেকে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে গেলেন মতিউর রহমান। গতবার যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এখানেই কৌতূহল হতে পারে, ক্ষমতা ছাড়া বিধায়ক হওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন। কত বেতন পান বিধায়করা? খুঁজতে গিয়ে দেখি, বেতনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের বিধায়করাও কিন্তু অনেক পিছিয়ে। শুধু সরকারি কর্মীরা পিছিয়ে নেই। প্রথম দশে বাংলার বিধায়করা নেই। প্রথম দশে রয়েছে ওডিশা (মাসে ৩.৪৫ লক্ষ), ঝাড়খণ্ড (২.৮৮ লক্ষ), তেলেঙ্গানা (২.৫০ লক্ষ থেকে ২.৭৫ লক্ষ), মহারাষ্ট্র (২.৫২ লক্ষ), মণিপুর (২.৫০ লক্ষ), হরিয়ানা (২.২০ লক্ষ), দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশ (২.১০ লক্ষ), হিমাচলপ্রদেশ (২ লক্ষ), উত্তরপ্রদেশ (১.৮৭ লক্ষ)।

বাংলার বিধায়করা সেখানে পান মাসে ১.২১ লক্ষ। অনেকটাই কম। তাও সেটা ইদানীং বেড়েছে বলে। ভারতের ৯৫ শতাংশ রাজ্যেই আজকাল চাকরির বাজার খারাপ। বিধায়ক হলে আবার ক্ষমতার আস্ফালন দেখানো যায়, কাউন্সিলারদের মতো। এই চাকরির এটা একটা বড় সুবিধে।

তাই বিধায়কের চাকরির জন্য এমন হাসিকান্নার হিরেপান্না দেখা যেতেই পারে বাংলায়!

তালিকা অসম্পূর্ণই

প্রথম পাতার পর

বাম তালিকায় ৩০ জন মহিলা প্রার্থী ঠাঁই পেয়েছেন।

বিধায়ক হিসেবে কার্যত নিষ্ক্রিয় কৌশিক রায়কে ফের ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন দিয়েছে বিজেপি। মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়িতে আনা হয়েছে নতুন মুখ। নাগরাকাটার বদলে শুক্রা মুন্ডাকে মালে প্রার্থী করায় বিজেপিতে অসন্তোষ চরমে। প্রার্থী ঘোষণা না হলেও বিজেপির তালিকা প্রকাশকে ঘিরে শিরোনামে এখন পানিহাটি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অভয়ার মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, তিনি ওই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন।

আরজি কর মেডিকেলে ধর্ষণের পর খুন হবু ডাক্তারের মা ওই দাবি করলেও বিজেপি নেতৃত্ব মুখ খোলেনি। তবে দ্বিতীয় তালিকায় পানিহাটি আসনটির উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় তালিকায় নিশীথ ছাড়াও বিজেপির ৩ জন প্রাক্তন সাংসদ আছেন- রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অর্জুন সিং এবং দিব্যেন্দু অধিকারী। এদিন ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে ৮ জন বিধায়ক এবং ২ জন প্রাক্তন বিধায়ক। পদ্ম প্রতীকে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১৮। প্রথম তালিকায় ঠাঁই না পেলেও টিকিট পেলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তবে খড়্গপুর সদরের বদলে তাঁকে শ্যামপুরে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির তালিকায় তিনজন চিকিৎসক, চার চলচ্চিত্র তারকা, তিনজন প্রাক্তন সেনাকর্মী, একজন ক্রীড়াবিদ ও একজন প্রাক্তন আইপিএস কর্তা আছেন। ২৯ জন প্রার্থীর বয়স ৪০-এর নীচে। বামেদের তালিকাতেও তরুণ মুখের ছড়াছড়ি। বালিগঞ্জে সিপিএম প্রার্থী করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী গবেষক আফরিন বেগমকে। ভবানীপুরে সিপিএম প্রার্থী করেছে আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাসকে। নন্দীগ্রাম আসনটি সিপিআই-কে ছেড়েছে সিপিএম।

ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং লড়বেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ব্যারাকপুরে বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচীর লড়াই তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে। চিত্রতারকা রূপা গঙ্গোপাধ্যায় লড়বেন সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে। রূপার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের লাভলি মৈত্র। শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় প্রার্থী।

বিজেপির আরেক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি প্রার্থী হয়েছেন রাজারহাট-গোপালপুরে তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে। কলকাতার ৮টি কেন্দ্রেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। যাদবপুরে মহিলা মোর্চার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শর্বরী মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জে চিত্রতারকা পাপিয়া দে অধিকারী, বেহালা পশ্চিমে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাক্তার ইন্দ্রনীল খাঁ, বালিগঞ্জে ডক্টর শতরূপা, জোড়াসাঁকোয় বিজয় ওঝা, শ্যামপুকুরে মহিলা মোর্চা নেত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, মানিকতলায় তাপস রায়, কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় রীতেশ তিওয়ারি প্রার্থী হয়েছেন।

পাপিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীলের প্রতিদ্বন্দ্বী রত্না চট্টোপাধ্যায়, তাপসকে লড়তে হবে প্রয়াত সাধন পান্ডের মেয়ে শ্রেয়ার সঙ্গে। এন্টালিতে প্রিয়াংকা টিবরেওয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার ছেলে সন্দীপ।

বিরতির আগে শীর্ষে থাকতে চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ঘরে ফিরেই জয় ছাড়া আর কোনও কথা নেই সবুজ-মেরুন শিবিরে।

আগের ম্যাচেই ইন্টার কাশী এফসি-র বিপক্ষে জিতে লিগ তালিকায় তিনে উঠে এসেছে মুম্বই সিটি এফসি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে জিতে শীর্ষে থাকার কথা জোর গলায় বলে গেলেন সের্জিও লোবেরা। করোনাকাল থেকেই

মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, দীপেন্দু বিশ্বাসরা।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে মুম্বই সিটি ম্যাচ মানেই তুখোড় দুই প্রতিপক্ষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং এই একটা ক্লাবই হেড টু হেড রেকর্ডের হিসাবে এগিয়ে মোহনবাগানের থেকে। আর সমাপতন বোধহয় একেই বলে! কোচ হিসাবে যে লোবেরা সেসময় মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছেন সেই তিনিই এবার মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়নশিপে এগিয়ে রাখার লড়াইয়ে। তবে বর্তমান মুম্বই অনেকটাই যেন ম্রিয়মাণ। শক্তির বিচারে এবার তো আরও দুর্বল। অনেক পরে অনুশীলন শুরু হওয়া থেকে মাত্র চার বিদেশি, যাঁরা আবার মোটামুটি বাতিল ঘোড়া। জনি কাউকো, জোরগে ওর্টিজ, নুনো রিজ, জোরগে পেরেরা দিয়াজরা এইমুহূর্তে আর সেরাদের মধ্যে পড়েন না। আগের ম্যাচে চোটের জন্য না থাকা দিয়াজ ফিট। তিনি এই ম্যাচে খেললেও শক্তির বিচারে মুম্বই পিছিয়ে মোহনবাগানের থেকে। সম্ভবত সেই কারণেই পিটার ক্রেটকি বললেন, 'আমাদের লক্ষ্য লড়াই করা। নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখছি। যা যা করতে হয় এই মরশুমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমরা সবই করছি। জানি ম্যাচটা খুবই কঠিন। তবু চেষ্টা থাকবে নিজেদের সেরাটা দিয়ে লড়াই করার।' মোহনবাগানের সম্পর্কে বলা হয় যে তাদের প্রথম একাদশের পর যে রিজার্ভ ফুটবলাররা পড়ে থাকেন, তাঁরা যে কোনও দলে হাসতে হাসতে সেরাদের

সাধ্যমতো লড়তে চায় মুম্বই

তালিকায় থাকবেন। ঠিক সেটাই বললেন ক্রেটকি, 'ওদের পরিবর্তও এত ভালো যে তাঁরাও পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। আমরা সেভাবেই নিজেদের তৈরি রাখছি।' মোহনবাগানে খেলে যাওয়া ডিফেন্ডার রিজ বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'মোহনবাগানের অ্যাটাক লাইনের সঙ্গে আমি খেলেছি। তাই ওদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানি। এটাও জানি কীভাবে ওদের আটকাতে হয়। ওদের গোল করতে না দেওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য থাকবে।'

মোহনবাগান কোচ স্বস্তির খবর দিলেন সমর্থকদের জন্য। সম্পূর্ণ ফিট রবসন রোবিনহো ও আলবার্তো রডরিগেজ। তবে খেলাবেন কিনা স্বাভাবিকভাবেই তা জানালেন না। ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে দিয়ে শুরু করান। যার ফলও পান ওই ম্যাচে। সেখানে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে খানিকটা যেন বাড়তি সতর্কতা দেখা গিয়েছে তাঁর স্ট্র্যাটেজিতে। কামিন্সকে ৮৫ মিনিটে নামানোর ফলস্বরূপ ২ পয়েন্ট রেখে আসতে হয় ওখানে। ঘরের মাঠে হয়তো আক্রমণাত্মক ফুটবলই দেখা

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম মুম্বই সিটি এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস ও ফ্যানকোড অ্যাপ

যাবে মোহনবাগানের। লোবেরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, 'আমাদের জেতার জন্যই মাঠে নামতে হবে। কারণ ম্যাচ ড্র করা মানে আসলে ২ পয়েন্ট হারানো, যা আমরা আগের ম্যাচে হারিয়েছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কারণ আমাদের লিগ তালিকার শীর্ষে থাকতে হলে জিততে হবে।' এই ম্যাচ জিততে পারলে এই ছোট লিগে অনেকটা এগিয়ে যাবে মোহনবাগান। কিন্তু মুম্বই জিতে গেলে তিন থেকে এক লাফে এক-এ উঠে যাবেন কাউকোরা। আর সেটাই চাইছেন না লোবেরা। কারণ বিরতির পর প্রথম ম্যাচটাই জামশেদপুরে গিয়ে ওয়েন কোয়েলের দলের বিপক্ষে খেলতে হবে। তার আগে এক-এ থাকলে মানসিকভাবে চাপ তৈরি করা যাবে চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম দাবিদার জামশেদপুর এফসি-র উপর। আর ঘরের মাঠে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে মোহনবাগানকে নিশ্চিতভাবেই সাহায্য করবে তাদের দ্বাদশ ব্যক্তি। সম্ভবত সমর্থকরাই শেষপর্যন্ত দুই দলের মধ্যে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিতে পারে।

বার্সা ঝড়ে চূর্ণ নিউক্যাসল

ইংল্যান্ডের প্রথম ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৫০টি গোল করলেন হ্যারি কেন।

জোড়া গোলের উল্লাস বার্সেলোনার রাফিনহার।

কোয়ার্টারে রিয়াল-বায়ার্ন দ্বৈরথ

চার গোল লিভারপুলের

বার্সেলোনা ও লন্ডন, ১৯ মার্চ : শেষবেলায় লামিনে ইয়ামালের গোলে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগ কোনওক্রমে ড্র করে ফিরেছিল বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে ফিরতি লেগে সেই নিউক্যাসল ইউনাইটেডকেই সাত গোলে উড়িয়ে দিল কাতালান জায়েন্টরা। জয়ের ব্যবধান ৭-২। অন্যদিকে, প্রথম লেগে গালাতাসারের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে ঘুরে দাঁড়ালেন মহম্মদ সালাহরা। তুরস্কের ক্লাবটিকে চার গোলে চূর্ণ করল আর্নে স্লটের দল।

ন্যু ক্যাম্পে অপরাজিত থাকার দৌড় বজায় রাখল বার্সেলোনা। নিউক্যাসেলের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৬ মিনিটে রাফিনহা গোল করে এগিয়ে দেন বার্সাকে। প্রথমার্ধে কাতালান ক্লাবটির হয়ে আরও দুইটি গোল করেন মার্ক বেরনাল ও লামিনে ইয়ামাল। মাঝে অবশ্য দুইবার সমতা ফিরিয়েছিল নিউক্যাসল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে রোখা যায়নি বার্সাকে। চার চারটি গোল করে তারা। জোড়া গোল রবার্ট লেওয়ানডস্কির। এছাড়া ফেরমিন লোপেজ একটি ও রাফিনহা নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে খেলবে বার্সেলোনা।

অন্যদিকে, এই মরশুমে এর আগে দুইবার গালাতাসারের মুখোমুখি হলেও একবারও জিততে পারেনি লিভারপুল। ফলে দুশ্চিন্তা ছিলই। তবে অ্যানফিল্ডে আর অঘটন ঘটতে দিলেন না সালাহ, ভার্জিল ভ্যান ডায়েকরা। ৪-০ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ল স্লটের দল। ২৫ মিনিটে লিভারপুলের পক্ষে প্রথম গোল ডমিনিক সোবোসলাইয়ের। প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আর গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সালাহর পাস থেকে দ্বিতীয় গোল করেন হুগো একিতিকে। ৫৩ মিনিটে রায়ান গ্রাভেনবার্চের গোলেও অবদান সেই ৬২ সালাহর। মিনিটে নিজে গোল করেন মিশরীয় তারকা। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আফ্রিকার প্রথম ফুটবলার ৫০ কৃতিত্ব হিসাবে গোলের অর্জন করলেন তিনি। অবশ্য পেনাল্টি থেকে আরও একটি গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন সালাহ। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ গোলে এগিয়ে থেকে কোয়ার্টারের ছাড়পত্র পেলে লিভারপুল। শেষ আটে প্যারিস সাঁ জাঁ-র মুখোমুখি হবে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি।

অন্যদিকে, বায়ার্ন মিউনিখ ৪-১ গোলে হারাল আটালান্টাকে। বায়ার্নের পক্ষে জোড়া গোল হ্যারি কেনের। একটি করে গোল লেনার্ট কার্ল ও লুইস দিয়াজের করা। দুই লেগ মিলিয়ে ১০-২ ব্যবধানে জিতল তারা। কোয়ার্টারে বায়ার্নের প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

বার্সেলোনা ৭-২ নিউক্যাসল ইউনাইটেড
(দুই লেগ মিলিয়ে বার্সেলোনা ৮-৩ গোলে জয়ী)

লিভারপুল ৪-০ গালাতাসারে
(দুই লেগ মিলিয়ে লিভারপুল ৪-১ গোলে জয়ী)

বায়ার্ন মিউনিখ ৪-১ আটালান্টা
(দুই লেগ মিলিয়ে বায়ার্ন মিউনিখ ১০-২ গোলে জয়ী)

টটেনহাম হটস্পার ৩-২ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
(দুই লেগ মিলিয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৭-৫ গোলে জয়ী)

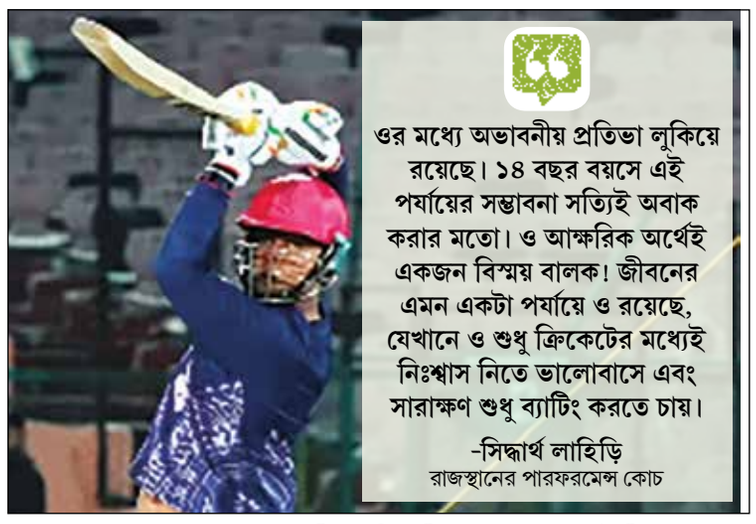

ওর মধ্যে অভাবনীয় প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। ১৪ বছর বয়সে এই পর্যায়ের সম্ভাবনা সত্যিই অবাক করার মতো। ও আক্ষরিক অর্থেই একজন বিস্ময় বালক! জীবনের এমন একটা পর্যায়ে ও রয়েছে, যেখানে ও শুধু ক্রিকেটের মধ্যেই নিঃশ্বাস নিতে ভালোবাসে এবং সারাক্ষণ শুধু ব্যাটিং করতে চায়।

-সিদ্ধার্থ লাহিড়ি
রাজস্থানের পারফরমেন্স কোচ

রাজস্থান রয়্যালসের অনুশীলনে বিধ্বংসী মেজাজে বৈভব সূর্যবংশী।

ব্যাটিং বোঝেন শুধু সূর্যবংশী

জয়পুর, ১৯ মার্চ : বয়স মাত্র ১৪ বছর! কিন্তু এই বয়সেই তাঁর ক্রিকেটীয় দক্ষতা এবং পরিণতবোধ দেখে মুগ্ধ রাজস্থান রয়্যালস থিংকট্যাংক। কথা হচ্ছে আইপিএলে ইতিহাস তৈরি করা বিহারের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে। আইপিএলে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে রাজস্থান শিবিরে যোগ দেওয়া এই তরুণ প্রতিভা নাকি শুধু 'ব্যাটিংটাই' বোঝেন! অন্তত এমনটাই দাবি করেছেন রাজস্থানের পারফরমেন্স কোচ সিদ্ধার্থ লাহিড়ি।

বৈভবের দ্রুত উত্থান এবং অসামান্য প্রতিভা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সিদ্ধার্থ বলেছেন, 'ওর মধ্যে অভাবনীয় প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। ১৪ বছর বয়সে এই পর্যায়ের সম্ভাবনা সত্যিই অবাক করার মতো। ও আক্ষরিক অর্থেই একজন বিস্ময় বালক! জীবনের এমন একটা পর্যায়ে ও রয়েছে, যেখানে ও শুধু ক্রিকেটের মধ্যেই নিঃশ্বাস নিতে ভালোবাসে এবং সারাক্ষণ শুধু ব্যাটিং করতে চায়। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা শুধু এটাই আশা করতে পারি যে, আগামীদিনে ও এমন কিছু করে দেখাবে, যা হয়তো দর্শকদের কাছেও অবিশ্বাস্য মনে হবে।'

রাজস্থানের হেড কোচ কুমার সাঙ্গাকারাও বৈভবকে নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। তিনি জানিয়েছেন, বয়সে নবীন হলেও বৈভব দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন এবং তাঁর জন্য দলের বিশেষ কৌশলও তৈরি করা রয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে ছাড়া এবার নতুন অধিনায়ক রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে মাঠে নামছে রাজস্থান রয়্যালস। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির নিখুঁত স্কাউটিং সিস্টেমের হাত ধরে উঠে আসা ১৪ বছরের এই তরুণ তুর্কি ইতিমধ্যেই আসন্ন আইপিএলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছেন।

বুমরাহর পর কে? প্রশ্ন উসকে দিলেন অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : টানা তিন বছরে তিনটি আইসিসি ট্রফি। টি২০ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা (সুপার এইট) ম্যাচ বাদ দিলে আধিপত্য বজায় রেখে বাজিমাত। যদিও ভারতীয় বোলিং নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নয় রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তনের মতে, আগামীদিনে বোলারদের কাজ আরও কঠিন হবে। বুমরাহ অবসর নেওয়ার পর কে তা সামলাবে, এখন থেকে ভাবা উচিত।

অশ্বীন বলেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে আমাদের কাছে দুর্দান্ত ব্যাটিং লাইনআপ রয়েছে। ব্যাটারদের সৌজন্যে আগামী দশকে একাধিক আইসিসি ট্রফিও জিতব আমরা। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তার জায়গা হল বোলিং। বিশেষত জসপ্রীত বুমরাহ যখন অবসর নেবে, তখন কী হবে?' পাঁচশো প্লাস টেস্ট উইকেটের মালিকের যুক্তি, টুর্নামেন্ট, সিরিজ জিততে বোলিং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই জায়গায় ফাঁকফোকর রয়েছে। আগামীতে যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন প্রাক্তন অফস্পিনার।

ইরফান পাঠানের দোলাচল আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে! প্রাক্তন পেস অলরাউন্ডারের মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলি এই মুহূর্তে ওয়ান-ফরম্যাট প্লেয়ার। আর একটা ফরম্যাটে খেলে ছন্দ ধরে রাখা মোটেই সহজ নয়। গতবছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএলে জয়ে মূল কারিগর ছিলেন বিরাট (১৫ ম্যাচে ৬৫৭ রান করেন ৫৪.৭৫ গড়ে)।

সমস্যা হবে না বিরাটের : এবি

এবার বিরাটই ভরসা। ইরফানের যুক্তি, 'এবারের পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। প্রথমবার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর আইপিএলে নামছে বিরাট। দীর্ঘদিন পর ওডিআই ক্রিকেটে ফিরেও রান পেয়েছে। কিন্তু টি২০ ফর্ম্যাটের চ্যালেঞ্জ তুলনায় কঠিন। দীর্ঘদিন খেলার বাইরে থাকা বিপক্ষে যাবে। একইসঙ্গে বলব, অতীতে এরকম অনেক চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে দিয়েছে বিরাট। এবার কী করে, সেদিকে তাকিয়ে আছি।'

এবি ডিভিলিয়ার্স অবশ্য মনে করেন 'ওয়ার্ক এথিক'-এর হাত ধরে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ঠিক উতরে যাবে বিরাট। দীর্ঘদিনের আইপিএল সতীর্থকে নিয়ে এবির দাবি, 'জীবনে ওর মতো এয়ার্ক এথিক কারও মধ্যে দেখিনি। আমি নিশ্চিত, অপ্রস্তুত হয়ে আইপিএলে পা রাখবে না ও। দুর্দান্ত একটা মরশুমের আশা করছি ওর থেকে। বিরাটের সঙ্গে প্রস্তুত আরসিবি-ও। টানা দ্বিতীয় বছর খেতাব জেতার জন্য নামবে ওরা। কথায় আছে, প্রথম ট্রফি চলে আসলে, পরেরটাও দ্রুত আসে। আরসিবি-র ক্ষেত্রে আমার সেই বিশ্বাস রয়েছে।'

আইপিএল নাম-বিতর্কে স্বস্তি বোর্ডের

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ মার্চ : 'ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ' বা আইপিএল নামকরণ নিয়ে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে দিল কেরল হাইকোর্ট। জনৈক আবেদনকারীর দাবি ছিল, এটি ভারতের অফিশিয়াল টুর্নামেন্ট নয়, তাই 'ইন্ডিয়ান' শব্দের ব্যবহার বেআইনি। কিন্তু বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি শ্যামকুমার ভিএমের ডিভিশন বেঞ্চ এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। এর ফলে বড়সড়ো আইনি স্বস্তি পেল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

গলি ক্রিকেটে জিতেশের প্রস্তুতি

বেঙ্গালুরু, ১৯ মার্চ : খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে এবার মাঠে নামছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আর তার আগেই গলি ক্রিকেটে নিজের অভিনব প্রস্তুতি সেরে নিলেন জিতেশ শর্মা। ১৫ বলে ৪০ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে তা পূরণও করেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। গতবার আরসিবি-র খেতাব জয়ে ফিনিশার হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল। এবার টিম ডেভিডদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি কম্বিনেশনে জিতেশ দলের বড় ভরসা।

নেট বোলার থেকে কোটিপতি

লখনউ, ১৯ মার্চ : নেট বোলার থেকে সোজা ১ কোটি টাকার চুক্তিতে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মূল দলে! আইপিএলের মেগা মঞ্চে এবার নজর কাড়তে প্রস্তুত উত্তরপ্রদেশের তরুণ পেসার নমন তিওয়ারি। গত বছর লখনউয়ের নেটে বল করার সময় তাঁর গতি এবং নিখুঁত ইয়র্কার নজর কেড়েছিল তৎকালীন বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের। এবার সেই প্রতিভার ওপর বাজি ধরেই তাঁকে দলে নিয়েছে লখনউ।

স্থগিত বিডিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মার্চ : সারা পৃথিবী বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ২০৩১ ও ২০৩৫ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ অয়োজক হওয়ার জন্য বিডিং আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হল। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ছিল সম্ভাব্য আয়োজক বিডারদের তালিকায়। এএফসি পরে জানাবে নতুন সময়। এদিকে, দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সঙ্গী চেয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৯ মার্চ। যা বাড়িয়ে ২৬ তারিখ করে দেওয়া হল।

নেটে বৈভব-ঝড়

সঞ্জু-আক্ষেপে পরাগ

জয়পুর, ১৯ মার্চ : গেমপ্ল্যান একেবারে পরিষ্কার- প্রথম বল থেকেই নির্দয় প্রহার! রাজস্থান রয়্যালসের নেটে ১৪ বছরের টিনএজার বৈভব সূর্যবংশীর এই রুদ্রমূর্তির হাত থেকে রেহাই পেলেন না স্বয়ং রবীন্দ্র জাদেজাও। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম অভিজ্ঞ স্পিন-অলরাউন্ডারকে কার্যত দর্শক বানিয়ে

চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু স্যামসন।

একের পর এক বল গ্যালারিতে ফেললেন বিহারের এই বিস্ময় বালক। মারের হাত থেকে বাঁচতে জাদেজাকে রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে বল করে ওয়াইডও দিতে হয়! তরুণ সতীর্থের এই রণংদেহি মেজাজ অবশ্য চওড়া হাসিমুখেই উপভোগ করেছেন জাদেজা।

নেটে বৈভবের এই দাপটের মাঝেই রাজস্থান শিবিরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে প্রাক্তন অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে হারানোর আক্ষেপ। গত মরশুমে অধিনায়কত্ব নিয়ে তৈরি হওয়া অলিখিত স্নায়ুযুদ্ধ এবং ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার বিতর্কের জেরেই দীর্ঘ ১১ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবার চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী সঞ্জু। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পাওয়া নতুন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ এদিন অকপটে স্বীকার করে নিলেন, সঞ্জু ভাইয়ের অভাব মেটানো কার্যত অসম্ভব। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে বিরাট কোহলি কিংবা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিত শর্মার যেমন কোনও বিকল্প হয় না, রাজস্থানের জন্য সঞ্জু ভাইও ঠিক তেমনই।' ব্যাটিং, কিপিং এবং নেতৃত্ব-একসঙ্গে এই 'থ্রি ডি' ভূমিকা পালন করা সঞ্জুর বিকল্প খোঁজা যে কতটা কঠিন, তা বিলক্ষণ বুঝছেন হেড কোচ কুমার সাঙ্গাকারাও। বিশ্বকাপে সঞ্জুর বিধ্বংসী ফর্ম দেখার পর রাজস্থান থিংকট্যাংক যে কিছুটা হলেও হাত কামড়াচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

তবে তারকাখচিত দলে রিয়ানের নেতৃত্ব পাওয়া নিয়েও ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন কম নেই। প্রাক্তন পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজির মতে, দলে যশস্বী জয়সওয়াল, স্যাম কুরান বা জাদেজার মতো হেভিওয়েট তারকারা থাকতেও রিয়ানকে দায়িত্ব দিয়ে বড়সড়ো ঝুঁকি নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। সাজঘরে সতীর্থদের থেকে এই তরুণ অধিনায়ক কীভাবে সম্মান আদায় করে নেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে রিয়ান নিজে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। গত আসরে ফিনিশিংয়ের যে সমস্যা দলকে ভুগিয়েছিল, এবার নতুন তারকাদের উপস্থিতিতে সেই খামতি মিটিয়ে মেগা লিগে রাজস্থান প্রবলভাবে ঘুরে দাঁড়াবে বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

৬ মাস আগে মদ ছেড়েছেন চাহাল

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : আইপিএলে মাঠে নামার আগে নিজের ফিটনেস নিয়ে বড়সড়ো স্বীকারোক্তি করলেন ভারতের তারকা লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহাল। জানালেন, ফিটনেসের উন্নতি করতে গত ছয় মাস ধরে মদ্যপান পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। ৩৫ বছরের এই স্পিনার এডি ডিভিলিয়ার্সের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'গত ছয় মাস আমি মদ ছুঁইনি। এখন আমি নিজের শরীরের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিচ্ছি। দলে একজন সিনিয়ার হিসেবে তরুণদের সামনে দৃষ্টান্ত তৈরি করতে চাই, যাতে ওরা আমার থেকে কিছু শেখে। ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আমি নিজের ১৫০ শতাংশ উজাড় করে দিতে প্রস্তুত।'

ফিটনেস নিয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি গত আইপিএল ফাইনাল (২০২৫) হারের আক্ষেপও শোনা গেল পাঞ্জাব কিংস তারকার গলায়। গত মরশুমের ফাইনালে প্রাক্তন দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে মাত্র ৬ রানে হারতে হয়েছিল পাঞ্জাবকে। সেই হার নিয়ে চাহালের আক্ষেপ, 'ফাইনালে মার্কো জানসেন থাকলে আমরাই চ্যাম্পিয়ন হতাম। ওর বোলিং এবং শেষের দিকে কয়েকটা ছক্কা মারার ক্ষমতা ফারাক গড়ে দিত।' সেমিফাইনাল ও ফাইনালে পাঁজরে চিড় নিয়ে বল করায় নিজের সেরাটা দিতে পারেননি বলেও স্বীকার করেছেন আইপিএল ইতিহাসের সফলতম এই বোলার (২২১ উইকেট)।

অবসরপ্রাপ্তদের লিগ পিএসএল : শেহজাদ

লাহোর, ১৯ মার্চ : পাকিস্তান সুপার লিগকে (পিএসএল) এবার 'অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের লিগ' বলে কটাক্ষ করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ওপেনার আহমেদ শেহজাদ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের আইপিএলের সঙ্গে পিএসএলের আকাশপাতাল পার্থক্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) তুলোধোনা করেছেন তিনি।

শেহজাদ বলেছেন, 'আইপিএলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ওরা কীভাবে তরুণ প্রতিভা তুলে আনছে এবং ক্রিকেটের মান বাড়াচ্ছে! অন্যদিকে, আমাদের পিএসএলে শুধু বিদেশি অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের এনে খেলানো হচ্ছে। যাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর কোনও চাহিদা নেই, তারাই এখন পিএসএলের মূল আকর্ষণ। এটা কোনওভাবেই একটা দেশের শীর্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ হতে পারে না।'

'আইপিএলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ওরা কীভাবে তরুণ প্রতিভা তুলে আনছে এবং ক্রিকেটের মান বাড়াচ্ছে! অন্যদিকে, আমাদের পিএসএলে শুধু বিদেশি অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের এনে খেলানো হচ্ছে।'

ক্ষুব্ধ শেহজাদের মতে, পিসিবি যদি ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিকাঠামো ঠিক না করে শুধু এই লিগের ওপর ভরসা করে থাকে, তবে পাকিস্তানের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আইপিএলে যেখানে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তরুণদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে পিএসএলের মান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে বলেই আক্ষেপ এই পাক তারকার।

রোনাল্ডোর পর ৯০০ গোলের নজির মেসির

ফ্লোরিডা, ১৯ মার্চ : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর রেকর্ড ভেঙে ৯০০ গোলের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন লিওনেল মেসি।

ন্যাশভিলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিল ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের শুরুতেই মেসি গোল করে এগিয়ে দেন মায়ামিকে। আর এই গোলেই দ্বিতীয় ফুটবলার হিসাবে ৯০০ গোলের কৃতিত্ব অর্জন করলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

এতদিন একমাত্র ফুটবলার হিসাবে ৯০০ গোলের মালিক ছিলেন পর্তুগালের রোনাল্ডো। সেই তালিকায় জুড়ল মেসির নাম। তবে সিআর সেভেনের চেয়ে অনেক কম ম্যাচ খেলেই এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। কেরিয়ারের ১২৩৮তম ম্যাচে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো। ১১৪২তম ম্যাচে অর্থাৎ ৯৬টি ম্যাচ কম খেলে রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙলেন এলএম টেন। এর মধ্যে তিনটি ক্লাবের হয়ে মোট ৭৮৫টি ও জাতীয় দলের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত ১১৫টি গোল করেছেন মেসি।

নজির গড়ার দিনই হারের স্বাদ পেতে হল লিওনেল মেসিকে।

‘ডাইরেক্ট হিট’

ফিল্ডিং চ্যালেঞ্জে ডুবে নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মার্চ : জমে উঠেছে অনুশীলন। বাড়ছে সাফল্যের প্রত্যাশা। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে আইপিএল পারদ। শেষ আইপিএলে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স। গত মরশুমের ব্যর্থতা ভুলে নতুন শুরুর লক্ষ্যে এবার নাইটরা। সেই লক্ষ্যপূরণে আজ রাতেই নিউজিল্যান্ড থেকে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন রাচিন রবীন্দ্র, ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্টরা। দলের বোলিং কোচ টিম সাউদিও আজ রাতেই কলকাতায় পা রেখেছেন। নাইট শিবিরের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীও রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে আন্তঃ দলীয় ম্যাচ রয়েছে কেকেআরের। সেই ম্যাচে দলের কিউয়ি তারকাদের অংশ নিতে দেখা যাবে কি না, স্পষ্ট নয় এখনও।

তার আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাইটদের চূড়ান্ত অনুশীলনের দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল অভিনব ফিল্ডিং সেশন। দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে এবারই কেকেআরে যোগ দিয়েছেন দিশান্ত ইয়াগনিক। তাঁর উদ্যোগে সন্ধ্যার ইডেনে খালি গায়ে ‘ডাইরেক্ট হিট’ ফিল্ডিং চ্যালেঞ্জে ডুব দিয়েছিলেন নাইটরা। আপাতত কলকাতায় হাজির থাকা দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন ফিল্ডিং কোচ দিশান্ত। শুরু হয় মাঠের নানা প্রান্ত থেকে সরাসরি স্টাম্পে হিট করার চ্যালেঞ্জ। কোনও দলের কেউ সরাসরি বল স্টাম্পে হিট করতে পারলেই বিপক্ষ দলের একজন গায়ে থাকা কেকেআরের জার্সি খুলে ফেলবেন। অন্তত আধ ঘণ্টার লড়াইয়ে যে দলের ক্রিকেটারদের প্রায় সবার জার্সি খোলা হয়ে যাবে, তাদের বিপক্ষ দল ডাইরেক্ট হিট প্রতিযোগিতা জিতবে। আর পরাজিত দলকে ফিল্ডিং কোচের সঙ্গে পুশ আপ দিতে হবে।

ফিল্ডিং চর্চাকে এমন প্রাণবন্ত করে তুলতে অতীতে নাইটদের কোনও ফিল্ডিং কোচকেই দেখা যায়নি। এমন অভিনব কাজ করে আজিঙ্কা রাহানের দলের অন্দরে সাড়া ফেলেছেন ফিল্ডিং কোচ দিশান্ত। ফিল্ডিং চর্চার পাশে নেটে যথারীতি ব্যাটিং-বোলিং সাধনাও হয়েছে। যেখানে অধিনায়ক রাহানেকে আগ্রাসী মেজাজে দেখা গিয়েছে। দলের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসনের সঙ্গে মাঠের ধারে আলোচনার পর রাহানের ব্যাট থেকে আরও লম্বা শট বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। এসবের মধ্যে হর্ষিত রানাকে নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। আজও নাইটদের অন্দরমহল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হর্ষিতের চূড়ান্ত মেডিকেল রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন কোচ অভিষেক নায়ার। পাশাপাশি ট্রায়ালও চলছে সন্ধ্যার ইডেনে। আজ নাইটদের ট্রায়ালে হর্ষিতের সম্ভাব্য বদলির তালিকা আরও দীর্ঘ হয়েছে। সিমরজিৎ সিং, নভদীপ সাইনি, আকাশ মাধওয়ালদের আজ ট্রায়াল দিতে দেখা গিয়েছে কেকেআরের নেটে। সূত্রের খবর, আজ রাতে দলের বোলিং কোচ সাউদি কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আলোচনার পরই হয়তো হর্ষিতের পরিবর্তের নাম ঘোষণা হতে পারে।

কেকেআরের জন্য সুখবরও রয়েছে। এখন প্রায় ফিট শ্রীলঙ্কার পেসার মাথিশা পাথিরানা। বৃহস্পতিবার তিনি শ্রীলঙ্কায় বোলিং শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ইডেনে ২ এপ্রিল ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে পাথিরানাকে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে নিয়েও নাইটদের অন্দরে রয়েছে নানা ভাবনা। ব্যাটার হিসেবে কেকেআরের প্রথম একাদশে অঙ্গকৃষের থাকার সম্ভাবনা প্রবল। প্রয়োজনে তাঁকে উইকেটকিপার হিসেবে ব্যবহারের কথাও ভেবে রাখা হচ্ছে। আজও কেকেআর অনুশীলনে অঙ্গকৃষকে উইকেটকিপিং করতে দেখা গিয়েছে।

বিপক্ষ ডাইরেক্ট হিট করায় জার্সি খুলতে হল রামনদীপ সিংকে। চ্যালেঞ্জে হেরে পুশ আপ দিতে হল রাহুল ত্রিপাঠীদের। ছবি : ডি মণ্ডল

মেয়াদ বাড়তে চলেছে গম্ভীর-আগরকারের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : ব্যবহার হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বদলে যাচ্ছে ছবি। গলার স্বরও।

সম্প্রতি যার শিকার হয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। দিন কয়েক আগে শেষ হওয়া টি২০ বিশ্বকাপের সময়ই এমন একটি ‘ডিপফেক’ ভিডিও ছড়িয়েছিল। যেখানে দাবি করা হয়েছিল, ভারতীয় দলের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন গম্ভীর। বাস্তবে এই খবর ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বেনামি অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর নাম, ছবি, গলার স্বর ব্যবহার করে সম্মানহানি করা হচ্ছে। এমন অভিযোগ তুলে আজ দিল্লি হাইকোর্টে আড়াই কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যার। তিনি আদালতে মামলা দায়ের করার পর দিল্লির গৌতম গম্ভীর ফাউন্ডেশনের তরফে এক মিডিয়া রিলিজ করা হয়েছে। যেখানে পুরো বিষয়টি জানিয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘আমার পরিচয়, নাম, মুখ, গলার স্বর- সব কিছু বেনামি অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যবহার করে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। সবটাই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। কিছু মানুষ এভাবেই অর্থ উপার্জন করছেন। আমার সম্মানহানিও হচ্ছে। এই সবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করছি।’ জানা গিয়েছে, দায়ের করা অভিযোগে গম্ভীর মোট ১৬টি নাম নিয়েছেন। যার মধ্যে সমাজমাধ্যমের নানা সংস্থা যেমন রয়েছে, তেমনই অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থাও রয়েছে। আদালতের কাছে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চেয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ।

‘ডিপফেক’ নিয়ে মানহানির মামলা দায়ের টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যারের

যেদিন ডিপফেক নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। ঠিক সেই দিনই গম্ভীর নিয়ে আরও তথ্য সামনে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহল থেকে। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপ জয়ের পর সম্প্রতি বিসিসিআই শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে বসেছিলেন গম্ভীর। সেই বৈঠকে গম্ভীরের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে বলে খবর। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত গম্ভীরের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের চুক্তি ছিলই। সেই চুক্তি বেড়ে ২০২৮ সালের টি২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত হয়েছে বলে খবর। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারেরও মেয়াদ বাড়তে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। কোচ গম্ভীরের মতো আগরকারও বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক সেরেছেন। সেই বৈঠকে মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয় বলে খবর।

কার্তিক-দীপিকার সংসারে নতুন অতিথি

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : ফের বাবা হলেন ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার দীনেশ কার্তিক। দুই যমজ পুত্রসন্তান কবির ও জিয়ানের পর এবার ডিকে এবং ভারতীয় স্কোয়াশ তারকা দীপিকা পাল্লিকাল জুটির সংসারে এল এক কন্যাসন্তান। মেয়ের নাম তাঁরা রেখেছেন ‘রাহা’। ২০১৫ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এই তারকা ক্রীড়াদম্পতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বসিত কার্তিক লিখেছেন, ‘এই পৃথিবীতে আমাদের রাজকন্যাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই খুশি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।’

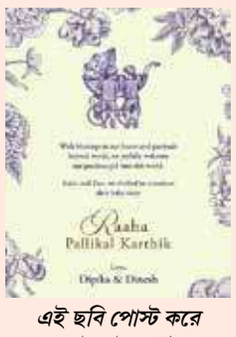

এই ছবি পোস্ট করে কন্যাসন্তানের খবর জানালেন দীনেশ কার্তিক।

‘সঞ্জু হয়ে উঠুক’, বলেছিলেন গম্ভীর

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপে সঞ্জু স্যামসনের স্বপ্নের ব্যাটিংয়ের পর উচ্ছ্বাসে ভাসছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। বছর চোদ্দোর সঞ্জুকে প্রথমবার দেখেই তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে থারুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই ছেলেই ভারতের ‘পরবর্তী মহেন্দ্র সিং ধোনি’। তবে, এই তকমায় ঘোর আপত্তি ছিল বর্তমান হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের!

পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন থারুর বলেছেন, ‘সঞ্জুকে পরবর্তী ধোনি বলার কয়েক বছর পর আমাকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন গম্ভীর। তাঁর স্পষ্ট যুক্তি ছিল, সঞ্জুর পরবর্তী ধোনি হওয়ার কোও প্রয়োজন নেই। ও বরং নিজের পরিচয়েই ক্রিকেট বিশ্বে ‘সঞ্জু স্যামসন’ হয়ে উঠুক।’’ বিশ্বকাপে কেরলের এই তারকার বিধ্বংসী পারফরমেন্স দেখার পর থারুর হাসিমুখে স্বীকার করে নিচ্ছেন, গম্ভীরের সেই কথাই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। সঞ্জু আজ আর কারও ছায়া নয়, নিজের নামেই বিশ্ব ক্রিকেটে এক জ্বলন্ত নক্ষত্র।

জয়ী সেন্ট জেভিয়ার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার নর্থবেঙ্গল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ২৬ রানে হারিয়েছে শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে টসে হেরে সেন্ট জেভিয়ার্স ১৭.৩ ওভারে ১৬৭ রানে অল আউট হয়। রাজদীপ দেবনাথ ৬৯ ও অয়ন ঘোষ ৩৭ রান করেন। গৌরব আগরওয়াল ২১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন বৈভব ছেত্রীও (২১/২)। জবাবে সালেসিয়ান ৭ উইকেটে ১৪১ রানে আটকে যায়। জিষ্ণু দত্ত ৫৬ রান করেন। আকাশ কেরকেট্টা ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। দিনের পরের খেলায় চোপড়ার কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ির এসি কলেজ ওয়াক ওভার পেয়েছে।

শুক্রবার খেলবে বীরপাড়া কলেজ-সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ও বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়-শিলিগুড়ি কলেজ।

তরুণ তীর্থকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তরুণ তীর্থের নাম ঘোষণা করা হল। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী ও ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, তরুণ তীর্থ ১৮ পয়েন্ট পেয়ে খেতাব জিতল। আগামী

ট্রফি দেওয়া হবে রবিবার

মরশুমে তরুণ তীর্থ সুপার ডিভিশনে খেলবে। রানার্স দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব পেয়েছে ১৬ পয়েন্ট। রবিবার পরিষদের দপ্তরের সামনে সন্ধে পৌনে ৭টায় সুপার ডিভিশনের সঙ্গে প্রথম ডিভিশনের পুরস্কার প্রাপকদের ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। ফেয়ার প্লে ট্রফি পাবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব। প্রথম ডিভিশনে শেষদিকে থাকা ১০ ক্লাব আগামী মরশুমে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবে।

তরুণ তীর্থের সচিব দেবাশিস মৈত্র বলেছেন, ‘গত বছর প্রথম ডিভিশনে আমরা রানার্স হয়েছিলাম। এবার চ্যাম্পিয়ন হলাম। খুব তাড়াতাড়ি ক্রিকেটারদের ক্লাবের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তারপরই সুপার ডিভিশনের লক্ষ্যে আমরা প্রস্তুতি শুরু করব।’ রবিবার সুপার ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন জিটিএস ক্লাব, রানার্স আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও ফেয়ার প্লে ট্রফি প্রাপক ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব পুরস্কৃত হবে। সেরা ব্যাটার ও বোলার হিসেবে যথাক্রমে অগ্রগামী সংঘের চন্দন সিং এবং বিজয় শর্মা পুরস্কার পাবেন। প্রতিশ্রুতিবান ক্রিকেটারের পুরস্কার উঠবে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের দিব্যাংশ শর্মার হাতে। সুপার ডিভিশন থেকে অবনমন হল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তরুণ তীর্থ।

KHOSLA ELECTRONICS

Eid Mubarak

BUY AC from KHOSLA & GET EXTRA

5 EXTRA BONANZA

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY at KHOSLA 6 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY

40% DISCOUNT at KHOSLA Upto 50% DISCOUNT ON AC

EXCHANGE OFFER ₹5,000 KHOSLA EXCHANGE OFFER ₹10,000 ON OLD AC*

CASHBACK OFFER ₹5,000 KHOSLA CASHBACK OFFER ₹6,000

PAY ₹1 0 DOWN PAYMENT at KHOSLA

FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*

DAIKIN Highest Energy Efficiency
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,860*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,100*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,150*

LG AI + DUAL INVERTER
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,614*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,713*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹1,999*

VOLTAS Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,888*

BLUE STAR 80 YEARS OF TRUST
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,400*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,400*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,455*

Carrier Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,273*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,998*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,583*

Panasonic Convertible 7 with additional AI mode
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,528*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,028*

SAMSUNG Wind Free Cooling with 23000 microholes
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,292*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,990*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹1,990*

HITACHI ICE CLEAN Frost Wash Tecnology
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,368*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,559*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,999*

LLOYD 5 in 1 expandable with AQ tech
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,177*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,584*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,793*

Godrej Tri Filtration System
1 Ton 3* Inv. EMI ₹1,850*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,042*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹2,525*

Haier 10sec. Supersonic Cooling
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,818*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹1,994*

GENERAL THE EXTREME MACHINE
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,147*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,613*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹3,833*

COOLER BAJAJ USHA HAVELLS KGA BLUE STAR
GET UPTO 50% DISCOUNT
36 Ltr. EMI ₹731 8 Months EMI
50 Ltr. EMI ₹948 8 Months EMI
80 Ltr. EMI ₹917 12 Months EMI

UP TO 10% INSTANT DISCOUNT* SBI card
*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 20 Feb - 31 Mar 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank Bank of Baroda

Easy Finance by

Locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offer price under Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.